লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২৫ জমা. সানি, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ শাহাদত, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

আবারও সত্যের সন্ধানে

৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ **sslive@mta.tv**

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

৩ দিন ব্যাপী মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন লন্ডনে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'সবুজ ইশতেহার'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**।

বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- (বিশ টাকা)।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

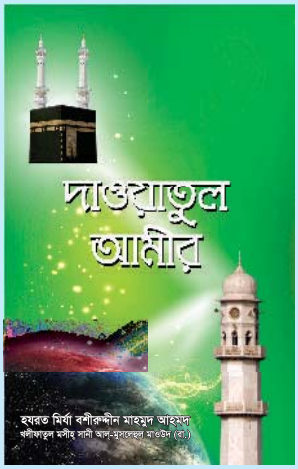

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিগ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) ইসলামী ঐশী ব্যবস্থাপনার অনন্য বৈশিষ্ট্য

মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। এটা নবুওয়ত এবং এর অবর্তমানে খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট। হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০, সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৩৯ আয়াত) মু'মিনদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) মজলিসে শূরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত রূপ দান করেন। শূরার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন–"লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন মাশওয়ারাতিন–পরামর্শ ব্যতিরেকে খেলাফত হতে পারে না।" এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কার্যকারী ছিল। মজলিসে শূরার মাধ্যমে খলীফার প্রতি ন্যস্ত আমানতের দায়িত্ব পালনে মু'মিন সমাজও অংশীদার হয়।

মজলিসে শূরা তথাকথিত কোন আইন সভা বা পার্লামেন্ট নয়। এখানে কোন বিরোধী দল বা ওয়াক আউট নেই। এখানে পরামর্শ চাওয়া হয়। স্বেচ্ছায় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ এখানে গৌণ। মু'মিন সমাজ এক দেহ এক মন হয়ে নেযামের আহ্বানে নির্ধারিত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এখানে কূট সমালোচনা বা বিরোধিতার কোন অবকাশ নেই। ব্যক্তি-স্বার্থকে পিছনে ফেলে এখানে সামগ্রিক উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে আছে অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাকওয়াকেই (খোদাভীতি) এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় এ যুগে দ্বিতীয় পর্যায়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা ফযলে উমর হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে মজলিসে শূরার প্রবর্তন করেন। তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই মজলিসে শূরা আহমদীয়াতের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কার্যকরী রয়েছে। আর এরই প্রতিচ্ছায়ারূপে দেশে দেশে জাতীয় পর্যায়েও এই মজলিসে শূরা কার্যকরী রয়েছে। সেই থেকে আজ অবধি যুগ-খলীফার অনুমোদনক্রমে মজলিসে শুরা-র মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে তাঁরই (যুগ খলীফার) সমীপে পরামর্শ প্রদান করা হয়। খলীফায়ে ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কুরআন এবং সুন্নাহ্‌র ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই সর্বদা শূরার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে তিনি বাধ্য নন, মু'মিন সমাজের কল্যাণের তাগিদে তিনি তা নাকচ করারও ক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে খলীফায়ে ওয়াক্তের এ পদক্ষেপ-ই মু'মিন সমাজের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এর প্রামাণিক সাক্ষ্য বিদ্যমান।

আমরা মজলিসে শূরার সর্বাঙ্গীণ সুফল এবং স্থায়ীত্বের কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা গোটা দুনিয়ার মানব সমাজকে মজলিসে শূরার পদ্ধতি উপলব্ধি ও অবলম্বন করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

১৪২২ বঙ্গাব্দের শুভ পদার্পণে আমরা আমাদের পাঠক, লেখকবৃন্দ এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। নববর্ষের অনাবিল এই আনন্দ ধারায় আমরাও সিক্ত। যুগ যুগ ধরে এদেশের চাষী মজুর, কামার-কুমোর, তাঁতি-জেলে নববর্ষ বরণ করে আসছে প্রাণবন্ত উৎসবের আমেজে। বৈশাখ আসে বাঙ্গালী জীবনে নতুন শস্যের আবাহন নিয়ে।

বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে গ্রাম গঞ্জে মেলা বসে নানা পসরা সাজিয়ে, ঘোড়দৌড়ও হয়। সেই প্রাণ প্রবাহ আজ ম্রিয়মান হলেও পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর অন্যতম জাতীয় উৎসব হিসেবেই পরিণত হয়ে আছে।

দেশ ও সমাজ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক আর সমগ্র জাতি অর্জন করুক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, নববর্ষ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি ও আনন্দ আর দূর হোক সব হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্লানি, সবাই ফিরে পাক প্রকৃত সুখের নীড়। জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে পরাস্ত করে বাঙ্গালী ঐতিহ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হোক সবার মাঝে, এটাই আমাদের কামনা।

সূচিপত্র

১৫ এপ্রিল, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২০ মার্চ, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**।	৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৩
ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৬
প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক কিছু আপত্তির জবাব সালেহ মোহাম্মদ আলাদিন	২১
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃতি সংকলন ও অনুবাদ: মওলানা জাফর আহমদ	২৭
সন্তানের ভবিষ্যৎ ও পিতা-মাতার ভূমিকা মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯
দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩১
আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা খন্দকার আজমল হক	৩৪
স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল ঃ চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েবে আমীর সৈয়দ মমতাজ আহমদ স্মরণে–কিছু কথা নিলুফার মমতাজ	৩৭
সংবাদ	৩৮
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৪
PRESS RELEASE	৪৬
সত্যের সন্ধানে	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন

www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٤﴾
فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٥﴾
وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٦﴾
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٧﴾

৮৪। এরপর ভোর হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আযাব তাদেরকেও ধরে ফেললো[১৫২১]।

৮৫। অতএব তাদের কোন অর্জনই তাদের কোন কাজে এল না।

৮৬। আর আমরা আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে এবং এ দু'য়ের মাঝে যা-ই আছে (এর সব কিছু) কেবল যথার্থ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি[১৫২১-ক]। আর সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত অবশ্যই আসবে। অতএব তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে উপেক্ষা কর।

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই সুদক্ষ স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

১৫২১। সূরা 'আল-আ'রাফ' এর ৭৯ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান আয়াতে বর্ণিত ছিল ভূমিকম্প।

১৫২১-ক। এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, এর বিস্ময়কর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশল এবং যে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা এতে পরিব্যপ্ত রয়েছে তা এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, মানব জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই এক অস্থায়ী ও সংরক্ষিত অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং মানুষকে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করা হয় নি যে, 'খাও, দাও, আনন্দ কর এবং তারপর চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ কর।'

হাদীস শরীফ

যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করেন

কুরআন :

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে, তাদের ওপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলে), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

(সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা)

হাদীস :

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলুন যেন আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি (সা.) বললেন বল : আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর ওপর অবিচল হয়ে যাও।

(মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের বড় বড় বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি সত্যের জন্য নিজের জান-মাল আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। সত্যের ওপর অবিচল হয়ে যাওয়া একটি মহান গুণ এ গুণের চরম বিকাশস্থল হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। তাঁরা নিজেদের জীবনে ইস্তেকামাত ও ধৈর্য দেখিয়ে তাঁদের অনুসারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর ঈমানের জন্য অবিচল থাকে, পৃথিবীর কোন বিরোধিতার পরওয়া করে না-খোদা তা'লা তাদের হৃদয়কে প্রশান্তি দেন। তাঁদের জন্য জান্নাত রেখেছেন। অর্থাৎ, সত্যকে গ্রহণ করার পর তাঁরা নিজেদের জীবনকে সত্যের ওপর পরিচালিত করে। এর ফলে তাঁদের কর্ম তাঁদেরকে জান্নাতের হকদার করে দেয়।

উপরোক্ত হাদীস হতে এ বিষয়টি জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর এর ওপর নিষ্ঠাবান ও অবিচল থাকলে পৃথিবী কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্‌কে এক অদ্বিতীয় মানার পর তাঁর সাথে কোন ধরনের অংশীদার না করা আসল বিষয়। সকল মিথ্যা হতে মুক্ত হয়ে–ওয়াহেদ লা শারীক– অংশবিহীন খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে কোন ধরনের ভয়ের আশঙ্কা থাকবে না।

আর এ সব কিছু নির্ভর করে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে। তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি আমাদেরকে অবিহিত করেন যে, কোন বিষয়টি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ আর কোনটি অসন্তুষ্টির। তাই হযরত রসূল করীম (সা.) বলছেন যে, এক-অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান এনে এ বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকলে তোমার কোন ভয় নেই। খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হয়ে যাবেন।

আল্লাহ্‌র পথে নানা ধরনের পরীক্ষা আসে-যাতে তিনি দেখেন যে, কে তার ওপর আস্থা রাখে। এভাবে যারা নিজের ঈমানের ওপর অবিচল থাকেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আমাদের ঈমানে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাই এবং খোদার আশিসের ভাগীদার হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

ঈসা ইবনে মরিয়ম কখনও আকাশ থেকে অবতরণ করবেন না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"এখন দেখ, খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলীল প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা–অনুবাদক) তোমাদের ওপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবীর অনুকূলে হাজার হাজার দলীল-প্রমাণ কায়েম করে তোমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা চিন্তা কর যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ জামা'তের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি কোন পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তোমরা আমার পূর্বের জীবনের ওপর কোন দোষারোপ করতে অর্থাৎ মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পার যে, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত এটাও সে মিথ্যা বলেছে। তোমাদের মাঝে কে আছে, যে আমার জীবনে দোষারোপ করতে পার? সুতরাং এটা খোদার ফযল যে, তিনি শুরু থেকেই আমাকে তাকওয়ার (খাদা-ভীতির) ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা চিন্তা করে তাদের জন্য এটা একটি দলীল।

"স্মরণ রেখ, কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরা মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না।"

এছাড়াও আমার খোদা ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সত্যবাদীরূপে মানার জন্য যে পরিমাণ দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল এর সবটাই তোমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবী আদি থেকে অদ্যাবধি আমার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়টি যদি মানুষের হত তাহলে এতে এত বিপুল পরিমাণ দলীল-প্রমাণ কখনো একত্র হ'ত না।'

'স্মরণ রেখ, কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মাঝ থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরা মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অবস্থা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে; কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.) এখনও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে।

অতঃপর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষাকারীরা কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সবাই অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা সে বীজ বপন করা হয়েছে এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন, পৃঃ ৯৬, ১০০-১০১, বাংলা সংস্করণ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ

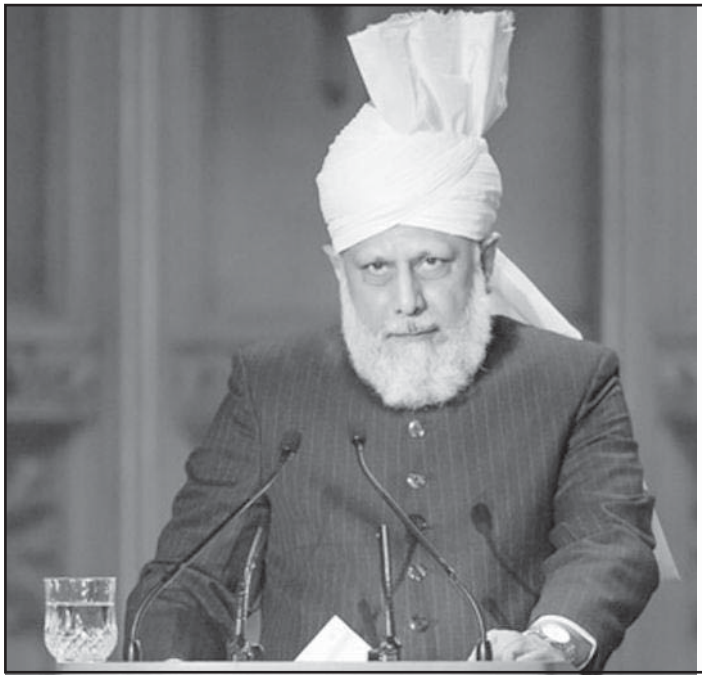

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০শে মার্চ, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আজ সূর্য গ্রহণ হয়েছে যা এখানে এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও দেখা গেছে। এই গ্রহণের সময় রসূল করীম (সা.) বিশেষ ভাবে দোয়া, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতকে যেসব স্থানে গ্রহণ লাগার বা সূর্য গ্রহণ দেখা যাওয়ার সংবাদ ছিল নামাযে কসূফ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমরাও এখানে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে নামাযে কসূফ পড়েছি। হাদীস শরীফে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি বিশেষ নিদর্শন আখ্যা দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি বড় অসাধারণ নিদর্শন ছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব এই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং জামাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

আজকের এই গ্রহণকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার নিদর্শন বলা যাবে না কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে যেভাবে গ্রহণ হয় সে অর্থে এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। এটিকে সুনির্দিষ্ট গ্রহণ আখ্যায়িত করা যেতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ গ্রহণ অবশ্যই সেই গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আজ জুমুআর দিন হিসেবে এই গ্রহণ সেই নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কারণ। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথেও জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়া মার্চ মাস হওয়ার সুবাদেও এদিকে দৃষ্টি যায় কেননা, আর তিন দিন পর এ মাসেই অর্থাৎ ২৩শে মার্চ মসীহ্ মাওউদ দিবসও বটে। তিনি দাবীও করেছেন এই দিনে। এক কথায় এই মাস, এই দিন এবং এই গ্রহণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের ইতিহাসের কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। তাই আমি যখন নামাযে কসূফ-এর খুতবার জন্য

রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতিসমূহ একত্রিত করি তখন হৃদয়ে এ ভাবনার উদয় হল যে, জুমুআর খুতবাও গ্রহণের প্রেক্ষাপটে প্রদান করা উচিত। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর (আ.) কিছু উদ্ধৃতি বা দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা একইভাবে সাহাবীদের কয়েকটি ঘটনাও উপস্থাপনের কথাও ভাবলাম যারা এই নিদর্শন দেখে জামাতভুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে উজ্জ্বল করেছেন।

সর্বপ্রথম আমি যেভাবে বলেছি, মহানবী (সা.) যেহেতু এই গ্রহণগুলোকে বিশেষভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন সে কারণে তাঁর জীবদ্দশায় একবার যখন গ্রহণ হয় সেই প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত আসমা (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, যখন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হয় আমি হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে আসি। আমি দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। আমি বললাম, মানুষের কী হয়েছে যে এখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে? হযরত আয়েশা (রা.) আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং সুবহানাল্লাহ্ বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কী কোন নিদর্শন? তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম আর এক পর্যায়ে আমার চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এত দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন যে আমার বেহুশ হওয়ার উপক্রম হয়। আমি আমার মাথায় পানি ঢালা আরম্ভ করি। মহানবী (সা.) নামায শেষ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, ইতোপূর্বে আমি যা কিছু দেখিনি আজকে এ জায়গায় দাঁড়িয়ে সেসবকিছুও দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং অগ্নিও দেখেছি আর আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, তোমাদেরকে কবরে দাজ্জালের ফিতনা বা অনুরূপ ফিতনা বা নৈরাজ্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে।

এরপর আরও বলেন, তোমাদের এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। এরপর তোমাদের প্রশ্ন করা হবে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তোমরা কী জান? তখন মু'মিন বা যে বিশ্বাস রাখে, হযরত আসমা (রা.) বলেন, এই দুই শব্দের একটি ব্যবহার হয়েছে। যাহোক, সে বলবে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি আমাদের কাছে নিদর্শনাবলী এবং হিদায়াত নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং ঈমান এনেছি আর তাঁর অনুসরণ করেছি। তাকে বলা হবে তুমি সুখনিদ্রা যাপন কর। আমরা জানি, তুমি অবশ্যই ঈমানদার ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সন্দেহবাজ হবে সে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলবে, আমি জানি না তিনি কে। আমি মানুষকে তার সম্পর্কে একটি কথা বলতে শুনেছি আর আমিও তাদের কথায় সায় দিয়েছি।

একইভাবে তিনি (সা.) একথাও বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। কারও জীবন-মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আর এই সময় দোয়া এবং ইস্তেগফার করা উচিত।

এখন আমি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, যদিও নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে তবুও মৌলভীদের সত্য গ্রহণের প্রতি কোন মনোযোগ নেই, এটি আমাকে অবাক করে। তারা এটিও দেখে না, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পরাজিত করছেন আর তারা মনে-প্রাণে চায়, কোন ঐশী সাহায্য-সমর্থন তাদের পক্ষে প্রকাশিত হোক। কিন্তু সমর্থনের পরিবর্তে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাদের লাঞ্ছনা এবং ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেদিনগুলোতে জ্যোতিষিদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, এ রমযানে চন্দ্র-সূর্য উভয়টিতে গ্রহণ লাগবে আর মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়েছে যে, এটি প্রতিশ্রুত ইমামের আবির্ভাবের নিদর্শন।

তখন মৌলভীদের হৃদয়ে ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়, ধর্ম জগতে মাহদী এবং মসীহ্ হওয়ার একমাত্র এ ব্যক্তিই দাবীদার। ধর্মজগতে এক ব্যক্তিই দাবী নিয়ে দন্ডায়মান হয়েছেন। কোথাও মানুষ তাঁর প্রতি আবার আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। তখন সেই ব্যক্তিকে আড়াল করার জন্য বা এড়িয়ে চলার জন্য অনেকেই প্রধানত এ কথা বলা আরম্ভ করে যে, এ রমযানে আদৌ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে না বরং তখন গ্রহণ লাগবে যখন তাদের ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। কিন্তু রমযান মাসে যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয়ে যায় তখন তারা এই বাহানা বা অজুহাত দেখায় যে, এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হাদীসের শব্দ অনুসারে হয়নি কেননা, হাদীসের শব্দ হলো, চাঁদে গ্রহণ লাগবে প্রথম রাতে আর সূর্য গ্রহণ হবে মধ্যবর্তী তারিখে অথচ এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে ত্রয়োদশতম রাতে আর সূর্য গ্রহণ লেগেছে আটাশতম দিনে। যখন তাদেরকে বুঝানো হলো, হাদীসে মাসের প্রথম তারিখ বুঝানো হয়নি কেননা, প্রথম তারিখের চাঁদকে ক্বমর বলা যেতে পারে না, এর নাম হলো হেলাল। আর হাদীসে হেলাল নয় বরং ক্বমর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

তাই হাদীসের অর্থ হলো, চাঁদে গ্রহণ লাগবে গ্রহণের রাতগুলোর প্রথম রাতে অর্থাৎ মাসের ত্রয়োদশতম রাতে আর সূর্যে গ্রহণ লাগবে মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ আটাশ তারিখে যা গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিন। তখন নির্বোধ মৌলভীরা এই সঠিক অর্থ শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং বড় অপচেষ্টার মাধ্যমে এই দ্বিতীয় আপত্তি দাঁড় করায় যে, এই হাদীসের রাবীদের বা রিজালদের মাঝে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের মাঝে এক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নন। যখন তাদেরকে বুঝানো হলো, যেখানে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে সেখানে যেই বিতর্কের ভিত্তি সন্দেহের ওপর তা এই নিশ্চিত ঘটনার মোকাবিলায় যা কিনা হাদীসের সঠিক হওয়ার বিষয়ে এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তা কোন গুরুত্বই রাখে না। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটি সত্যবাদীর উক্তি। আর এখন এই কথা বলা, তিনি সত্যবাদী নন বরং মিথ্যাবাদী এটি প্রাঞ্জল সত্যকে অস্বীকারের নামান্তর। আর আদি থেকে মুহাদ্দিসদের রীতি এটিই চলে আসছে। তারা বলেন, সন্দেহ কখনও নিশ্চিত বিশ্বাসকে প্রতিহত করতে পারে না। ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই এক দাবীকারকের জীবনে পূর্ণতা লাভ করা এ কথার নিশ্চিত স্বাক্ষ্য যে, যার মুখ থেকে সেই শব্দ নিঃসৃত হয়েছে তিনি সত্য বলেছেন।

কিন্তু এই কথা বলা যে, তার চাল-চলনে আমাদের সন্দেহ আছে অর্থাৎ দাবীকারকের চাল-চলনে সন্দেহ আছে বা এটি একটি সন্দেহযুক্ত বিষয় আর কোন কোন সময় মিথ্যাবাদীও সত্য বলে থাকে বা বলতে পারে। এছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্যভাবেও সত্য প্রমাণিত হয় আর হানাফীদের কোন কোন জ্যেষ্ঠও এটি লিখেছেন বা উল্লেখ করেছেন। তাই অস্বীকার করা ইনসাফ বা

ন্যায়বিচারের দাবীর পরিপন্থী বরং নিছক হঠধর্মীতা। এই দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়ার পর তারা বলতে বাধ্য হয়, হাদীসটি সঠিক আর এ থেকে এটিই বুঝা যায়, অচিরেই ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন কিন্তু এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী নন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা বলা হচ্ছে। বরং তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হবেন যিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তাদের এই উত্তরও নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে কেননা, যদি অন্য কোন ইমাম থাকত তাহলে যেমনটি হাদীসে বলা হয়েছে, সেই ইমামের শতাব্দীর শিরোভাগে আসা উচিত ছিল কিন্তু শতাব্দীরও পনেরো বছর পার হয়ে গেছে অথচ তাদের কোন ইমাম আবির্ভূত হয়নি। এখন তাদের পক্ষ থেকে শেষ উত্তর হলো, এরা কাফির অর্থাৎ আহমদীরা কাফির, তাদের বই-পুস্তক পড়বে না। এদের সাথে মেলা-মেশা করবে না, এদের কথা শুনবে না কেননা তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এটি কত বড় শিক্ষণীয় বিষয় যে, আকাশও এদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও এদের বিরোধী হয়ে গেছে। এটি তাদের কত বড় লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা, একদিকে আকাশ তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে আর অপরদিকে পৃথিবীও ক্রুশীয় প্রাধাণ্যের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য প্রদান করছে।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং শত শত মানুষ এটি দেখে আমাদের জামাতভুক্ত হয়েছে। আর এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে আমরা প্রীত হয়েছি আর আমাদের শত্রুরা হয়েছে লাঞ্ছিত। আমরা যখন প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করেছি তখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হোক; আর আরব দেশে এর কোন চিহ্নও থাকবে না –তারা কী কসম খেয়ে বলতে পারে, তাদের হৃদয় এটি পছন্দ করতো? যখন তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী এই নিদর্শন প্রকাশ পেল তখন তাদের হৃদয় অবশ্যই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে এবং তারা নিজেদের লাঞ্ছনাই দেখে থাকবে।

এরপর এখন আমি কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এই অধমের গ্রামে প্রথম দিকে মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তখন এই অধমের বয়স প্রায় পনের বছর ছিল। এই অধম মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেবের সাথে তার ঘরের সামনে দন্ডায়মান ছিল, তখনই দিনের বেলায় সূর্য গ্রহণ হয়। মৌলভী সাহেব বলেন, সুবহানাল্লাহ্, মাহদী সাহেবের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর আগমনের সময় এসে গেছে। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলভী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, পুণ্য প্রকৃতির ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবছর চেষ্টা করে নিজের পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে আহমদীয়াতভুক্ত করেন।

এরপর লালিয়াঁ নিবাসী হাফিয মুহাম্মদ হায়াত সাহেব তার 'লালিয়াঁয় আহমদীয়াত' নামের এক প্রবন্ধে লিখেন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শনের পরে হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, একইভাবে ১৮৯৪ সনে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার ফলে মানুষের হৃদয়ে এই অনুসন্ধিৎসা জাগে যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন আর কিয়ামত সন্নিকটে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মানুষের হৃদয়ে ভয়-ভীতি বিরাজমান ছিল যে, এখন কী হবে? কিয়ামত এসে গেছে। সে যুগে প্রায়শঃ এসব নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হতো। যেমন হাফিয মুহাম্মদ লক্ষ্ণুকে তার 'আহওয়ালুল আখেরা' গ্রন্থে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর কথা তার পাঞ্জাবী কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন। অনুরূপভাবে লালিয়াঁর এক পীর এবং সূফী কবি মিঞাঁ মুহাম্মদ সিদ্দীক লালী সাহেবও এই নিদর্শনগুলোর কথা তার এক কবিতায় উল্লেখ করেন। এসব নিদর্শন সম্পর্কে এতে লিখা আছে যে,

ত্রয়োদশতম রাতে চাঁদে এবং সাতাশতম দিনে সূর্যে গ্রহণ লাগবে, এখানে সাতাশতম লিখা হয়েছে আসলে আটাশতম হওয়া উচিত। এটি মূল পাঞ্জাবী পংক্তিগুলোর অনুবাদ। যাহোক, তিনি বলেন, ঘরে ঘরে এই নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইমাম মাহদীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। সেই দিনগুলোতে মৌলানা তাজ মুহাম্মদ সাহেব এবং আরো কয়েকজন বুযুর্গ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন যারা কাদিয়ানে গিয়ে মাহদী (আ.)-কে দেখবেন এবং প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যেসব লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো পুরো হওয়ার বিষয়টি গভীর দৃষ্টিকোন থেকে যাচাই করে দেখবেন আর যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে তার হাতে বয়আত গ্রহণ করবেন। সেই প্রতিনিধি দলের জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গ মনোনীত হন তারা হলেন, শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব, মিঞাঁ ছাহেব দ্বীন সাহেব এবং মিঞাঁ মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব। এই প্রতিনিধি দল পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যাত্রা করে। পথ খরচ হিসেবে এদের উভয়ের কাছে প্রচলিত মুদ্রায় শুধুমাত্র দেড় রূপি ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুধু দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, মিঞাঁ ছাহেব দ্বীন এবং শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব। যাহোক, বলা হয়, তাদের উভয়ের কাছে শুধু দেড় রূপি ছিল এবং মার্চ মাস ছিল আর ক্ষেতে গম পাকার মৌসুম ছিল। তারা দৈনিক দশ-বারো মাইল পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতেন। ক্ষুধা লাগলে কৃষকের পাকা গমের ক্ষেত থেকে গম নিয়ে ভুনে বা সিদ্ধ করে খেতেন আর এভাবেই দিন অতিবাহিত করতেন। কাছাকাছি কোন জনবসতি বা ঘর দেখলে সেখানে রাত অতিবাহিত করতেন।

যাহোক, এভাবে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করে প্রায় দেড় শতাধিক বা পোনে দুই শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই দুই সাথী, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে এই তিন সাথী বাটালার কাছে পৌঁছলে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর শিষ্যদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তাদেরকে কাদিয়ানের পথ জিজ্ঞেস করা হয়। তারা কাদিয়ান যাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে চায়। উদ্দেশ্য জানার পর তার শিষ্যরা কাদিয়ান যেতে বারণ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবী করেছে সে তো নাঊযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী কেননা, সে একটি নয় বরং সাতটি দাবী করে রেখেছে। তোমরা কোন কোন দাবীর ওপর ঈমান আনবে। তাই এখান থেকে ফিরে যাও। একথা শুনে শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব উত্তর দেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু খুবই সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দাবী করলেও তিনি সত্যবাদী। তার তো আরও দাবী করা বাকী আছে এবং তিনি নিজের জ্ঞান অনুসারে এই যুক্তি উপস্থাপন করেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমরা এখানে সাত জন আর আমি একা। তোমরা সবাই আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর বা কুস্তি কর। আমি যদি তোমাদের সবাইকে ধরাশায়ী করি তাহলে কি আমি একজন হলাম না সাত জন অর্থাৎ সাত জনের ওপর জয়যুক্ত হলাম। তিনি বলেন, যুগ ইমামকেতো সারা পৃথিবীর ধর্মের মোকাবিলা করতে হবে তাই তার আরও দাবী থেকে থাকবে। এটি শুনে তাদের

সবাই নির্বাক হয়ে যায় এবং বলে, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও কিন্তু পথ বাতলে দেয়নি।

তিনি বলেন, আমরা কিছু দূর অগ্রসর হলাম। এক শিখের চায়ের দোকান ছিল। তিনি বিস্কুট এবং চা ইত্যাদি পরিবেশন করেন। শেখ সাহেব বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা এবং তাদের আচার ব্যবহারের কথা শিখ সাহেবের কাছে উল্লেখ করেন, এতে তিনি আক্ষেপ করেন। সেই শিখ বলেন, আস আমি আপনাদের পথ বাতলে দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই কাদিয়ান যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন, মনে হয় তাঁর দাবী সত্য। এরপর আরও বলেন, আমরা মির্যা সাহেবকে জানি। এরপর সেই শিখ সাহেব অনেক দূর তাদের সাথে আসেন এবং সেই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন যা সোজা কাদিয়ান যায়। তখন কাদিয়ান যাওয়ার কোন পাকা রাস্তা ছিল না। এই উভয় বন্ধু যখন কাদিয়ান পৌঁছেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে উপবিষ্ট ছিলেন। একটি বৈঠক চলছিল। কয়েক জন অ-আহমদী আলেম এবং পীর সেই বৈঠকে বসেছিলেন যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাক্যালাপরত ছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একই সাথে তিনি লেখার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। এটিও একটি নিদর্শন, একদিকে তিনি (আ.) লিখছেন এবং কলম চলছিল যেন অদৃশ্য স্থান থেকে কোন প্রবন্ধ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করছে এবং অপরদিকে বৈঠকে উপস্থিত লোকদের সাথে বাক্যালাপে রত কিন্তু এতে তার লেখায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে না।

এই সঙ্গীদের হুযূরের সাথে পরিচয় করানো হয়। শেখ সাহেব বলেন, হুযূর! আমরা লালিয়াঁ থেকে এসেছি। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, লালিয়াঁ কোথায়? অধিকাংশ মানুষ জেনে থাকবেন, যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, লালিয়াঁ রাবওয়াহ্ থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম যা এখন শহরে রূপ নিয়েছে। যাহোক, তারা সেই সময় এখান থেকে গিয়েছিলেন। তখন বৈঠকে হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)ও বসেছিলেন যার সম্পর্ক ছিল ভেরা গ্রামের সাথে তাই তিনি লালিয়াঁ সম্পর্কে জানতেন।

তিনি বললেন, হুযূর! লালিয়াঁ কাড়ানা এবং লাকবার এর পাশে অবস্থিত। তখন হুযূর বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লাক এবং লালী। যেহেতু লালী সংক্রান্ত পংক্তি তিনি (আ.) আগেই শুনেছিলেন তাই হয়তোবা স্মরণ হয়। হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) বলেন, হুযূর! এরা আমাদের প্রতিবেশী। যেহেতু শেখ সাহেব এবং ছাহেব দ্বীন সাহেব নিরক্ষর ছিলেন তাই তারাও পাঞ্জাবীতে বলেন, হ্যাঁ হুযূর! আমরা তার প্রতিবেশী। এরপর তারা সফরের পুরো বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলী হুযূরের সামনে উপস্থাপন করেন। হুযূর বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা শুনে বলেন, দেখ এক নিরক্ষর ব্যক্তি কত সুন্দর উত্তর দিয়েছে। নির্বাক করে দিয়েছে। তাকে কে শিখিয়েছে? খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে শিখিয়েছেন। হুযূর এই বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন।

এরপর হুযূর তাদেরকে বলেন, আপনারা কিছুদিন আমাদের কাছে অবস্থান করুন। তিন দিন পর্যন্ত তারা হুযূরের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, হুযূরের সাথে পদভ্রমণেও যেতেন। লালিয়াঁর আলেমরা যেসব নিদর্শনের কথা বলেছিলেন তারা তা খতিয়ে বা যাচাই করে দেখেন। স্বচখে সেসব নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখেন। অবশেষে ফিরে আসার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে হুযূরকে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছান যা তিনি মাহদীকে পৌঁছানোর জন্য তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এরপর তারা বয়আতের অনুরোধ করেন। হুযূর বলেন, এখানে আমাদের সাথে আরো কিছুদিন অবস্থান করুন। একথা শুনে শেখ সাহেবের চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি নিজের পা সামনে এনে হুযূরকে দেখিয়ে বলেন, হুযূর! এত দীর্ঘ সফর করে আমাদের পা ফুলে গেছে। অনেক কষ্ট আমরা সহ্য করেছি আর আমরা আপনাকে সত্য মাহদী হিসেবে পেয়েছি। জানিন আয়ু পাব কি-না তাই আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। এরপর মসজিদে মোবারকেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে তারা বয়আত করেন।

আসাদুল্লাহ্ কোরাইশি সাহেব হযরত কাজী আকবর (রা.) সম্পর্কে লিখেন, হযরত কাজী সাহেব (রা.) আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন জেহলমী (রা.)-র সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি নিজ এলাকার ইমাম ছিলেন। এলাকার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পাঠদানের কাজে রত থাকতেন। এমন সময় আকাশে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি এ ঘটনার পূর্বেই অবহিত ছিলেন, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সুমহান নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর শিষ্য এবং বন্ধু-বান্ধবের মাঝে এটি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। তার এক পৌত্র বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি মিঞাঁ মাঙ্গা সাহেবের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা কাজী সাহেবের কাছে পড়তাম। সেই সময় রমযানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তখন কাজী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, এখন আমাদের উচিত তাঁর সন্ধান করা। সেই সময় চারকোটের মানুষ বাজার করার জন্য জেহলম যেত। কাজী সাহেব জেহলম আগমনকারী লোকদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেন, হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করুন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন তো প্রদর্শিত হয়েছে, এখন আপনি ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিন। অতএব তারা হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন।

হযরত মৌলভী সাহেব কয়েকটি বই এবং একটি পত্র কাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পত্র এবং বই হস্তগত করার পূর্বেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে তিনটি গ্রন্থ দিয়েছে পড়ার জন্য। তার মধ্য থেকে প্রথম বইটি তিনি পড়ার উদ্দেশ্যে খুলেন, তা ছিল আবর্জনায় ভরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। তাই তিনি সেই বই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি বাকি দু'টো বই দেখেন, তা থেকে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবের প্রেরিত পুস্তক হস্তগত হওয়ার পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়েছে, হযরত মৌলভী সাহেব (রা.)-র প্রেরিত বইগুলো প্রাপ্তির পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়, হযরত মৌলভী সাহেব তাকে যে বইগুলো পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর খণ্ডনে লেখা হয়েছে। তিনি প্রথমে সেই বইটিই পড়তে আরম্ভ করেন। এই বইতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মর্মপীড়াদায়ক শব্দ দেখার পর তিনি তা পাঠ করা বন্ধ করে দেন এবং ছুঁড়ে ফেলেন। আর অন্য দু'টো বই এবং পত্র পাঠ করার পর সেগুলোকে হুবহু নিজের স্বপ্ন সম্মত দেখতে পান এবং অনুসন্ধানের অধিক প্রেরণা তার মাঝে সৃষ্টি হয়। তাই তিনি অনুসন্ধান বা গবেষণার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি

প্রতিনিধি দল কাদিয়ান প্রেরণ করেন। আর তাদের তিন জনই কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য বিষয় যা অন্যান্য রেওয়ায়েতেও দেখা যায় যা সকল ক্ষেত্রে সবার সাথেই ঘটেছে। এই প্রতিনিধি দলও যখন বাটালায় পৌঁছে তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে বাঁধা দেয়। কিছুটা আতিথেয়তাও করে এবং বলে, আপনারা অনর্থক বেশ কয়েক দিন পায়ে হেঁটে সফরের কষ্ট সহ্য করে কাদিয়ান যান। আপনারা যেহেতু দূর-দূরান্তের অধিবাসী তাই আপনারা সঠিক জ্ঞান রাখেন না। মির্যা সাহেবের পুরো কাজই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনারা ফিরে যান। মৌলভী সাহেব তাদেরকে শুধু এ কথাই বলেননি বরং শহরের বাহিরের কিনারা পর্যন্ত তাদের ছেড়ে যান। কিন্তু তার কাছ থেকে বিদায়ের পর এই তিনজনই ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কাদিয়ান পৌঁছেন এবং সেখানে এসে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বয়আত করেন। এরপর কাজী সাহেব প্রথমে লিখিতভাবে বয়আত করেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপর হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা কাজী মওলা বখ্‌শ সাহেব জলন্ধরের সুপরিচিত আহলে হাদীসের খতীব ছিলেন। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি তার এক খুতবায় রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বিস্তারিত উল্লেখ করে সুস্পষ্ট করেন, এটি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণ। এখন আমাদের প্রতিশ্রুত ইমামের অপেক্ষায় থাকা উচিত, কখন এবং কোথা থেকে তিনি আবির্ভূত হন। এই খুতবার সুগভীর প্রভাব পড়ে। অতএব মোহতরম কাজী সাহেব অর্থাৎ কাজী মওলা বখ্‌শ সাহেব যিনি মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা ছিলেন, তিনি যদিও নিজে সত্য গ্রহণের সুযোগ পাননি কিন্তু তার বড় পুত্র অর্থাৎ মওলানা আবুল আতা সাহেবের পিতা জনাব ইমামুদ্দীন সাহেব দাবীকারকের সংবাদ পান এবং কিছু অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যায়ন এবং তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত গোলাম মুজতবা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০১ সনে হংকং-এ চাকুরিরত অবস্থায় দূররে সামীন আমার হস্তগত হয়। যেহেতু যুগ একজন সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল কেননা, যুগের আলেমদের মাঝে এমন মতভেদ বিরাজমান ছিল যে, প্রত্যেক সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তি এই মতভেদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে একজন সংস্কারকের সন্ধানে ছিল। দূররে সামীন এর পঙ্‌ক্তি পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হন তাহলে তাঁর পরম সৌভাগ্য। নতুবা এই ব্যক্তি মিথ্যা বলতে গিয়ে পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে অর্থাৎ এত উন্নত মানের বই লিখেছে। সেই সময়েই ইযালায়ে আওহাম আমার চোখের সামনে আসে কিন্তু এটি জানা যায় নি, এই বইগুলো কে হংকং পৌঁছিয়েছে। আমি পুরো ইযালায়ে আওহাম বইটি পড়ে ফেলি এবং এরপর হংকং মসজিদের ইমামের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকি। হংকং মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী সাহেবের কাসীদা ছিল ফার্সী ভাষায় যা পাঠে আমরা বুঝতে পারতাম, মাহদীর আবির্ভাবের যুগ সন্নিকটে বরং এটিই সেই যুগ। এছাড়া আমার মরহুম পিতা একজন আলেম ছিলেন। রমযান মাসে যখন সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় তখন আমার পিতা বলেন, মাহদী (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেছে।

মওলানা ইবরাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি যারা পিতা-পুত্র ছিলেন মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব সংক্রান্ত সেই হাদীস যাতে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কথা রয়েছে তা সঠিক কি-না? মৌলভী সাহেব বলেন, হাদীস তো সঠিক কিন্তু মির্যা সাহেবের ফাঁদে পা দিবে না কেননা, তিনি এই হাদীসকে তাঁর দাবীর সত্যায়নে উপস্থাপন করেন। আর এই হাদীস ইমাম মাহদীর দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নয় বরং জন্ম সংক্রান্ত। পিতা বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি আপনাকে যেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি আপনি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। বাকি থাকল এ কথা যে, এটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়? তো এ সম্পর্কে আমার নিবেদন হলো, আমার সারা জীবন মামলা-মোকদ্দমায় কেটেছে কিন্তু সরকার আমাকে কখনও সাক্ষী আনতে বলত না যতক্ষণ না আমি প্রথমে দাবী করতাম। মির্যা সাহেবেরও একই অবস্থা। তিনি তো পূর্বেই দাবী করে রেখেছেন আর এখন এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মৌলভী সাহেবের মুখ বন্ধ হয়ে যায় আর এই পিতা-পুত্র উভয়েই নিজ গ্রামে ফিরে যান। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সত্য গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। কাজেই, যুক্তি-প্রমাণও আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষনিকভাবে শিখিয়ে থাকেন।

সৈয়্যদ নযীর হোসেন শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ লাগে তখন আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন, এটি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার নিদর্শন। আমার হৃদয়ে এ কথার সুগভীর প্রভাব পড়ে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁকে গ্রহণেরও সৌভাগ্য হয়।

সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, সেই যুগে এই বাক্য সবার মুখে-মুখে ছিল যে, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, আর এটি সেই যুগ যখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন এবং তাঁর পর হযরত ঈসা (আ.)ও আগমন করবেন। অতএব আমার মা এই মাহদী এবং ঈসার আগমনের কথা বড় আনন্দের সাথে বলতেন, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে আর একথাও বলতেন, চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হওয়া মাহদীর যুগের জন্য অবধারিত ছিল আর সেই গ্রহণ হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব বলতেন, রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী 'দারে কুতনী' ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থসমূহে মাহদীর লক্ষণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চে রমযান মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ হয়। একই রমযানে যখন সূর্য গ্রহণ হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে তখন উভয় ভাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সেই নিদর্শন দেখার এবং গ্রহণের নামায পড়ার মানসে শনিবার সন্ধ্যায় লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় রাত ১১টায় বাটালায় পৌঁছেন। পরের দিন প্রত্যুষে গ্রহণ লাগার কথা ছিল। এই যুবকদের আগ্রহ দেখুন কত সুগভীর। ধূলিঝড় বইছিল, মেঘ গর্জন করছিল এবং বিদ্যুত চমকাচ্ছিল। বাতাস বিপরীতমুখি ছিল আর চোখে ধূলা পড়ছিল। পায়ে হেঁটে বাটালা থেকে তারা কাদিয়ান যাচ্ছিলেন। পা ফেলাই কঠিন ছিল বরং বিদ্যুত চমকালে তবেই রাস্তা দেখা যেত। সাথে তার স্বদেশি বন্ধু মৌলভী আব্দুল

আলী সাহেবও ছিলেন। মোট তিন জন যাচ্ছিলেন। সাবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, যাই হোকনা কেন রাতারাতি কাদিয়ান পৌঁছাব। আহমদীয়াত তারা পূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে গ্রহণের নামায পড়তে চাচ্ছিলেন। তাই তাদের তিনজনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরম বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আকাশ এবং পৃথিবীর সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা তোমার বিনয়ী ও দুর্বল বান্দা। তোমার মসীহ্‌র যিয়ারতের জন্য যাচ্ছি আর আমরা পদব্রজে যাচ্ছি। প্রচন্ড শীত এখন তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর আর আমাদের জন্য পথ সহজ করে দাও। আর এই বিরোধী বা প্রতিকূল বাতাসকে দূরীভূত কর।

তিনি বলেন, দোয়ার শেষ শব্দ মুখ থেকে বের হতেই বায়ুর গতিপথ বদলে যায় আর প্রতিকূল দিক থেকে আসার পরিবর্তে পিছন থেকে প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হলে তা সফরের জন্য সহায়ক হয়ে যায় অর্থাৎ এত দ্রুত বেগে পিছন থেকে বাতাস বইছিল যে, তাদের সফর সহজ হয়ে যায়। পথচলা সহজ হয়ে যায়। এমন মনে হচ্ছিল, আমরা বাতাসে ভর করে উড়ে যাচ্ছি। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা নহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যাই। সেখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নহরের পানির পাশে একটা ঘর ছিল। আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি। সেই দিনগুলোতে গুরুদাসপুর জেলার অধিকাংশ রাস্তাঘাটে ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে আমরা দেখলাম, ঘর খালি ছিল এবং সেখানে দু'টো পাথর এবং একটি মোটা ইট পড়ে ছিল। আমরা প্রত্যেকে এক একটি মাথার নিচে রেখে মাটির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললে দেখতে পাই, তারকা দেখা যাচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল। মেঘ এবং ঝড়ের নাম গন্ধও ছিল না।

অতএব আমরা পুনরায় সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বসে সেহ্‌রী খাই। সকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কুসূফ বা গ্রহণের নামায পড়ি। রমযান মাস ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব মসজিদ মোবারকের ছাদে এই নামায পড়িয়েছেন। প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ এই নামায জারী ছিল অর্থাৎ নামায এবং খুতবা। অনেক বন্ধু কাঁচে কালি লাগিয়ে গ্রহণ দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম দিকে কাঁচ দিয়ে সামান্য কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ হালকা গ্রহণ শুরু হয়েছিল। কেউ একজন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেন, সূর্য গ্রহণ লেগেছে। তিনি (আ.) কাঁচের মাধ্যমে দেখেন, খুবই হালকা একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ তখন মাত্র গ্রহণ লাগা আরম্ভ হয়েছিল। হুযূর (আ.) বলেন, এই গ্রহণ তো আমরা দেখলাম কিন্তু এটি এত হালকা যে, তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে আর এভাবে এক সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত নিদর্শন সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। হুযূর (আ.) বেশ কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই সূর্যের ওপর গ্রহণের যে কালো ছায়া ছিল তা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এমনকি সূর্যের বেশিরভাগ অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হুযূর বলেন, আজকে আমরা স্বপ্নে পেঁয়াজ দেখেছিলাম। এর ব্যাখ্যা দুঃখ হয়ে থাকে। তাই প্রথম দিকে ছায়া হালকা থাকার কারণে কিছুটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ দিয়েছেন।

মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে যখন সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় তখন আমি লাহোরে মৌলভী হাফিয আব্দুল মান্নান সাহেবের কাছে তিরমিযী শরীফ পড়তাম। আলেমদের দুঃশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি আমার হৃদয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও আলেমরা সাধারণ মানুষকে ছেলে ভোলানো নিশ্চয়তা দিচ্ছিল কিন্তু তারা ভেতরে ভেতরে চরম ভীত এবং ত্রস্ত ছিল, এই সত্য নিদর্শনের কারণে মানুষ খুব দ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সেই দিনগুলোতে হাফিয মুহাম্মদ লক্ষ্কে ওয়ালে সাহেব পিত্ত পাথরের অপারেশনের জন্য লাহোরে এসেছিলেন। আমিও তার কাছে যাই। সাধারণ মানুষ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই নিদর্শনের কথা আপনি আপনার বই আহওয়ালুল আখেরাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন আর দাবীকারক হযরত মির্যা সাহেবও বিদ্যমান রয়েছেন এবং এই নিদর্শনকে তাঁর সত্যতার নিদর্শন আখ্যা দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী? তিনি বলেন, আমি অসুস্থ্য এবং খুবই দুর্বল। আরোগ্য লাভের পর কিছু বলতে পারব। অবশ্য আমি আমার ছেলে আব্দুর রহমান মহিউদ্দীনকে হযরত মির্যা সাহেবের বিরোধিতা করতে বারণ করছি, খোদা তা'লার রহস্য বড়ই বিস্ময়কর হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি বরং স্বল্পকালের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। লেখক বলছেন, এসব কথা শুনে যদিও আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাই কিন্তু হাদীসের জ্ঞানে উৎকর্ষতা লাভের জন্য অমৃতসর চলে যাই। সেখানে দুই তিন বছর অবস্থান করে হাদীসের দওরা শেষ করার পর দারুল আমান অর্থাৎ কাদিয়ানে এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করি।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে রমযান মুবারকে শেষ যুগের মাহ্‌দীর আবির্ভাবের কালজয়ী নিদর্শন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ পূর্ণ হয়। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই শব্দ এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয় যা আমাদের প্রধান শিক্ষক মৌলভী জামাল উদ্দীন সাহেব এই লক্ষণ পূর্ণ হওয়ার পর মাদ্রসার কক্ষে পুরো ক্লাসের সামনে বলেছিলেন, এখন শেষ যুগের মাহ্‌দীর সন্ধান করা উচিত। তিনি অবশ্যই কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁর আবির্ভাবের সুমহান লক্ষণ আজ পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমিও সেই ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম এবং সেই কক্ষ, সেই স্থান, ছেলেদের সেই বৈঠক আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই আরামকেদারা যাতে বসে মৌলভী সাহেব এই কথা বলেছিলেন, সেই টেবিল যাতে করাঘাত করে তিনি ছেলেদেরকে এই সংবাদ শুনিয়েছিলেন। আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এ কথার স্বাক্ষ্য দিব, উপরোক্ত মৌলভী সাহেবের কাছে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এই নিদর্শনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং শেষ যুগের মাহ্‌দীকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত ও হতভাগাই রয়ে গেছেন। তিনি বলেন, মাহ্‌দীয়ে আখেরুয্ যামান বা 'শেষ যুগের মাহদী' এই শব্দগুলো সম্পর্কে আমার কান তখনও অপরিচিত বা অনবহিত ছিল। এই কথা ভাই আব্দুর রহমান সাহেব বলছেন। তাঁর কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করা এবং তাঁর আবির্ভাবের বড় লক্ষণ এই শব্দ দু'টি আমার জন্য আরও আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। আমি মাধ্যমিকে পড়ছিলাম। আমার ভেতর অনুসন্ধিৎসা জাগে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং লজ্জা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অবশেষে নিজ সহপাঠীদের কাছে এই প্রহেলিকার

সমাধান চাইলাম। তারা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে আমাকে পুরো কাহিনী শুনায়। এসব কাহিনী শুনে আমার হৃদয়ে যেই ধারণা জেগেছে এবং যা আমার আধ্যাত্মিকতা আরও বৃদ্ধি করেছে তা হলো, অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের চিন্তাধারা কত ঊর্বর দেখুন! তিনি বলেন, প্রথমত তেরশত বছর পূর্বে এক ঘটনার সংবাদ দেয়া যা শত্রু-মিত্র সবার মাঝে সুবিদিত এবং যথা সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করা।

দ্বিতীয় কথা যা মাথায় আসে তাহলো, সেই ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ফসল নয় বরং আকাশে সেই ঘটনা ঘটেছে যা মানুষের নাগালের বাইরে। আর এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপের সুযোগও নেই। তৃতীয় কথা যা মাথায় আসে তাহলো, শেষ যুগের মাহদীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অবিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করা, ইসলামকে উন্নীত করা, ইসলামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের বিজয়ের চিন্তাধারা মাথায় আসে। চতুর্থ কথা হলো দোয়া এবং এর বাস্তবতা। আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করা ও কবুল করা কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওলীরা শেষ যুগের মাহদীর জন্য দোয়া করে আসছেন আর অবশেষে তা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চম কথা হলো, এ বিষয়গুলো ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ইসলামই এমন একটি ধর্ম যা খোদা তা'লা কাছে প্রিয় এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম।

তিনি বলেন, এই পাঁচ দফা বিষয়াদি এর অনুষঙ্গ ও খুঁটিনাটিসহ আমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। আর এই ঘটনা আমার ঈমানকে উন্নত ও সতেজ করে এবং আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করে। আর আমিও শেষ যুগের মাহদীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যাই। তাঁকে পাওয়ার জন্য আমার দোয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। আমি রাতেও জেগে থাকতাম আর দিনের বেলাতেও উৎকণ্ঠিত থাকতাম। আর শেষ যুগের মাহদীর সন্ধানের ধারণা অনেক সময় হৃদয়ের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যেত যে, অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আমি অনেক সময় উন্মাদের ন্যায় জনমানবশূন্য ভয়াবহ অঞ্চলে চলে যেতাম এবং উদাত্তকণ্ঠে এমনকি অনেক সময় কেঁদে-কেঁদেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই পবিত্র সত্তাকে পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন এবং তিনি সত্য গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

এরপর হযরত শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেব নামে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন যিনি ১৮৫৮ সনে জলন্ধরের ইসকান্দারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সম্মান লাভ করেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতেন কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি ছিল না। মসজিদে আলেমদের কাছে শেষ যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রসিদ্ধ বই আহওয়ালুল আখেরা যখন শুনতেন তখন তার হৃদয় স্বাক্ষ্য দিত, আগমনকারীর সময় তো এটিই মনে হচ্ছে কিন্তু ইমাম মাহ্দী কেন আবির্ভূত হচ্ছেন না? অনুরূপভাবে একদিন তিনি একটি মসজিদে নামায পড়ছিলেন।

এক মৌলভী অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মাঝে নিজের উরুতে হাত মেরে মেরে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলছিলেন, এখন তো মানুষ মির্যা সাহেবকে মেনে নিবে, কেননা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গ্রহণ লেগে গেছে। তার কানে অর্থাৎ মৌলভী শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেবের কানে এই আওয়াজ আসলে তার দুঃশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়, মৌলভী সাহেব এটি কী বলছেন? যদি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তো এটি আনন্দের বিষয়। অতএব তিনি বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া আরম্ভ করেন, হে সম্মানিত প্রভু! তুমিই আমায় পথ দেখাও। আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন।

তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি অনেক বড় বিপদ বা আপদ তার ওপর আক্রমন করে কিন্তু তিনি বন্দুক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন এবং সেটি ধুম্রের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি এক উঁচু জায়গায় মসজিদে বা-জামাত নামাযে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এই স্বপ্ন এক মৌলভীর সামনে বর্ণনা করেন। সেই মৌলভী সাহেব এর তা'বীর করেন, আপনি শয়তানের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন এবং এক পুণ্যবান জামাতে যোগ দিবেন। সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সংবাদ পান এবং কাদিয়ান পৌঁছে স্বপ্নে দেখা পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে বিনা বাক্য ব্যয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। এভাবে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং মৌলভীর সেসব কথা তার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন আর বর্তমান সময়ের মুসলমানদেরকেও যুগ ইমামের বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁকে মানার বা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি জার্মানীর নাঈম আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র জনাব আহমদ ইয়াহিয়া বাজওয়া সাহেবের জানাযা। তিনি জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন। তিনি গত ১১ই মার্চ ২০১৫ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি প্রথমে জামেয়ায় ভর্তি হন কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে চলে যান। দু'বছর পর পুনরায় জামেয়ার ভর্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাই বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাকে জামেয়ায় ভর্তি করে নেয়া হয়।

বর্তমানে রাবেয়ায় পড়ছিলেন এবং খুবই কুশলী, বিনয়ী ও সত্যিকার ওয়াক্‌ফের চেতনায় সমৃদ্ধ ছাত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বড় প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার নিজ সঙ্গী-সাথীদের বুঝানোর রীতি অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। তার অধিকাংশ সহপাঠী নতুন ও পুরাতন যারা ছিলেন তাদের সবার পত্র আমার কাছে এসেছে। সবাই তার প্রশংসা করেছেন। সবার পত্রে অভিন্ন যেকথাটি ছিল তাহলো, অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। কেউ ঝগড়া করলে তাদের বুঝাতেন, সংশোধনের চেষ্টা করতেন। বরং তার প্রচেষ্টায়, জামেয়ার একজন স্টাফ-মেম্বার যিনি শিক্ষক নন বরং অন্য এক সাধারণ কর্মচারীর সিগারেট পান করার অভ্যাস ছিল, তিনি এমনভাবে তার সাথে কথা বলেন যে, তিনি তখনই সিগারেট পান করা পরিহার করেন। তিনি বড় স্নেহ এবং ভালবাসার সাথে বুঝাতেন এবং সবার সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, করুণা ও ক্ষমার চাঁদরে আবৃত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, আমি ইনশাআল্লাহ্ তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–২৮)

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, পবিত্র কুরআনই একমাত্র সংরক্ষিত ঐশীগ্রন্থ। পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত সংরক্ষণের ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে (সূরা হিজর ঃ ১০)। অতীতের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর সংরক্ষণের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুতি নেই। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া হাফেজদের মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবিত থাকাকালীন সময় থেকে অদ্যাবধি জারী রয়েছে। সেই সঙ্গে পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষাকেও 'খেলাফতে রাশেদা' এবং যুগে যুগে আগমনকারী মুজাদ্দিদগণের মাধ্যমে এবং আখেরী যমানায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও 'মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখার ঐশী পরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে।

(২) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে একটি হাদীস এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত

**** 'কৃষ্ণ বা কানাই' সংকান্ত একটি হাদীসঃ*** শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি হাদীস হলোঃ "কানাফিল হিন্দে নবীয়ান আসওয়াদুল লাওনে ইসমুনু কাহেনা।"

অর্থঃ "ভারতে একজন নবী এসেছিলেন যিনি কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন এবং যার নাম কাহেনা (অর্থাৎ কানাই)।" (হাদীসঃ দায়লামী, তারিখে হামাদান, বাবুল কাফ)।

স্মর্তব্য যে কোন হাদীস যদি পবিত্র কুরআনো মৌলিক শিক্ষার বিরোধী না হয় বরং সমর্থনকারী হয় তাহলে সেই হাদীসকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় (সকল জাতিতে নবীর আগমন সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের রেফারেন্স সমূহ দ্রষ্টব্য)।

**** হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী লিখেছেনঃ*** "ভারতবর্ষেও পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হয়েছেন এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন কোন এলাকায় এরূপ অনুভূত হয় যেন শিরকের অন্ধকারের মধ্যে নবীগণের আলোক মশালের মত প্রজ্জলিত হয়েছিল।" (মকতুবাত, খণ্ড–১, পৃঃ–২৪৯)।

**** মৌলানা শিবলী নুমানী লিখেছেনঃ*** "ভারতের নবীগণ কেচ্ছা–কাহিনীর অন্তরালে আচ্ছাদিত।" (সিরাতুন–নবী পুস্তক, খণ্ড–১, পৃ–৩)।

**** দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নানতবী লিখেছেনঃ*** "হিন্দু সাহেবান যাঁদেরকে অবতার বলে তাঁরা যে নিজ নিজ যামানার নবী অথবা অলী অর্থাৎ নায়েবে–নবী ছিলেন এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। কুরআন শরীফেও এসেছে, ' আমি অনেক নবীর নাম উল্লেখ করেছি এবং অনেকের নাম উল্লেখ করি নাই' (আল মুমীনঃ ৭৯ এবং নিসাঃ১৬৫)।" (মুবাহাছায়ে শাহজাহানপুর)। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ "রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ নবী ছিলেন" (সত্য ধর্ম–প্রচার, পৃ–৮)। (২৮)

মূল বেদ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেনঃ

"আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, মূল বেদ মানুষের প্রবঞ্চনা বা পরমেশ্বরের নামে জাল করা গ্রন্থ নয়। পরবর্তীকালে কোন পার্থিব স্বার্থ–সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদের মধ্যে অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বেদের উপর দিয়ে হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ায় এটাও সম্ভব যে বিভিন্ন যুগের ভাষ্যকারগণ এর মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে থাকবে।" (শান্তির বার্তা)।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর পুস্তক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ "অতীতের নবীগণ এসে চলে যাওয়ার পর ঐশী শিক্ষাগুলোকে মানুষ সর্বদাই অন্যায়ভাবে সন্নিবেশ, ভুলভাবে ব্যাখ্যা অথবা অবৈধভাবে ব্যবহার করে থাকে। এমতাবস্থায় এখন কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, হিন্দু নবীগণের বার্তাগুলোকেও সেসব অনুসারীদের ভবিষ্যত প্রজন্মের দ্বারা বিকৃত করা হয়েছিল। আমরা যখন এই ইঙ্গিত করি যে, 'বেদ' ধর্মগ্রন্থে অন্যায় সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে আমরা তখন বুঝাইনা যে, বেদ ধর্মগ্রন্থের সব শিক্ষাই মানব–কর্তৃক পূর্ণ প্রক্ষেপনের শিকার হয়েছে। খোদা কর্তৃক ঐশী গ্রন্থের এমন অবস্থা সংঘটিত হওয়া কখনই মেনে নেয়া যায় না। আসল সত্যের কিছু অংশ সর্বদাই ধরাছোঁয়ার বাইরে ও অধিমিশ্রভাবে বজায় রাখা হয়। এ আলোকে প্রত্যেক ধর্মের উৎপত্তিস্থলে সযত্ন–গবেষণা করা সর্বদাই এক ফল–প্রসূ কাজ বটে।

তাই হিন্দুধর্মের উৎস–উপাদানে সর্বত্ন সুক্ষ্মানুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত বিষয়াদি অন্যান্য ঐশী নাযেলকৃত ধর্মগুলোর বুনিয়াদি বিষয়–বস্তু থেকে ভিন্ন কিছু প্রদর্শন করে না। মহাভারত এবং ভাগবত গীতা থেকে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় যে, কৃষ্ণ (আ.) কখনই নিজের দেবত্ব অথবা অমরত্ব দাবী করেন নি। তাঁর নিজ জীবন চরিত্রের প্রামানিক বর্ণনা মোতাবেক জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ১৪৫৮ সনে অন্য যে কোন মানব শিশুর ন্যায় বাসুদেব এবং তাঁর স্ত্রী দেবকীর ঘরে কৃষ্ণ (আ.) এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন কানাই (কিনাহাই)। 'কৃষ্ণ' নাম তাঁকে দেয়া হয়েছিল পরবর্তীতে যার অর্থ হলো–'আলোকিত সত্তা'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে যে, ধর্মীয় রূপক বর্ণনা এবং

উপদেশ–মূলক গল্পকে ধর্মীয় অনুসারীদের দ্বারা খুবই আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা হয়। আর এভাবে ঐগুলোর মৌলিক গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি–মূর্ত্তি এবং তাঁকে ঘিরে আর যা যা দেখানো হয়, তা এর কোন ব্যতিক্রম নয়। কৃষ্ণকে 'মুরলি–ধর' বলা হয় যার অর্থ হলো 'একজন বংশী–বাদক'। এখানে 'বাঁশী' হচ্ছে স্পষ্টভাবে ওহীর এক প্রতীক (কারণ বাঁশীটি নয়, বরং যা এর মধ্যে ফুঁকে দেয়া হয় সেটাই ধ্বনিত হয়)। অতএব ইনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাকে খোদা কর্ত্তৃক বাজানো বাঁশী হিসেবে অংকন করা হয়েছে।" (২৯)

৩– *হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যঃ*

অতিতের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী বিকৃত ও নানা কারণে পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর মধ্যে নিহিত কতকগুলো মৌলিক এবং কল্যাণমূলক শ্বাশত শিক্ষা অবশ্যই সত্য। এ ছাড়াও কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী রূপকের ভাষায় অথবা ইসারা– ইঙ্গিতের মাধ্যমে অদ্যাবধি ঐ সকল ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে যেগুলোর প্রকৃত অর্থ শুধুমাত্র জ্ঞানী–গুনী স্বচ্ছ প্রকৃতি এবং উন্মুক্ত হৃদয়–বিশিষ্ট সত্য–সন্ধানীদের কাছেই প্রকাশিত হতে পারে। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় পুস্তকাবলীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কতকগুলো ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে। দৃষ্টান্ত–স্বরূপ ব্যাখ্যা–সহ নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উল্লেখ করা হলো।

(ক) শ্রীমদ ভগবত গীতা (৪:৭–৮)ঃ "যখনই ধর্মে কোন পতন ঘটে এবং অধর্মের বিস্তার হয়, তখন সৎ মানুষদের সংরক্ষণ এবং অসৎ লোকদের বিনাশ সাধনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হবো।"

নীতিগতভাবে নবী–রসূলের আবির্ভাব সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তবে শুধু ভারতের মধ্যে অবতারের আবির্ভাব সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি সঠিক হতে পারে না ।

(খ) অথর্ব বেদ (কান্তাম, ২০–১২৭, ৭০–১–৩) ঃ "হে মানুষ! শ্রদ্ধাবনত হয়ে এ কথা গুলো শোন! মানুষের মাঝে একজন খুবই প্রশংসিত (সংস্কৃতিতে 'নরাশংস') ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। ঈশ্বর তাঁকে ৬০০৯০জন শত্রুর মধ্য থেকে গ্রহণ করবেন। তাঁর বাহন হবে ২০টি উট। তাঁর নাম উচ্চে উত্থিত হবে এবং অতঃপর ফিরে আসবে। এই মহান ঋষির ১০০টি স্বর্ণমুদ্র, ১০টি রূপোর নেকলেস, ৩০০টি আরবী ঘোড়া এবং ১০হাজার গাভী থাকবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)–এর অনেকগুলো বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে। 'প্রশংসিত' শব্দটির দ্বারা আরবীতে 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। উটের ব্যবহার দ্বারা প্রধানত: আরব দেশের প্রধান বাহনের কথা বলা হয়েছে। তৎকালীন আরবের জনসংখ্যা প্রায় ৬০হাজার যারা প্রথম পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর বিরোধিতা করেছিল। ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা রূপকভাবে আবিসিনিয়ার হিজরত–কারীদের সংখ্যায় প্রতি ইঙ্গিতবহ। ১০টি মুক্তার হার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর দশজন জান্নাত–লাভকারী বিশিষ্ট সাহাবীর কথা রূপকভাবে বলা হয়েছে। ৩০০ আরবী ঘোড়া দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান যোদ্ধা–সংখ্যার প্রতি রূপকের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে (বাকী ১৩জনের অংশগ্রহণ এই হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই)। ১০হাজার গাভী বলতে রূপকের ভাষায় সেই দশ হাজার পূণ্যাত্মা সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বিজয়ীবেশে মক্কা বিজয়ের সংঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন (এই বিষয়টি বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে)।

(গ) ভবিষ্যত পুরান (৩ঃ৫–৮)ঃ "বিদেশ ভূমি (ভারতের বাইরে) থেকে শিষ্য–সমভিব্যবহারে একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারক আসবেন। তাঁর নাম হবে 'মাহামদ' (মুহাম্মদ)। তিনি মরুভূমিতে বাস করবেন।"

এখানে প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক সংস্কারককে পরিস্কারভাবে 'মুহাম্মদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং তিনি মরুবাসী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীটিও খুবই সুস্পষ্ট।

(ঘ) ভবিষ্যৎ পুরান (শ্লোক ঃ ২৫–২৮) (খণ্ড-৩, অংশ–৩)ঃ "তাঁর অনুরাসীরা খৎনা করবে। তারা ব্রাহ্মনদের মত তাদের মাথার চুল ছোট করবে না। তারা দাড়ি রাখবে। তারা এক বিপ্লব ঘটাবে। তারা উচ্চস্বরে মানুষকে ডাকবে (আযানের প্রতি ইঙ্গিত)। তারা শুকরের মাংস ভক্ষণ করবে না, অন্যান্য প্রাণীর মাংস খাবে। তারা সংগ্রামের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করবে (আত্মরক্ষা–মূলক যুদ্ধ এবং কলমের জিহাদের প্রতি ইঙ্গিতে)। তাদের সভ্যতার নাম হবে 'মুসলে' (অর্থ্যাৎ মুসলিম)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। (২৭)

৪– *হিন্দু–শাস্ত্রে কলি–যুগে আগমনকারী 'কল্কি–অবতার' সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য*

হিন্দুধর্মের শাস্ত্রাদিতে কলি–যুগ তথা শেষ যমানায় আগমনকারী নিস্কলঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ বা কল্কি–অবতার সম্পর্কিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী রেফারেন্সসহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) গীতাঃ ১১অধ্যায় এবং কল্কি পুরানঃ গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিভিন্ন পদে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা রয়েছে তার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছেঃ "তোমার এই 'বিশ্বরূপ' এবং 'মহিমা' না জানিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ বা প্রনয় বশতঃ অন্যায় করিয়াছি" ("অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রনয়েন ব্যাপি")। বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ তথা কলি–যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে ঐশীবাণীর মাধ্যমে জানানো হয়েছেঃ " হে রুদ্র কৃষ্ণ গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিপিবদ্ধ আছে" (অ্যায় রুদ্র কৃষ্ণ গোপাল! তেরী মহিমা গীতা মে লিখি হ্যায়) (লেকচার সিয়ালকোট)। তিনি কলিযুগে সমগ্র বিশ্বের জন্য আবির্ভূত হবেন (কল্কি পুরান ৩/৮/৪৫, এবং ৩/১৯/২২ এবং ৩/১০/৩৩ গীতা ১১/১৩)।

(খ) মহাভারতঃ বন–পর্ব (১৯০ঃ৯৩–৯৯)– মহাভারত বণ–পর্বে আগমনকারী মহাপুরুষকে 'বিষ্ণু–যশা' উপাধী প্রদান করা হয়েছে (১৯০ঃ৯৩–৯৯ শ্লোক)। বিষ্ণু–যশার অর্থ হলো ঈশ্বরের যশ–ঘোষণাকারী (অর্থাৎ 'আহমদ')। উক্ত শ্লোকে আছে যে, তিনি 'শম্ভল' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করবেন। মঙ্গোলিয়ার গোবী মরুভূমিতে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম হলো 'শম্ভল' (থিওসফিকাল সোসাইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ–২১১ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী মহাপুরুষ মঙ্গলীয় তথা মুগল বংশীয় হবেন। উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব–পুরুষগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল হাজী বরলাস যিনি পারশ্যের শাহী খানদানের সদস্য ছিলেন এবং মুগল বংশীয় ছিলেন। হাজী বরলাস প্রথমে রাজনৈতিক কারণে পারশ্য ত্যাগ করেন এবং সামন্ত রাজ্য খোরাসানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বংশের একজন সদস্য মির্যা হাদীবেগ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে হিজরত করেন এবং সেখানে উচ্চ পর্যায়ের কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

পরবর্তীকালে বিপাসা নদীর অববাহিকায় কাজী সাহেব যে গ্রামে বিশাল জমা–জমিসহ জমিদার হিসেবে বসবাস শুরু করেন তা কালক্রমে 'ইসলামপুর কাজী' এবং সংক্ষেপে 'কাজী' এবং উচ্চারণের কারণে প্রথমে 'কাদি' এবং পরে 'কাদিয়ান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কাদিয়ান গ্রামেই মির্যা হাদী বেগের ত্রয়োদশ অধঃস্তন পুরুষ মির্যা গোলাম মূর্তযার সন্তান চতুদর্শ অধঃস্তন পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) (১৮৩৫–১৯০৫ইং)।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব স্থান, বংশ এবং নামের সংগে সম্পৃক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণতা সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা লাভ করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে যে, শুধু হিন্দুশাস্ত্র নয়, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের অনেক কিছু বিষয়ের পূর্ণতার সাক্ষ্য–প্রমাণ বহন করে এই সকল বিবরণ (এ সম্পর্কে অন্যত্র আমরা আলোচনা করেছি)।

(গ) গীতা ঃ ৪র্থ অধ্যায়, ৭–৮পদঃ "হে ভারত, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই সৃষ্ট হই। সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্টগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বর্তমান যুগে কল্কি অবতারের আবির্ভাব হওয়া অত্যাবশ্যক।

(ঘ) মহাভারত. বন পর্ব (১৯০–১৯৯)ঃ কলি–যুগের বিশ্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ কল্কি–অবতারের আবির্ভাব কালের কতিপয় লক্ষণ মহাভারতের বন–পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গুলো কয়েকটি লক্ষণ হলোঃ

* স্ত্রীলোকেরা অবগুন্ঠন–বিহীন তথা বে–পর্দা চলাচল করবে।

* বিয়ের জন্য কন্যা যাচনা করবে না এবং কেউ কন্যা দান করবে না। কন্যারা নিজেই বর বেছে নিবে। (অবাধ মেলামেশার বাড়াবাড়ির ইঙ্গিত)।

* শাসকরা ধর্মহীন হবে। তারা যে কোন উপায়ে সর্বদা পরধন আত্নসাৎ করবার চেষ্টা করবে। (ন্যায়–বিচারের অভাব সর্বত্র)।

* পুরুষ এবং রমনী সকলে আহার–বিহার সম্পর্কে স্বেচ্ছাচার করবে এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা–পরায়ন হবে।

* কেহ কাহারো উপদেশ গ্রহণ করবে না। সবাই তামসিকভাবে পাপরসে ডুবে থাকবে।

* সমগ্র বিশ্বে অগ্নি প্রজ্জলিত হবে। (আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বিশ্ব যুদ্ধের ইঙ্গিত)।

* চৌরাস্তায় বেশ্যা ও বদমায়েশের ভীড় হবে। (পৃথিবীব্যাপী নির্লজ্জতার মহামারীর ইঙ্গিত)।

* ক্রয়–বিক্রয় কালে লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ পরস্পরকে বঞ্চনা করতে সমুৎসক থাকবে। (সীমাহীন দুর্নীতির ছড়াছড়ির ইঙ্গিত)।

(ঙ) ভাগবত পুরানঃ ১৩ স্কন্দ– "এক যুগ সমাপ্ত হইয়া অন্য যুগ আরম্ভ হইলে সংসারে মহাপরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যখন সূর্য ও চন্দ্র এক রাশিতে বৃহস্পতিসহ একত্রিত হইবে তখন সত্য যুগ আরম্ভ হইবে।" সেই বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ ১৮৯৪ সনে (২১শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল) সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৯১ সনে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ ও মাহদী হওয়ায় দাবী করেন। দার–কুতনী হাদীসে এই ব্যতিক্রম–মূলক গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। (২৭)

(চ) ভাগবত, ১ম স্কন্দ, (৩য় অধ্যায় শ্লোক–২৫) ঃ "কলিযুগ সন্ধিক্ষণে যখন দস্যুদের প্রাধান্য হবে তখন বিষ্ণু–যশ দ্বারা যার জন্ম হবে তিনি জগৎ–পতি–কল্কি নামে খ্যাত হবেন।"

এই বর্ণনা অনুযায়ী আগমনকারীর সময়কার অবস্থা, জন্মের গুরুত্ব এবং বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জনের ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্যণীয় বিষয়।

(ছ) অথর্ব বেদ (২০ কান্ড, ১১৫ সুক্ত)ঃ "আহমদ নামক এই ঋষি তাঁর আত্নিক পিতার আদর্শ অনুযায়ী চলবেন। আগমনকারী কল্কির আধ্যাত্নিক পিতার (বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)–এর) অবস্থান–স্থান হিসাবে বলা হয়েছে যে তিনি 'নগর সমূহের নগরীতে' (অর্থাৎ 'উম্মুলকুরা' তথা নগর সমূহের মাতা অর্থাৎ মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন (কল্কি পুরান, ২য় অংশ, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.) তাঁর আধ্যাত্নিক নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর একান্ত অনুসারী (ফানাফির রাসূল) ছিলেন।

(জ) অথর্ব বেদ (৯৭ সূক্ত)ঃ আহমদের আবির্ভাব স্থলকে 'কদুন' বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত আহমদ (আ.) 'কদুন' তথা কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন (১৮৩৫–১৯০৮ইং)। (২৭)

(ঝ) কলিযুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সম্পর্কে হিন্দু পন্ডিতগণের অভিমতের দৃষ্টান্তঃ *'তেজ' নামক পত্রিকা (১৮/০৮/১৯৩০) এবং আল আমান, দিল্লী, (০৮/২৩/১৯৩০)ঃ

"শ্রী কৃষ্ণের জন্ম মহাভারতের যুগ থেকেও এখন বেশী প্রয়োজন––– যদি ভগবত গীতায় ভগবানের প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে থাকে, তাহ'লে সেই প্রতিশ্রুত অবতারের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন রয়েছে বর্তমানকালে।"

* 'বীর ভারত' নামক পত্রিকা (আগষ্ট ১৯৩৭)ঃ

"নিস্কলঙ্ক অবতার আ আ অ্যায় ইমামে দো জাঁহা/ মনতাজর হৈ হাম কে আব হোতা হ্যায় কব তেরা জহুর/ তু মুসলমাঁ কা মেহদী নাছারাকা মসীহ/"

*সত্যযুগ নামক পত্রিকা নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৯৪১ (এলাহাবাদ)ঃ

"হিন্দুরা বলে পূর্ণ ব্রহ্ম নিস্কলঙ্ক অবতার রূপ ধারণ করবেন। মুসলমানদের বিশ্বাস ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। শিখদের বিশ্বাস তিনি কল্কি অবতার হবেন। আর খৃষ্টানরা বলে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যীশু পদার্পন করবেন। পরন্তু এখন এ বিষয়ে জানা আবশ্যক যে, এরা পৃথক পৃথক হবেন অথবা একজন হবেন। এর উত্তর হলোঃ না একজনই হবেন।"

*TRIBUNE, July 8,1899:

কোন কোন পন্ডিত এমনও বলেছেন যে সেই মহাপুরুষ ১৯০০ খৃষ্টব্দের মধ্যে অবশ্যই আবির্ভূত হবেন। (২৭)

শ্রী কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেনঃ

"প্রকাশ থাকে যে, সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে শুধু মুসলমান জাতির জন্য প্রেরণ করেন নাই, বরং হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সংস্কারের জন্যও প্রেরণ করেছেন।" "রাজা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে যে তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে, প্রতিশ্রুতি ছিল যে, শেষ–যুগে তাঁর অনুরূপ এক অবতার আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে"। (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ২০/৩৩)

(চলবে)

ধর্মীয় উগ্রবাদ বনাম প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়াহ ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(সূরা আনআম, আয়াত: ১০৯)

ধর্মীয় উগ্রবাদের বিভিন্ন পর্যায় ও স্বরূপ রয়েছে। বর্তমানে এই দানবটির বিভৎসতম রূপ প্রকাশিত হয়েছে নাইজেরিয়ার বকো হারাম ও এরপর উত্তর সিরিয়া ও ইরাকের আইসিস-এর মাধ্যমে। এদের কথা হল, এরা প্রতিশোধ নিতে চায়। এরা গোটা পৃথিবীর দখল চায়। মুসলমানদেরকে এরা গোটা পৃথিবীর শাসক বানাতে চায় আর সব অমুসলমানকে তাদের দাসে বা সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়।

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে মুসলমানদেরকে কোন না কোনভাবে আঘাত দিয়েছে এরা তার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর।

একইভাবে এরা শরীয়া আইন প্রত্যেক দেশে প্রতিটি মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা অন্যান্য মুসলিম ফির্কার নারীদের অপহরণ করতে, তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করতে এবং কার্যত রক্ষিতা বানিয়ে দিতে অন্তত জোরপূর্বক নিজেদের স্ত্রী বানাতে চায়।

আইসিস তাদের মনগড়া ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম এবং ভিন্ন মতাবলম্বী সব ফির্কাকে ধ্বংস করতে উদ্যত এবং সেই অঞ্চলের বর্তমান মুসলমান সরকার ও

রাষ্ট্রগুলোকে উৎখাত করতে সচেষ্ট।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পবিত্র ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চালানো হচ্ছে বলে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অন্তর আজ ক্ষত-বিক্ষত আর বেদনায় ভারাক্রান্ত। কেননা, এ ধরনের বর্বর ও জঘন্য কর্মকাণ্ড শুধু ইসলাম কেন, কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রে আর প্রতিটি স্তরে যে শিক্ষা প্রদান করে তার মূল লক্ষ্য হল, সব ধর্মের মানুষের জন্য যেন শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। বিশ্বনবী 'রহমতুল্লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হবার দাবি করে এরা যে কী নির্লজ্জভাবে তাঁরই (সা.) শেখানো ধর্মের অবমাননা করছে তা বলে বোঝানোর ভাষা আমাদের নেই। এরা মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণের সেই উপদেশটিও মনে রাখে নি যেখানে তিনি তাঁর উম্মতকে সাবধান করে বলেছিলেন: 'আলা লা তারজিউ বা'দি কুফ্ফারান ইয়াযরিবু বা'যুকুম রিকাবা বা'য' অর্থাৎ 'সাবধান! আমার মৃত্যুর পর তোমরা একে অপরের মুণ্ডপাত করে কাফের হয়ে যেও না' (বুখারী, কিতাবুল হজ্ব, বাব খুতবা ফিল মিনা)। বরং আক্ষরিকভাবেই প্রতিপক্ষের গলাকেটে জবাই করে এরা সাব্যস্ত করে দিয়েছে, এরা সেই 'জল্লাদ মুসলমানের দল' যাদেরকে মহানবী (দ.) নিজে কাফের ঘোষণা করে গেছেন।

শ্রোতামণ্ডলি, গত ৮ই নভেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের একাংশের উপস্থিতিতে সেখানে অনুষ্ঠিত 'আহমদীয়া শান্তি সম্মেলনে' একটি প্রাঞ্জল বক্তৃতা প্রদান করেছেন। আমি সেখান থেকে এবং তাঁরই প্রদত্ত পূর্ববর্তী কিছু বক্তব্যের আলোকে আমার উপস্থাপনাটি সাজিয়েছি।

পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার দিকে তাকালে এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের দিকে লক্ষ্য করলে একথা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কখনই প্রথমে আক্রমণ রচনা বা যুদ্ধ করেন নি। মুসলমানরা কখনও যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের আত্মরক্ষা এবং অত্যাচারী আগ্রাসীর অনাচার প্রতিহত করা। দেশ দখলের বা অন্যদেরকে নিজেদের অধিনস্থ করার অভিপ্রায় নিয়ে তাঁরা কখনই যুদ্ধ করেন নি। মক্কার দীর্ঘ ১৩ বছরের জীবনে মহানবী (সা.) শান্তিপূর্ণভাবে কেবল ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারেরই কাজ করেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে কেবল প্রত্যাখ্যানই করে নি বরং অমানবিক জঘন্যতম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। মক্কাবাসীদের অত্যাচার অনাচার এমন এক ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যখন আল্লাহর আদেশে সঙ্গীদের নিয়ে মহানবী (সা.)-কে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করার পরও যখন মক্কাবাসীরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য মদীনার দিকে অগ্রসর হয় এমন নিরুপায় অবস্থাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি সূরা হজ্বের ৪০ এবং ৪১ নম্বর আয়াতে এ ভাষায় মুসলমানদের প্রদান করা হয়:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে (এখন) তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হল, কেননা তারা (এক দীর্ঘ যুগ ধরে)অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়ে এসেছে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।' 'এরা তারা যাদেরকে

নিজেদের বাড়ীঘর থেকে অন্যায়ভাবে কেবল 'আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র প্রভু' বলার কারণে বের করে দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একদল মানুষকে দিয়ে যদি আরেক দলকে প্রতিহত করা না হত, তাহলে সাধুসন্ন্যাসীদের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহও ধ্বংস করে দেয়া হত যেখানে আল্লাহ্‌র নাম বেশি করে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন যে (ধর্মের পথে) তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট করে বলছে, এক দীর্ঘকাল অত্যাচারিত নিপীড়িত হবার পর আল্লাহর আদেশে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করাটা ইসলামী জেহাদের একটি রূপ। আগ্রাসী হয়ে 'বাউন্টি হান্টার' সেজে নিরীহ মানুষ খুন করার নাম জেহাদ নয়– এটি সন্ত্রাস, স্পষ্ট নৈরাজ্য। আর এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঘোরতর অপরাধ। আরও দেখুন, দ্বিতীয় আয়াতটিতে কী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য এ যুদ্ধ নয়। আত্মরক্ষার জন্য এই সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ। আর কেবল মুসলমানদের রক্ষার্থে এই যুদ্ধ নয় বরং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতেও এই আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমান যুগের উগ্র-ধর্মান্ধরা ইসলামের এই সুবর্ণ নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র মুসলমান-অমুসলমান উভয়কে নিধন করার নাম রেখেছে ইসলামী জেহাদ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক)।

একটু আগেই মদীনায় হিজরতের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। মদীনায় হিজরতের পূর্বে সেখানে প্রধানত দু'টি দলের বসবাস ছিল একটি ছিল, আরব পৌত্তলিকদের, অপরটি ছিল ইহুদীদের। মুসলমানরা হিজরত করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দলের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় তিনটিতে– মুসলমান, ইহুদী এবং অমুসলিম আরব। মহানবী (সা.) সে সময় তিন দলের শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি চুক্তি প্রস্তাব করেন যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠিকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হয়। প্রত্যেক গোত্রের প্রাণ ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পূর্ব-প্রচলিত গোত্রীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মক্কা থেকে কেউ যদি মদীনায় কু-মতলবে আসে তাহলে চুক্তিবদ্ধ দলগুলোর কেউই তাকে আশ্রয় দিবে না আর তাদের সাথে কোন ধরনের চুক্তিও সম্পাদন করবে না।

মদীনা বহি:শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মদীনাবাসী সকলে সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু মুসলমানরা যদি মদীনার বাইরের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় বা মদীনার বাইরে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় সেক্ষেত্রে মদীনার অমুসলিম গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য থাকবে না। ইহুদীদের পক্ষ থেকে পূর্বে সম্পাদিত সব চুক্তি বহাল থাকবে। মুসলমানরা নিজেদের ধর্ম পালন করবে আর ইহুদীরা পালন করবে তাদের নিজ ধর্ম।

তিন দল এই চুক্তিতে সম্মত হবার পর পারস্পরিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু এসত্ত্বেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম মানতে বা পালন করতে বাধ্য করা হয় নি। এখনই বলা হয়েছে, চুক্তিতে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'লিল ইহুদে দীনুহুম ওয়ালিল মুসলিমীনা দীনুহুম' ইহুদীদের জন্য তাদের ধর্ম আর মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম'। প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের এটি সবোৎকৃষ্ট উদাহরণ। নবীজী (সা.)–এর এত স্পষ্ট শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও 'আইসিস' ও এর সমমনারা দাবি করে, শরীয়া আইন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য অবশ্য পালনীয় করা হবে।

আশ্চর্য! মহানবী (সা.) নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। বলা হয়েছিল, কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বাড়ী থেকে অপসারণ করা যাবে না। যুদ্ধের সময়ও নিরস্ত্র নিরাপরাধ নারীদের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। তাহলে অমুসলিম নারীদেরকে জোরপূর্বক নিজস্ব সম্পদ গণ্য করা বা রক্ষিতা বানানো– উগ্র-ধর্মান্ধদের এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড কীভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? মদীনা সনদ অনুযায়ী, কাউকে কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না বরং সবাই নিজ নিজ বিশ্বাস মতে নিরাপদে জীবন কাটাবে। বরং এতে বলা হয়েছে ইহুদী এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর প্রতি মুসলমানরা সৌহার্দের ও ভালবাসার আচরণ করবে। মহানবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জীবনভর এই চুক্তি মান্য করে গেছেন। যখনই এটি ভঙ্গ করা হয়েছে দু:খজনকভাবে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকেই তা করা হয়েছে যার দরুন আইনগত ব্যবস্থাও নবীজী (সা.)-কে নিতে হয়েছে। অতএব এটি ছিল প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা যা মহানবী(সা.) নিজ জীবদ্দশায় দাঁড় করিয়ে গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর একই নীতিতে রাজ্য পরিচালনা করেছেন মুসলমানদের চার খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.)। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সাথে নবীজী (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কোন মিল নেই।

পবিত্র ইসলাম ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে কারও বিরুদ্ধে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ সমর্থন করে না বরং ধর্মের সার্বজনীনতা স্মরণ করায়। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে,'ওয়া ইম্ মিন্ উম্মাতিন ইল্লা খালা ফীহা নাযীর' [সূরা ফাতের: আয়াত ২৫] আরও বলে, 'ওয়ালি কুল্লি কাওমিন হাদ' (সূরা রা'দ: আয়াত ৮)। অর্থাৎ 'এমন কোন জাতি নেই যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী রসূল আসেন নি'। আরও বলে, 'প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক এসেছেন'। আল-কুরআনে মুসলমানদের একথা ঘোষণা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে: 'লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মির্‌রুসুলিহি' অর্থাৎ 'আমরা তাঁর প্রেরিত রসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য করি না।' ইসলাম ধর্ম সবাইকে নিজের একান্ত আপন বলে দাবি করে। অন্যান্য নবী-রসূল যে সব

বাণী নিজ নিজ জাতি এবং গণ্ডিতে প্রচার করে গেছেন ইসলাম এরই পূর্ণাঙ্গীন রূপ। তাই ইসলাম সব নবী-রসূলকে সত্য বলে আখ্যায়িত করে এবং তাঁদের মৌলিক শিক্ষার সত্যায়ণ করে। এই আন্ত:ধর্মীয় ভাতৃত্ব ও আত্মিয়তার বন্ধন ইসলামের শিক্ষা এবং অনন্য বৈশিষ্ট। অতএব এ ধর্মে ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কোন সুযোগ নেই, থাকতেই পারে না।

আরও দেখুন, শিরক বা খোদা তা'লার অংশিবাদিতাকে কুরআন শরীফে সবচেয়ে গর্হিত আধ্যাত্মিক অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে শির্‌ক ক্ষমা করা হবে না। এ সত্ত্বেও প্রতিমাপূজায় বাঁধা দিতে বলা হয় নি। বরং প্রতিমাকে গালি দিতে এবং সেগুলোকে অসম্মান করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে (সূরা আনআম: ১০৯)! যেক্ষেত্রে শির্‌কের বিষয়েও এত চমৎকার সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অন্যান্য মতবিরোধের বেলায় তো অসহিষ্ণু হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপ, উগ্র-ধর্মান্ধদের জন্য। এরা যা করছে তার সাথে ইসলাম ধর্মের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই! আইসিস একাধারে যুদ্ধবন্দীদের আটক করে যাচ্ছে। বন্দীদের একাংশকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করছে, আরেক অংশকে অমানবিক নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষছে। আরেকটি অংশকে তারা পণ্য হিসেবে বিক্রি করছে। এসব বর্বরতার ছবি ও তথ্য মিডিয়াতে ভরা। ইসলাম এ প্রসঙ্গে কী বলে?

একটু আগেই বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ কুরআন শরীফে যে আত্মরক্ষামূলক ধর্মযুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন তা কিন্তু সব ধর্মের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন, কেবল ইসলাম রক্ষার জন্য নয়। কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'লা যুদ্ধ-নীতিও বর্ণনা করেছেন।

যেমন, সূরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

তোমরা কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যারা প্রথমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তোমরা সীমা অতিক্রম বা নির্দয় আচরণ করবে না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘণকারী ও অনাচারীদের ভালবাসেন না। সূরা নাহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۲۷﴾

যুদ্ধের মাঝেও তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না। প্রতিশোধ কেবল ততটুকুই নেয়ার অনুমতি আছে যতটুকু তোমাদের সাথে অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ধৈর্যধারণ করাটাই উত্তম। সূরা বাকারার ১৯৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

মুসলমানরা কেবল নৈরাজ্য দূর করার লক্ষ্যে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পেই যুদ্ধ করবে। একবার এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেলে আর অত্যাচারী নিবৃত্ত হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা যাবে না। সূরা আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, অত্যাচারীরা শান্তি চুক্তি তথা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি করে নিবে আর বিপক্ষ দলের দূরভিসন্ধির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবে না। সূরা তওবার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মুশরিকেদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গ না হয়ে থাকলে এবং তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালিত না হয়ে থাকলে তাদের সাথে কৃত চুক্তিও পূর্ণ করবে। আর এটিকে খোদাভীরুতার জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কোন জাতির শত্রুতাও যেন মুসলমানদেরকে অবিচার ও অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। বরং সর্বাবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে। এটিই খোদাপ্রেম ও খোদভীরুতার পরিচয়।

সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত রসূলের পক্ষেও যুদ্ধবন্দী আটক করা সমীচীন নয়। কেননা এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের স্থলে জাগতিক সুখ-সম্ভোগের প্রতি আকর্ষণ প্রতিভাত হবে। এই আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া যুদ্ধবন্দী আটক করা নিষেধ। এর বিপরীতে বর্তমানে আমরা দেখছি এই তথাকথিত 'ইসলাম সেবকরা' অগণিত মানুষকে বিনা অপরাধে বন্দী বানাচ্ছে আর নারীদের বানাচ্ছে রক্ষিতা।

সূরা মুহাম্মদের ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিতে হবে। এই রেহাই প্রদান মুক্তিপণ গ্রহণের পরও হতে পারে, আরও ভাল হয় যদি দয়া পরবশ হয়ে অনুগ্রহপূর্বক এই মুক্তি প্রদান করা হয়। দাসমুক্তির জন্য প্রয়োজনে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করে দেয়ার বিধানও দেয়া হয়েছে আল কুরআনের সূরা নূরের ৩৪নম্বর আয়াতে। এই বিধান নর ও নারী উভয় ধরনের আসামীর জন্য প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, সে যুগে রণক্ষেত্রে পুরুষদের রসদ সরবরাহ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য নারীরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারাও যুদ্ধবন্দীতে পরিণত হয়ে যেত। তাদেরকেও তাড়াতাড়ি মুক্তি দেয়ার জন্য এই বিধান। কিন্তু কোনক্রমেই বন্দীদের কারও সাথে পাশবিক আচরণ করার অনুমতি নেই। সে যুগে প্রত্যেক যোদ্ধা যেহেতু নিজ নিজ যুদ্ধ ব্যায় নির্বাহ করত তাই মুক্তিপণ গ্রহণের বিধানটি বলবৎ রাখা হয়েছিল।

এই হল, অতি সংক্ষেপে ইসলামের যুদ্ধ-নীতি। যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক এগুলোর সাথে উগ্র ধর্মান্ধদের আচরণ মিলিয়ে দেখলে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখতে পারবেন।

ইসলাম সর্বাবস্থায় দাসমুক্তির বিষয়টিকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে শিখিয়েছে। অথচ এই ধর্ম-সন্ত্রাসীরা করছে ঠিক এর উল্টো। ইসলাম এসেছিল মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠা করে দাসপ্রথা উচ্ছেদ

আমাদের অনেকের ধারণা হল, নাইজেরিয়াতে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফগানিস্তানে অথবা পাকিস্তানে যা হচ্ছে আমাদের এখানে তা হবে না। কেননা আমাদের দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা নিরাপদ থাকব। এটি আত্মপ্রসাদ বলে আখ্যায়িত হতে পারে ঠিকই কিন্তু একে আত্মঘাতী আত্মপ্রসাদ বলতে হবে। বিপদ দেখে উটপাখির মত মাথাটা বালির মধ্যে লুকালে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যাবে না। কেননা, 'তালেবানিত্ব' কোন জাতীয়তা বা কোন বিশেষ দেশের নাগরিকের নাম নয়। নির্দিষ্ট একটি সীমানায় আবদ্ধ কোন জীবেরও নাম নয়। এটি একটি বিকৃত মানসিকতার নাম। এটি যে কোন দেশে যে কোন সময়মাথাচাড়া দিতে পারে। তাই সময় থাকতেই পূর্ব-প্রস্তুতি আবশ্যক।

করতে। মহানবী (সা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে তা উৎখাত করার ব্যবস্থাও করে দেখিয়েছিলেন। আর এ যুগের স্বঘোষিত 'ধর্ম-রক্ষকরা' তা আবার ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। এদেরকে এক কথায় 'অন্ধকারের অধিবাসী'ই বলা যেতে পারে।

অবলা নারীদের প্রতি নির্যাতন 'বোকো হারাম' ও 'আইসিসের' একটি বিশেষ দিক। ইসলামের শিক্ষা হল ারে সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'তার যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মুসলমানদের জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের স্থায়ী বিধিনিষেধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন: 'চুক্তিভঙ্গ করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোন শিশু, নারী বা অতিবৃদ্ধকে হত্যা করবে না। সন্যাসী বা সাধুদেরকে হত্যা করবে না। খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ কাটবে না। কোন ভবন ধ্বংস করবে না' (সীরাত বিশ্বকোষ: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৬ দ্র:)। দেখা গেল, প্রকৃত ইসলামের সাথে এসব স্ব-ঘোষিত 'ইসলাম সেবকদের' কোন মিল নেই।

পরিশেষে একটি মৌলিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের অনেকের ধারণা হল, নাইজেরিয়াতে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফগানিস্তানে অথবা পাকিস্তানে যা হচ্ছে আমাদের এখানে তা হবে না। কেননা আমাদের দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা নিরাপদ থাকব। এটি আত্মপ্রসাদ বলে আখ্যায়িত হতে পারে ঠিকই কিন্তু একে আত্মঘাতী আত্মপ্রসাদ বলতে হবে। বিপদ দেখে উটপাখির মত মাথাটা বালির মধ্যে লুকালে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যাবে না। কেননা, 'তালেবানিত্ব' কোন জাতীয়তা বা কোন বিশেষ দেশের নাগরিকের নাম নয়। নির্দিষ্ট একটি সীমানায় আবদ্ধ কোন জীবেরও নাম নয়। এটি একটি বিকৃত মানসিকতার নাম। এটি যে কোন দেশে যে কোন সময়মাথাচাড়া দিতে পারে। তাই সময় থাকতেই পূর্ব-প্রস্তুতি আবশ্যক। উগ্র-ধর্মান্ধতা রোধকল্পে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দু'টি কাজ করতে হয়। প্রথমত, এদের অর্থের ও অস্ত্রের উৎসমূল ও সরবরাহ বন্ধ করা এবং দ্বিতীয়ত, এদের নেতাকর্মীদের দিকে অত্যন্ত কড়া ও তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। এই দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসে থাকলেও সমস্যার স্থায়ী সামধান সম্ভব হবে না। বরং এর পাশাপাশি চাই যুক্তি ও আদর্শের ভিত্তিতে উগ্র-ধর্মান্ধদের পরাজিত করা। আদর্শিক লড়াইয়ে এদরে পরাস্ত করতে হবে। উগ্রবাদীরা যে ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পাশবিকতা চালাচ্ছে সেই ধর্মের উৎসমূল থেকে যদি তাদের অসারতা প্রমাণ করে দেয়া যায় তাহলে এরা নিশ্চয়ই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সমূলে উৎপাটিত হবে। এ ক'টি পদক্ষেপ সমন্বিত আকারে গ্রহণ করতে পারলে উগ্র-ধর্মান্ধদের খপ্পর থেকে আমরা সবাই রক্ষা পেতে পারব, ইনশাল্লাহ। যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বা যারা একাজে অতি উৎসাহী তাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ থেকে একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন:

'হে মানবমণ্ডলী! সাবধান, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের জাতিগুলো ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।' (ইবনে মাজা, কিতাবুল মানাসিক, বাব কাদরু হাসরির রামি: ২য় খণ্ড, পৃ: ১০০৮, নম্বর ৩০২৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সুমতি দান করুন, আমীন। দরূদ শরীফ।

[প্রবন্ধটি গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ চট্টগ্রামের লর্ডস ইন হোটেলে শান্তি সম্মেলনে পঠিত।]

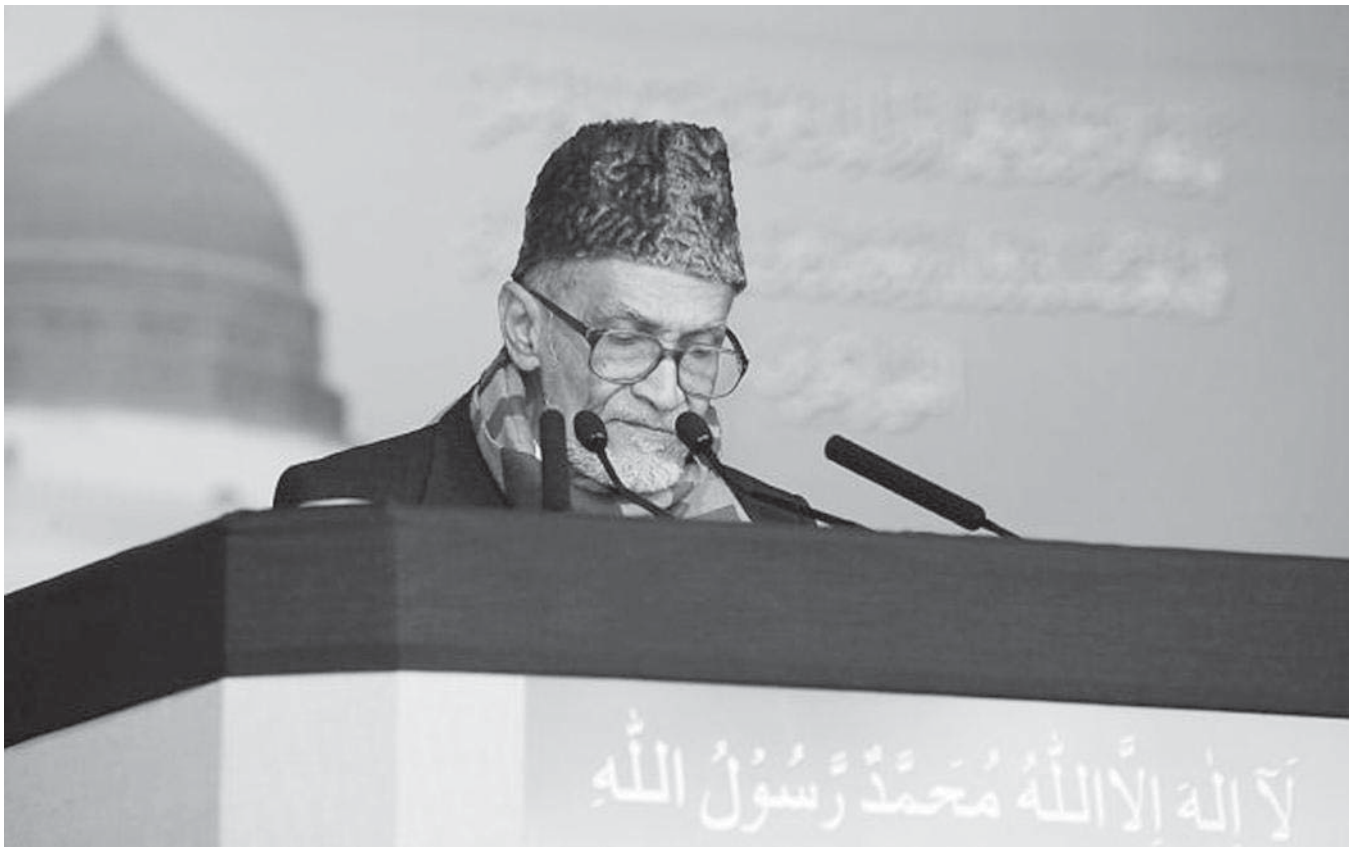

প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক কিছু আপত্তির জবাব

সালেহ মোহাম্মদ আলাদিন
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগ,
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ, ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের Idare Dawato-Irshad এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Fraud of Eclipses' (গ্রহণসমূহ নিয়ে প্রতারণা) নামে একটি প্রবন্ধে আহমদিয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার বেশ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রহণগুলো প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নোক্ত হাদীসে [মহানবী (সা.) এর উক্তি] প্রদত্ত হয়েছে:

"আমাদের মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন রয়েছে যেগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর কোনো সময়ে প্রকাশ পায় নাই, এগুলো হলো, রমযান মাসের প্রথম রাতে (অর্থাৎ, চন্দ্র গ্রহণের জন্য নির্ধারিত রাতগুলোর প্রথম রাতে) চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণ হইবে এর মধ্যম দিবসে (অর্থাৎ, সূর্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনে), আর এ নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর কখনো সংঘটিত হয় নি।" [দারকুতনি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮]

হাদীসটির বঙ্গানুবাদে আমরা বন্ধনীর মধ্যে কিছু কথা সংযোজিত করেছি যেন হাদীসটির মর্মার্থ সহজে বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো। লেখক প্রদত্ত রূহানী খাযায়েনের ১৭শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-এর উদ্ধৃতিটিতে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে হাদীসটির মর্মার্থ পেশ করা হয়েছে, আর কোনো বন্ধনী ব্যবহার করা হয় নি।

নতুন চাঁদ প্রথম দৃশ্যমান হওয়ার সময় থেকে যদি চান্দ্র মাসের হিসাব করা হয়, তাহলে যে তারিখগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হতে পারে সেগুলো হলো ১৩, ১৪ এবং ১৫ এবং যে তারিখগুলোতে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হতে পারে সেগুলো হলো ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ। অতএব ভবিষ্যদ্বাণীটি দাবি করে করে যে ১৩ই রমযান চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮শে রমযান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হতে হবে।

আহমদিয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঐশী সংস্কারক হিসেবে প্রথম প্রত্যাদেশমূলক ঐশী বাণী লাভ করেন ১৮৮২ সালে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে তিনি নিজেকে হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ধর্ম-সংস্কারক)

ঘোষণা করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর ভিত্তিতে ১৮৯১ সালে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মাহদী হিসেবে দাবী করেন যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করে গেছেন। তিনি দাবি করেন যে, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান দিতেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তবে তার সমসাময়িক ধর্মীয় উলামা তাঁর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তিনি বিরোধিতার এক ভয়াবহ তুফানের মুখোমুখি হন।

তখন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রমযান মাসের নির্ধারিত তারিখে কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান অবস্থায় গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয়। ২১ মার্চ, ১৮৯৪ (১৩ রমযান ১৩১১ হিজরী) সূর্যাস্তের পর চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয় এবং ৬ এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৮ রমযান ১৩১১ হিজরী) শুক্রবার সকালে সূর্যগ্রহণ হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তখন তার 'নূরুল হক' (সত্যের আলো) বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখেন। এতে তিনি (আ.) বলেন, এই গ্রহণ দুটি ছিল ঐশী নিদর্শন যা তার দাবীর সমর্থনে প্রদর্শিত হয়েছে। বইটিতে তিনি এই গ্রহণ দুটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা এ নিদর্শনগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যবহ করে তোলে।

এই গ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আপত্তি

প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়:

১. প্রথম আপত্তি: চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন সম্পর্কিত দারকুৎনির হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রথম আপত্তির জবাব:

হাদীসটির প্রামাণিকতা/নির্ভরযোগ্যতা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা সমর্থিত:

ক. এই ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়া পবিত্র কুরআনেই রয়েছে, কেননা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকে পবিত্র কুরআনে কেয়ামত (পুনরুত্থান) সন্নিকটবর্তী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর আখেরী জমানাই প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারকের আগমনেরও যুগ। পবিত্র কুরআনে আছে:

"সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে?' অতএব যখন চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবে, এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে, সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায়?'" [আল্ কিয়ামা, ৭৫: ৭-১১]

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও চাঁদ একত্রিত হয় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাকালে এই দুটিকে একই সরলরেখায় দেখা যায়। অতএব, "সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে একত্রিত করা হইবে" কথাটি দিয়ে সূর্যগ্রহণ বোঝানো হয়েছে। দারকুৎনির হাদীসটি এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মূল্যবান ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।

খ. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "তিনি অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন।" [আল্ জিন্ন, ৭২: ২৭-২৮]

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির অনন্য প্রকৃতি এবং এর অসাধারণ পরিপূর্ণতাও এটি ইঙ্গিত করে যে, এর উৎস মহানবী (সা.)। হাদীসটিতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি যখন পূর্ণ হয়েছে তখন হাদীসটির বর্ণনাকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ তাৎপর্য হারায়। মসীহ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে তাঁর 'যামিমা আঞ্জামে আথম' পুস্তকে [রূহানী খাযায়েন, ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৩-৩৩৪] আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ আপত্তির জবাব দেওয়ার সময় আমরা আবার এই বিষয়টিতে প্রত্যাবর্তন করবো। এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর জবাব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিয়েছেন তাঁর 'তোহফায়ে গোলাড়ভিয়া' পুস্তকে [রূহানী খাযায়েন, ১৭শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩]।

গ. হাদীসটির সংকলক হযরত আলি বিন উমর আল বাগদাদী আদ্ দারকুৎনি অত্যন্ত সম্মানিত ওলী ছিলেন আর হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর সম্পর্কে ইসলামী জগতের আরেকজন দিকপাল, দিল্লীর মুহাদ্দেস হযরত শাহ আবদুল আজিজ তার 'নওবাতুল ফিকর' পুস্তকে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন: "একবার ইমাম দারকুৎনি বলেছিলেন, 'হে বাগদাদবাসী, আমার জীবদ্দশায় কোনো হাদীস বর্ণনাকারী কোন মিথ্যা বা ভুল বর্ণনা মহানবী (সা.) এর উপর আরোপ করতে পারবে – এটা তোমরা চিন্তাও করো না।' " [নওবাতুল ফিকর, পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৫২]

ঘ. আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এই হাদীসটির বর্ণনাকারী সত্যিই হযরত ইমাম বাকের ছিলেন কিনা সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের 'ইকতিরাবুস সায়াত' পুস্তকে মুহাম্মদ বিন আলিকে হযরত ইমাম বকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইকতিরাবুস সায়াত, পৃষ্ঠা: ১০৬১]। বইটির সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাটির ফটোকপি ছাপা হয়েছে রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত মুহাম্মদ আজম আকসির রচিত 'ইমাম মাহদীর আগমন- একটি মহান ঐশী নিদর্শন' (উর্দু) পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায়। এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষনীয় যে, আল্লামা শেখ শাহাবুদ্দিন ইবনে আল-হাজার আল-হাশিমী লিখেছেন:

"আহলে বায়েতের অন্যতম বুযুর্গ মুহাম্মদ বিন আলি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন হবে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ইতিপূর্বে কখনোই মানবজাতিকে দেখানো হয়নি। এর একটি হলো রমযান মাসে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে।" [কিতাবুল ফতোয়া আল হাদিসীয়া, পৃষ্ঠা: ৩১, মিশর]

ঙ. শিয়া এবং সুন্নী উভয় ফির্কার হাদীস সংকলনগুলোতেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীরাও তাদের কিতাবাদিতে এই নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, অন্যান্য ধর্মের বই-পুস্তকেও প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারকের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: Review of Religions, November 1989, The Advent of Imam Mahdi - A Great Heavenly Sign, (in Urdu); The Great Heavenly Sign of Eclipses of the Moon and the Sun, by Muneer Ahmed Khadim, Qadian 1994 (in Urdu); The Truth of Hadhrat Imam Mahdi as vindicated by the Signs of Solar and Lunar Eclipses by Saleh Mohammed Alladin, 1988, (in Urdu); Article entitled Fulfillment of Celestial Signs - Veracity of the

Holy Prophet of Islam, by Anwar Mahmood Khan, Minaret, April-June 1994.

২. দ্বিতীয় আপত্তিঃ হাদীসটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত প্রথম ও মধ্যম শব্দগুলো দিয়ে ১৩ ও ২৮ তারিখ বোঝায় না। এর মানে হলো ১ ও ১৫ তারিখ।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে হাদীসটির অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, রমযান মাসের ১ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং ১৫ তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। যদিও আপত্তিকারক নিজেই স্বীকার করেছেন, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে একেবারেই অসম্ভব। এভাবে হাদীসটির ব্যাখ্যা করা হলে, হাদীসটি অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এই হাদীসটির উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ মহাশ্চর্য কোনো ঘটনার কথা ব্যক্ত করা; বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইমাম মাহদীর সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে এমন কোন শর্ত প্রদান করা যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না [যমীমা নজুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯শ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৪১]।

রমযান মাসের ১ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার ধারণাটিও খুবই অযৌক্তিক। প্রথম রাতের নতুন চাঁদ প্রায়শঃই অতি কষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়। এই রাতে চন্দ্রগ্রহণ লক্ষ্য কর খুব কঠিন হবে। এ প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রথম রাতের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলা হয়, 'কমর' বলা হয় না। কিন্তু হাদীসে 'কমর' শব্দটি এসেছে, 'হেলাল' নয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে (আর এটি সংঘটিত হয় শুধুমাত্র চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে) আর সূর্যগ্রহণে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদ একই সরল রেখায় অবস্থান করে, তখন চাঁদকে একেবারেই দেখা যায় না (আর এটি সংঘটিত হয় শুধুমাত্র চান্দ্রমাসের ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখে)। অতএব, হাদীসে উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখগুলোর প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ তারিখে আর সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখে।

গ্রহণের এসব নিয়ম-কানুন ও বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু বিজ্ঞানীরাই জানতেন তা নয়, বরং যারা বিজ্ঞানী নয়, সেরকম মানুষও এ অবহিত ছিলেন। তাই, ভোপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার 'হুজাজুল কিরামা' পুস্তকে লিখেছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে চন্দ্রগ্রহণ চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো রাতে ঘটে না এবং সূর্যগ্রহণ ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো দিন সংঘটিত হয় না [হুজাজুল কিরামা, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৪] ।

৩. তৃতীয় আপত্তিঃ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ এবং ২৮ রমযানে গ্রহণ দুটি সংঘটিত হয়নি। বরং ১৪ এবং ২৯ রমযানে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই আহমদীদের এই ব্যাখ্যাও কোনো কাজে আসেনি।

তৃতীয় আপত্তির জবাব

তৃতীয় আপত্তি এই যে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ও ২৮ রমযান চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং ১৩ ও ২৮ রমযান এই গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয়নি। এটি সঠিক নয়। চাঁদ দেখার ওপর রমযান মাস শুরু হওয়া নির্ভর করে। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কারণ, অনেক সময় আবহাওয়ার অবস্থার ওপরও নির্ভর করতে হয়। হিসাব-নিকাশ থেকে এতোটুকু বুঝা গিয়েছিল, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যেতে পারে, যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। কিন্তু আবহাওয়া ভালো ছিল না এবং ৯ মার্চ কাদিয়ান থেকে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। (দেখুন রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, জুলাই ১৯৮৭)। ৮ মার্চ সূর্যাস্তের সময় চাঁদের বয়স ছিল ২২.৭ ঘণ্টা (বাইশ দশমিক সাত ঘণ্টা)। [রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪]।

ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস যেভাবে বলেছেন, রেকর্ডকৃত বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায়, ২০ ঘণ্টার কম বয়সী চাঁদ দেখতে পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা এবং ২৪ ঘণ্টার বেশি বয়সের চাঁদ দেখাটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়, যদিও কখনো কখনো চাঁদ দেখা যাওয়ার জন্য চাঁদের বয়স ৩০ ঘণ্টার বেশি হওয়া আবশ্যক হয়। (Islamic Calendar, Times andk Qibla, by Dr. Mohammad Ilyas, Berita Publishing SDN BHD, 22 Jalan Liku, Kuala Lumpur, 1984).

কাদিয়ান থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ২১ মার্চ সূর্যাস্তের পর। অর্থাৎ, এটি ছিল ১৩ রমযান যখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। সূর্যগ্রহণ হয় ৬ এপ্রিল সকাল বেলা। অতএব সূর্যগ্রহণের সময় এটি ছিল ২৮ রমযান। মসীহ মাওউদ (আ.) বারবার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত তারিখ অনুসারেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। দেখুন, নুরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২০৯; যমীমা আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৪। এমনকি আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মেমারও লিখেছেন যে, ১৩ এবং ২৮ রমযান তারিখে গ্রহণ দুটি দেখা গেছে।

৪. চতুর্থ আপত্তিঃ রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইতিপূর্বে হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে এই ঘটনা এর আগে কখনো সংঘটিত হয়নি।

চতুর্থ আপত্তির জবাব

চতুর্থ আপত্তি হিসেবে বলা হয়েছে রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইতিপূর্বে হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে এই ঘটনা এর আগে কখনো সংঘটিত হয়নি।

এর জবাবে বলা যায়, হাদীসে এ কথা বলা হয়নি যে, এর আগে কখনো ১৩ এবং ২৮ রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি। বলা হয়েছে, এ রকম গ্রহণ এর আগে কখনো নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হয়নি। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

"বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রমযান মাসে কতোবার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে সেটি নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের উদ্দেশ্য এতোটুকু উল্লেখ করা যে, এই বিশ্বে মানব সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র আমার যুগে, আমার জন্য। আমার আগে, এ রকমটি কখনো হয়নি যে, একদিকে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মাহদী মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) দাবী করেছেন আর তখন রমযান মাসে, নির্ধারিত দিনক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ

এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং সেই দাবীকারক গ্রহণের এই ঘটনাকে তার দাবীর সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। দারকুৎনির এই হাদীস এটি আদৌ বলে না যে, এর আগে কখনো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়নি। বরং এটি পরিষ্কার ভাষায় বলে যে, এ ধরনের গ্রহণের ঘটনা নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়নি। কারণ, 'তাকুনা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রী লিঙ্গ (মুয়ান্নাস)। এর মানে হলো এ ধরনের নিদর্শন আগে প্রকাশিত হয়নি। যদি এটা বোঝানো হতো যে, এ ধরনের গ্রহণ এর আগে কখনো সংঘটিত হয়নি, তাহলে 'ইয়াকুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হতো, যেটি কিনা পুং লিঙ্গ (মুযাক্কার)। সেক্ষেত্রে 'তাকুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হতোই না, কারণ এটি স্ত্রী লিঙ্গ। এথেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দটি দিয়ে দুটি নিদর্শনকে নির্দেশ করা হচ্ছে, কারণ, নিদর্শনসূচক শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গের। অতএব, কেউ যদি ভাবেন যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ এর আগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, তবে তার দায়িত্ব সেই মাহদী দাবীকারককে চিহ্নিত করা যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে তার সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। এই প্রমাণ নিশ্চিত ও চূড়ান্ত হতে হবে আর এটি তখনই সম্ভব হবে যদি দাবীকারকের একটি বই পেশ করা হয় যেটিতে যিনি নিজেকে মাহদী মাওউদ দাবী করেছেন তিনি লিখেছেন যে, রমযান মাসে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দারকুৎনির সেই হাদীসের তারিখ অনুসারে হয়েছে এবং এটি তার সত্যতার নিদর্শন। সংক্ষেপে, আমরা শুধুমাত্র চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই, যদি তা হাজার বারও সংঘটিত হয়ে থাকে। নিদর্শন হিসেবে কোন দাবীকারকের সময়ে এটি সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার এবং হাদীসটির শুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মাহদী দাবীর সময়ে পূর্ণতার মধ্য দিয়ে।" [চশমা-এ-মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, যদিও হাদীসে বর্ণিত তারিখ অনুসারে এর আগেও বহুবার চন্দ্রগ্রহন-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে তবে সেসব ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান থেকে গ্রহণদ্বয় দেখা যাওয়াটা খুবই বিরল ঘটনা ছিল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যেতে পারে কিন্তু সূর্যগ্রহণ খুব ছোট এলাকা থেকে দেখা যায়। এটা প্রায়ই ঘটে যে, অত্যন্ত জনবিরল এলাকা অথবা সমুদ্রের মাঝে থেকে সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যার মধ্যে ভারতও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগে প্রফেসর জি. এম. বল্লভ ও আমি যে হিসাব কষেছি তাতে দেখা গেছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত একই রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে মোট ১০৯ বার। এর মধ্যে মাত্র তিনবার দুটি গ্রহণই নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ১৩ ও ২৮ রমযানে কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল। তাই বলা যায়, সুনির্দিষ্ট তারিখে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে গ্রহণ দেখা যাওয়ার বিষয়টি বেশ বিরল (বিস্তারিত জানতে দেখুন: Review of Religions, London, June 1992 and September 1994)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে মানুষের উচিত এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যে, এ নিদর্শন তাঁর দেশে প্রকাশিত হয়েছে কেননা যে ব্যক্তির সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে খোদাতা'লার প্রজ্ঞা নিদর্শনটিকে পৃথক করে নি। ১৮৯৪ সালে কাদিয়ানে গ্রহণগুলো দেখা যাওয়ার পর এ সম্পর্কে তিনি (আ.) লেখেন:

"হে খোদার বান্দাগণ, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। তোমরা কি এটা মনে করো যে, মাহদী আরবের কোনো দেশে বা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে আর তার নিদর্শন প্রকাশিত হবে আমাদের দেশে? তোমরা জানো যে, যে ব্যক্তির সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে খোদাতা'লার প্রজ্ঞা নিদর্শনটিকে পৃথক করে না। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভবপর যে, মাহদী আসবে পূর্ব অঞ্চলে আর নিদর্শন প্রদর্শিত হবে পশ্চিম অঞ্চলে? তোমাদের জন্য তো এতোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যদি তোমরা সত্যিকারের সত্যান্বেষী হও।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

৫. পঞ্চম আপত্তি: অন্যান্য মাহদী দাবীকারকের যুগেও ১৩ ও ২৮ রমযানে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

পঞ্চম আপত্তির জবাব

পঞ্চম আপত্তিটি হচ্ছে অন্যান্য মাহদী দাবীকারকের যুগেও রমযানের ১৩ ও ২৮ তারিখে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, দাবীকারকেরও অবশ্যই বলা উচিত ছিল যে, এই গ্রহণগুলো ঐশী নিদর্শন এবং এগুলো আমার জন্যই প্রদর্শিত হয়েছে।

আপত্তিকারক তার প্রবন্ধে লিখেছেন:

"এই নিদর্শনটি দাবীকারকের জন্মের আগে, জীবদ্দশায়, দাবী করার সময়, দাবীর পরবর্তী সময়ে, অথবা মৃত্যুর সময় দেখানো হবে- এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই, কাদিয়ানী (আহমদী) ব্যাখ্যার কোনো মূল্য নেই।"

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"হাদীসে এটা বলা হয়নি যে, মাহদীর আবির্ভাবের আগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটবে। কারণ, সেক্ষেত্রে এটি সম্ভবপর ছিল যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হওয়া দেখে কোনো মিথ্যা দাবীকারকও নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদী দাবী করতে পারতো। আর এভাবে বিষয়টি দ্ব্যর্থক হয়ে যায় যেহেতু গ্রহণের পর দাবী করাটা সহজ। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের পর যদি একাধিক দাবিকারক উপস্থিত হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে, এই গ্রহণদ্বয় কারো সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কাজে আসবে না।" (আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮)

"প্রাচীনকাল থেকে এটা আল্লাহ্‌র রীতি যে, ঐশী নিদর্শন তখনই প্রদর্শিত হয় যখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদেরকে ভণ্ড বলা হয়।" (তোহফায়ে গোলারভিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২)

প্রফেসর জি. এম. বল্লভ ও আমি এর আগে অন্য ২৫ জন মাহদী দাবীকারকের যুগে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণগুলোর তারিখ নিয়ে গবেষণা করে দেখেছি। এ তারিখগুলো পর্যবেক্ষণের স্থানের উপর নির্ভর করে। আমরা দাবীকারকদের এলাকা অনুসারে তারিখ নির্ধারণ করেছি। আমরা দেখেছি যে, কোনো দাবীকারক

সম্পর্কেই আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, দাবী করার পর তাদের জীবদ্দশায়, তাদের নিজ অঞ্চল থেকে একই রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১২ জুন ১৯৯৮। এছাড়া, আমাদের কাছে এমন কোনো দাবীকারকের সন্ধান নেই যিনি তার দাবীর সমর্থনে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে পেশ করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সালেহ বিন তারিফ, মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব, হুসেইন আলী বাহাউল্লাহ, মাহদী সুদানি এবং ড. আলেকজান্ডার ডুই -এর নাম উল্লেখ করেছেন। লেখক লিখেছেন যে, এই ব্যক্তিরাও তাদের দাবীর সমর্থনে গ্রহণের নিদর্শন দাবী করতে পারতেন, কিন্তু তাদের কারো লেখা থেকেই এ সম্পর্কিত কোনো দাবীর প্রমান তিনি দেন নি।

উপরিউল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের হিসাব-নিকাষের ভিত্তিতে আমরা নিম্নের মন্তব্যগুলো করছি:

১. সালেহ বিন তারিফ মাহদী দাবী করেছেন ১২৫ হিজরীতে এবং শাসন করেছেন ১৭৪ হিজরী পর্যন্ত। এই সময়ে (অর্থাৎ ১২৫-১৭৪ হিজরী) একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে ১২৬ হিজরীতে (৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে), ১২৭ হিজরীতে (৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে), ১৭০ হিজরীতে (৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে) এবং ১৭১ হিজরীতে (৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে)। দাবীকারকের অবস্থানস্থল মরক্কোর কথা মাথায় রেখে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণ দুটির কথা আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা দেখলাম, উক্ত বছরগুলোতে সংঘটিত কোনো সূর্যগ্রহণ মরক্কো থেকে দেখা যায়নি। চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে ৭৪৫, ৭৬৬, ৭৮৭ এবং ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে।

২. মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব ১২৬৪ হিজরীতে (১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে) মাহদী দাবী করেছেন এবং তাকে হত্যা করা হয় ২৮ শাবান, ১২৬৬ হিজরী (৯ জুলাই, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ)। এই সময়কালে (অর্থাৎ ১৮৪৮-১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে), পৃথিবীর কোথাও কোনো চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি।

৩. হুসেইন আলী বাহাউল্লাহ মাহদী দাবী করেন নি। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র বিকাশস্থল দাবী করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তিনি মারা যান (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)। ১৮৬৭-১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে কোনো বছরেই একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি যা ইরান থেকে দৃশ্যমান হয়েছে। ১২৮৯ হিজরীতে (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে) রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য উভয় গ্রহণই সংঘটিত হয়েছে। তবে, এগুলোর একটিও ইরান থেকে দৃশ্যমান হয়নি। ১২৯০ হিজরীতে (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে) রমযান মাসে উভয় গ্রহণই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু, সূর্যগ্রহণটি ইরান থেকে দেখা যায়নি আর চন্দ্রগ্রহণটি ইরান থেকে দেখা গেছে তবে তারিখটি ছিল ১৪ই রমযান।

৪. সুদানের মোহাম্মদ আহমদ ১২৯৮ হিজরীতে (১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে) মাহদী দাবী করেন এবং ৯ রমযান ১৩০২ হিজরীতে (২২ জুন ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে পৃথিবীর কোথাও রমযান মাসে চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি।

৫. ড. আলেকজান্ডার ডুই মাহদী দাবী করেন নি। তিনি ইসলামের শত্রু ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজেকে মসীহ-এর অগ্রদূত দাবী করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। ১৯০৩-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ সময়কালে পৃথিবীর কোথাও রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়নি।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৯৪ সালে মহানবী (সা.)-এর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার শতবার্ষিকী উদযাপন করেছে। ৩১ জুলাই ১৯৯৪ জামা'তের [তৎকালীন] ইমাম (খলিফা) হযরত মির্যা তাহের আহমদ যুক্তরাজ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর আক্ষরিক পরিপূর্ণতা লাভের ওপর এক আলোকিত ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন। তার এই বক্তৃতা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রচারিত হয়।

বক্তৃতায় তিনি (রাহ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীটির নিম্নলিখিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

১. চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট রাতগুলোর মধ্যে প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হতে হবে।

২. সূর্যগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যে মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হতে হবে।

৩. এই গ্রহণদুটি রমযান মাসে সংঘটিত হতে হবে।

৪. গ্রহণ দুটি সংঘটিত হওয়ার আগেই মাহদী দাবী করতে হবে। কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হওয়ার পর অনেকেই এগুলোকে নিজেদের পক্ষে দাবী করতে পারে এবং এর ফলে সঠিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করাও সম্ভব হবে না।

৫. দাবীকারককেও এ নিদর্শন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তাঁর ঘোষণা করা উচিত হবে যে, আমিই সেই ইমাম মাহদী যার জন্য এই ঐশী নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহ.) বলেছেন, (এ সংক্রান্ত) সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেও আমরা সত্য ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ছাড়া এমন কোনো মাহদী দাবীকারকের সন্ধান পাই নি যিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে নিজের দাবীর সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ঘোষণাসমূহ

একদিকে যেখানে আমরা অন্য কোনো দাবীকারকের লেখনীতে/বইপত্রে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শনের ন্যূনতম ইশারা-ইঙ্গিতও পাই না, অপর দিকে আমরা দেখি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বারবার অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঐশী নিদর্শন হিসেবে তার দাবীর সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তার লেখনী থেকে তিনটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো:

"কেবলমাত্র আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হইয়াছে; আমার যুগেই মহানবী (সা.)-এর সহীহ হাদীস, পবিত্র কোরআন ও পূর্বের কিতাবসমূহ অনুযায়ী দেশে প্লেগ আসিয়াছে; আর আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইয়াছে; আর আমার

যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করা কি তাকওয়ার দাবী ছিল না? দেখ, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না।" [হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৪৫ (বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪০), রূহানী খাযায়েন, ২২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮]

তিনি আবারো বলেন:

"আমি আবারো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ এবং আমিই সেই ব্যক্তি যার প্রতিশ্রুতি নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আকাশে গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদূর্ভাব হবে।" [দাফেউল বালা, পৃষ্ঠা: ১৮, রূহানী খাযায়েন, ১৮শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৮]

তিনি আরো বলেন:

"আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আকাশে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন আমার সত্যতার সমর্থনে। আর তিনি এটি সেই সময়ে ঘটিয়েছেন যখন মৌলভীরা আমাকে দাজ্জাল, মহা মিথ্যুক, ভণ্ড এবং এমনকি সবচে বড় প্রবঞ্চকও বলছিল। এটি সেই নিদর্শন যার সম্পর্কে বিশ বছর আগে আমাকে বারাহীনে আহমদীয়ায় ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, যেমন, তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করবে, নাকি করবে না? তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা গ্রহণ করবে, নাকি করবে না? এটা মনে রাখা দরকার, আমার দাবীর সত্যতা প্রতিপাদনে যদিও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বহু সত্যতার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে লাখো ব্যক্তি যার সাক্ষী। কিন্তু এই ঐশী বাণীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আমাকে এমন নিদর্শন প্রদান করা হবে যা ইতিপূর্বে আদমের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর কাউকে প্রদান করা হয়নি। বস্তুত, পবিত্র কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই নিদর্শন ছিল আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে।" [তোহফায়ে গোলাড়ভিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৩]

৬. ষষ্ঠ আপত্তি: হযরত আহমদ তার হাকীকাতুল মাহদী বইয়ে লিখেছেন, মাহদীর আগমন সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই অপ্রতিপাদনযোগ্য এবং এদের উপর নির্ভর করা যায় না।

ষষ্ঠ আপত্তির জবাব

হাকীকাতুল মাহদী (রূহানী খাযায়েন, ১৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৯) থেকে লেখক যথাযথভাবে উদ্ধৃতিটি অনুবাদ করেন নি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষা নিম্নরূপ:

বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

"মাহদী এবং মসীহ মাওউদ সম্পর্কে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস হলো এ ধরনের সকল হাদীস যেগুলোতে মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলো প্রতিপাদনযোগ্য নয়, সেগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।"

আপত্তিকারকের প্রবন্ধে "এ ধরনের" শব্দ দুটি নেই। এই উদ্ধৃতিটির পূর্বাপর বিষয় থেকে বোঝা যায়, মসীহ মাওউদ (আ.) (ধর্মীয়) সাহিত্যে এ ধরনের বিষয়ের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, মাহদী খ্রীস্টানদের হত্যা করবে এবং যারা এথেকে বেঁচে যাবে তারা শাসনকাজ চালাতে সমর্থ হবে না এবং তারা অসম্মানের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। রূহানী খাযায়েনের একই খণ্ডের (১৪শ খণ্ড) ৪১৯ পৃষ্ঠায় আইয়ামুস সুলেহ পুস্তকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন সম্বলিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য। তিনি লেখেন:

"ঐ হাদীসটি পুরোপুরিই সঠিক এবং সেটি শুধু দারকুৎনিতে সংকলিত হয়নি বরং শিয়া ও সুন্নী মজহাবের অন্যান্য হাদীসের সংকলনেও স্থান পেয়েছে। এছাড়া, হাদীস বিশারদদের কাছে এই মূলনীতিটি গৃহীত যে, যদি কোনো হাদীসে উল্লিখিত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে, তবে, ইতিপূর্বে যদি সেটিকে তর্কের খাতিরে মিথ্যা হাদীসও বিবেচনা করা হয়, তারপরও এটিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্‌ এর সত্যতার সাক্ষ্য দান করেছেন। গায়েবের ওপর আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা/জ্ঞান নেই। আল কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহকই পারে সঠিকভাবে কোনো গায়েবের সংবাদ দিতে, অন্যরা এই পর্যায়ের সম্মান রাখে না। এখানে বার্তাবাহকের মধ্যে রসূল, নবী, মুহাদ্দিস এবং মুজাদ্দিদ অন্তর্ভুক্ত।" [আইয়ামুস সোলেহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৯]

উপসংহার

প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারক হযরত ইমাম মাহদীর জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সত্ত্বায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ সেবক ছিলেন এবং তাঁর ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু ইসলামের প্রচার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে জগদ্বাসীকে আহ্বানের তার মহান মিশন এখনো তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীদের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্‌ তা'লা জগদ্বাসীকে আমাদের মওলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই মহামূল্যবান হাদীসটি শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করার তৌফিক দিন এবং এর মাধ্যমে সঠিক পথ লাভের সুযোগ করে দিন। অসাধারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর গৌরবোজ্জ্বল পরিপূর্ণতা আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যেরও প্রাঞ্জল সাক্ষ্য বহন করে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)।

রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স, মে-জুন, ১৯৯৯

অনুবাদ: সিকদার তাহের আহমদ
অনুবাদ যাচাই ও সম্পাদনা:
ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রকৃতি

সংকলন ও অনুবাদ: **মওলানা জাফর আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যে সম্পর্কে হযরত ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাইল (রা.) বর্ণনা করেন:

'খোদার ফজলে আহমদীগণ তো হিন্দুস্থানের কোনায় কোনায় রয়েছেন। কিন্ত হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে প্রত্যক্ষকারী এবং যে প্রত্যক্ষকারী নয় তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যক্ষকারীদের হৃদয়ে একটি আনন্দ ও স্বাদ তাঁর সাক্ষাতে ও সাহচার্যের কারনে এখনো বিদ্যমান। বঞ্চিতগণকে বড়ই আফসোস করতে পাওয়া গেছে। হায় আমরা তাড়াতাড়ি কেন বয়আত করি নি আর কেনই বা তাঁর প্রকৃত চেহারা তাঁর জীবদ্দশাতেই দেখে নিলাম না। ছবি এবং বাস্তবতার মাঝে অনেক পার্থক্য। সেই পার্থক্যও সে-ই বুঝবে যে বাস্তবে তাঁকে দেখেছে। আমার মন চায় যে, তাঁর (আ.)-অভ্যাস ও দৈহিক গঠনের ব্যাপারে কিছু লিখি। হয়ত আমাদের সেই সকল বন্ধু যারা সেই কল্যান মন্ডিত সত্ত্বাকে দেখে নি তাদের ভুল ভেঙ্গে যায়।

দৈহিক গঠন:

তাঁর দৈহিক গঠন বর্ণনা করার পরিবর্তে আর সকল বিষয়ে নিজে কোন নোট দেয়ার বদলে বরং সরাসরি তা উল্লেখ করে ফলাফল পাঠকগণের অভিমতের ওপর ছেড়ে দেই।

তাঁর সমগ্র দৈহিক গঠনের বিবরণ এই এক বাক্যে হতে পারে, 'তিনি মানবীয় সৌন্দর্য্যের চরমত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।'

কিন্তু এই পংক্তি অসম্পূর্ণ থাকবে যদি সেই সাথে এই পংক্তি না জুড়ে দেয়া হয়-

'এ মানবীয় সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক আলোর ঝলকানী ও জ্যোতি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিল।'

যেভাবে তিনি সৌন্দর্য্যরূপ এই উম্মতের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন সেভাবে তাঁর সৌন্দর্য্যও আল্লাহ্‌র কুদরত ছিল। তাঁর (আ.) চেহারা পরিপূর্ণ জ্যোতিতে গর্বিত, প্রভাবিত ও আত্মাভিমানী ছিল। বরং অসহায়ত্ব, বিনয়ী ও ভালোবাসার মিশ্রণ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং একবারের ঘটনা বর্ণনা করছি, যখন হযরত আকদাস (আ.) চোলা সাহেবকে দেখতে ডেরা বাবা নানক যান তো সেখানে পৌঁছে একটি গাছের নীচে ছায়ায় কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে সবাই বসেন। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা তাঁর (আ.) আগমনের কথা শুনে সাক্ষাতের ও মোসাফার জন্য আসতে আরম্ভ করে। যে ব্যক্তিই আসত মৌলভী সৈয়দ আহসান সাহেবের দিকে আসত এবং তাকে হযরত আকদাস মনে করে মোসাফা করে বসে পড়ত। কিছু সময় পর্যন্ত যখন লোকদের নিকট এটা স্পষ্ট হল না, তখন স্বয়ং মৌলভী নুরুদ্দিন (রা.) ইশারায় এই বলে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেন যে, 'হযরত সাহেব হচ্ছেন ইনি' অনুরূপ ঘটনা নবী করীম (সা.)-এর সাথে মদীনায় হয়েছে। সেখানেও লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে খোদার রসূল মনে করে মুসাফা করতে থেকেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত আবুবকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়া দানের মাধ্যমে লোকদেরকে তাদের ভুলের ব্যাপারে অবগত করেছেন।

দেহ ও উচ্চতা:

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর শরীর না পাতলা ছিল আর না অনেক মোটা ছিল। অধিকতর তিনি মধ্যম গড়নের অধিকারী ছিলেন। উচ্চতা মধ্যম ধরনের ছিল যদিও মাপা হয় নি। কিন্তু খুব সম্ভব পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হবে। কাধ ও পিঠ প্রশস্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সোজা ছিল। না ঘাড় গুজা হয়েছে, না কমর বেকেছে। দেহ ও সমস্ত অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের মাঝে সামঞ্জস্য ছিল। এমন নয় যে, হাত অনেক লম্বা বা পা অথবা পেট অনেক বেশী বের হয়ে গেছে। সুতরাং কোন ধরনের কুৎসিত আকৃতি তাঁর দেহে ছিল না। তাঁর চামড়া মধ্যম ধরনের ছিল, না শক্ত, না খসখসে। না এরূপ কমল যেরূপ মহিলাদের হয়ে থাকে। তাঁর দেহ ঢেপসা ও তুলতুল ছিল না বরং মজবুত ও যুবকদের ন্যায় কড়া ছিল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর চামড়া কোথাও ঝুলে পড়ে নি। না তাঁর দেহে ঝুলে পড়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) রং :

তাঁর রং বাদামী অর্থাৎ অত্যন্ত উচুমানের বাদামী রং ছিল। অর্থাৎ তাঁর মাঝে এক প্রকার নূরানী ও লাল ঝলক চমকাতো এবং এ চমক তাঁর চেহারার সাথে সামঞ্জস্য ছিল। এটা সাময়িক ছিল না বরং স্থায়ী ছিল। কখনো কোন দুঃখ, কষ্ট, বিপদ-আপদ ও মামলার সময় তাঁর রং ফ্যাকাশে হতে দেখা যায় নি। সর্বদা পবিত্র মুখায়ব খাঁটি সোনার ন্যায় চমকাতো। কোন বিপদ-আপদ সেই উজ্জলতাকে দূর করতে পারে নি।

সেই উজ্জলতা ও নূর ছাড়াও তাঁর চেহারায় এক প্রফুল্লতা ও হাসি হাসি ভাব সর্বদা বিরাজমান থাকত। দর্শনার্থীরা বলত যদি এ ব্যক্তি মিথ্যা আরোপকারী আর নিজেকে নিজে মিথ্যাবাদী জানে তাহলে তাঁর চেহারায় এ প্রফুল্লতা ও খুশি এবং বিজয়, আত্মার প্রশান্তির চিহ্ন কিভাবে হতে পারে। এ বাহ্যিক চিহ্ন কোন মন্দ লোকের ব্যাপারে হতে পারে না আর ঈমানের জ্যোতি মন্দ লোকের চেহারায় চমকাতে পারে না। যখন আথমের ভবিষ্যদ্বাণীর সময় আসে তো জামা'তের লোকদের চেহারা মনমরা অবস্থা ও হৃদয় কঠিনভাবে যেন বাঁধা রয়েছে এমন হয়েছিল। কতিপয় লোক না জানার কারনে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে শর্তারোপ করেছে। সকল দিক থেকে উদাসীন অবস্থা বিরাজমান। লোকেরা নামাযে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতো, হে খোদাবন্দ! আমাদের অপমান কর না।

এমন অবস্থা বিদ্যমান ছিল যে, অন্যদের চেহারাও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খোদার সিংহ ঘর থেকে হাসি মুখে বের হয়ে জামা'তের সদস্যদের মসজিদে ডেকে হাসেন। এদিকে উপস্থিত সদস্যদের হৃদয় দেবে যাচ্ছে আর অপর দিকে তিনি বলছেন নাও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে, "ইত্তালায়া আল্লাহু আলা হাম্মেহি ওয়া গাম্মেহি" আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে। সে সত্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। সত্য তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছে। কেউ তাঁর কথা মানুক বা না মানুক। তিনি তাঁর কথা শুনিয়ে দেন। শ্রবনকারীগণ তাঁর চেহারা দেখে বিশ্বাস করেছে যে, তিনি সত্যবাদী। আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত আর তিনি নিঃচিন্তে খুশিতে হাসতে হাসতে কথা বলছেন। সুতরাং এভাবে সত্য খোদা আথমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে দিয়ে দেন।

অতঃপর তিনি আথমের প্রতাবর্তন ও আহাজারি অবলোকন করে স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে অবকাশ দিয়ে দেন। তিনি সেই রূপ আনন্দিত যেভাবে একজন বীর শত্রুকে পরাজিত করে। অতঃপর কেবলমাত্র দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারনে নিজেই তাকে ছেড়ে দেন, যে যাও আমি তোমার প্রতি দয়া করছি। আমরা মৃতকে মারা নিজেদের অপমান মনে করি।

লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতেই রিপোর্টারগণ দ্রুত অভিযোগ আরোপ করা আরম্ভ করে। পুলিশের নিকট তদন্তের জন্য আবেদন করা হল। পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব তদন্তের জন্য এসে উপস্থিত হলেন। লোকদেরকে পৃথক করে দেয়া হল। বাহিরের লোক ভিতরে আর ভিতরের লোক বাহিরে যেতে পারত না। বিরুদ্ধবাদীদের দাবি যদি একটিও সামঞ্জস্যপূর্ণ লেখা পাওয়া যায় তাহলে গ্রেফতার কর। কিন্তু তাঁর এই সত্ত্বা সেই আনন্দ ও প্রফুল্লতা তাঁর চেহারায়। স্বয়ং পুলিশ অফিসারদের নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যাগ ও পুস্তক, লিখিত কাগজ ও চিঠিপত্র ও কামড়াসমূহ এবং বাড়ী দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু চিঠিকে তারা সন্দেহ করে তা জব্দ করে নেয়। কিন্তু এখানেও সেই হাসি মাখা চেহারা।

সুতরাং না শুধু সেটা অপরিচিত লোকেরাই বরং একটি সুস্পষ্ট বিজয় ও দলিলের পূর্ণতার সুযোগ নিকটবর্তী হচ্ছিল। তাঁর তুলনায় বাহিরে যারা বসে আছে তাদের চেহারাকে দেখ। তারা প্রত্যেককে বাহিরে বের হতে ও ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হত। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে ছিল। তারা তো এটা জানে না যে, তারা যে সত্ত্বার জন্য দুঃচিন্তা করছে তিনি স্বয়ং কর্মকর্তাদের ডেকে ডেকে নিজের ব্যাগ, নিজের রচনাবলী দেখাচ্ছেন। তাঁর চেহারা এমন ধরনের এক হাসি বিরাজমান যার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, এখন প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্পষ্ট হবে এবং আমার সত্ত্বা সকল প্রকারের অপবাদ ও ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র বলে সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং এ একই অবস্থা সকল মামলার পরীক্ষার ও মাবাহাসার ব্যাপারে ছিল। আর এটা ছিল সেই প্রশান্ত হৃদয়ের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত যাকে দেখে অনেক সহজ সরল হৃদয়ে ঈমান নিয়ে আসে।

তাঁর চুল :

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাথার চুল একেবারে চিকন, সোজা, তৈলাক্ত, উজ্জল ও নরম ছিল এবং মেহেদীর রং দ্বারা রঙিন থাকত। খুব ঘন ও বেশী ছিল না বরং অল্প ও মোলায়েম ছিল। ঘার পর্যন্ত লম্বা ছিল। তিনি (আ.) না মাথা ন্যাড়া করতেন আর না একেবারে ছোট করতেন। মাথায় তেলও মাখতেন। চামেলী ও মেহেদী ইত্যাদি জিনিসের অভ্যাস ছিল যেন চুল শুস্ক না থাকে।

বরকতমন্ডিত দাড়ি :

তাঁর (আ.) দাড়ি বেশ ঘন ছিল। চুল মোটা, মজবুত ও উজ্জল সোজা এবং নরম মেহেদীর রংয়ে লাল রং ছিল। দাড়ি লম্বা রেখে খোর কর্মের সময় বাড়তি চুল ছেটে ফেলতেন। অর্থাৎ সংযত ও অসমান রাখতেন না। বরং সোজা নীচের দিকে বরাবর রাখতেন। দাড়িতেও সর্বদা তেল মাখতেন। একবার গালে ফোড়া হওয়ার কারনে সেখানকার সমস্ত চুল কাটতে হয়েছে তা তবারক হিসাবে লোকদের কাছে এখনো সুরক্ষিত আছে। বরকতমন্ডিত দাড়ি মুখের তিন দিকেই বিদ্যমান ছিল। খুবই সুন্দর ছিল, না এত অল্প যে আলাদা আলাদা, না শুধু থুতনীর মধ্যে, না এ রকম চুল চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কলব ও মেহেদী :

প্রারম্ভে তিনি (আ.) কলব ও মেহেদী লাগাতেন। অতঃপর মানসিক চিন্তাভাবনা অধিক বেড়ে যাওয়ার কারনে মাথা ও দাড়িতে জীবনের শেষ পর্যন্ত মেহেদীই লাগাতেন। পরে কলব লাগানো বন্ধ করে দেন। কিছু বিদেশী কলবও ব্যবহার করেন। কিন্তু এরপর আবার বন্ধ করে দেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে মীর হামেদ শাহ সাহেব শিয়ালকোট এক প্রকার কলব প্রস্তুত করে দেন তা লাগাতেন। এর ফলে বরকতমন্ডিত দাড়ি কালো রূপ ধারণ করে। কিন্তু এছাড়া সারা বছর মেহেদীই ব্যবহার করেছেন। যা বেশীরভাগ জুমুআ বা বিভিন্ন সময় ও দিনগুলোতে তিনি কারো দ্বারা লাগাতেন।

দাড়ির ন্যায় গোফের চুলও মোটা মজবুত ও উজ্জল ছিল। তিনি গোফের চুল কাটাতেন কিন্তু এরূপ নয় যা ওয়াহাবীদের ন্যায় কামানো মনে হয়। এত লম্বাও ছিল না যে ঠোটের কিনারায় নীচে চলে আসে। তাঁর শরীরে চুল কেবল সম্মুখের দিকে ছিল। পৃষ্ঠদেশে ছিল না, মাঝে মাঝে বুক ও পেটের লোম ছেটে দিতেন। পায়ের গোছায় খুব কম চুল ছিল। যা ছিল তা ছোট ও নরম। অনুরূপ হাতেও ছিল।

(হায়াতে তাইয়েবা পুস্তক অবলম্বনে)
(চলবে)

সন্তানের ভবিষ্যৎ ও পিতা-মাতার ভূমিকা

মাহমুদ আহমদ সুমন

এবারের একুশে বই মেলায় আমার একটি বই ‘শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)’-এর মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান হয়েছিল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের নজরুল মঞ্চে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকদের পাশাপাশি এমটিএ-এর ক্যামেরাও ছিলো এ অনুষ্ঠানে। বই-এর মোড়ক উন্মোচন শেষে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মেলায় প্রতিদিনই শতশত নতুন বই আসে। লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাই সারা বছর একুশে বই মেলার জন্য অপেক্ষা করে।

মেলায় শিশুদের জন্য অনেক বই রয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় আমাকে অবাক করেছে, অবাক হবার বিষয়টি হলো হাজার হাজার বই-এর মধ্যে শিশুদের জন্য দ্বীনি বা ধর্মীয় শিক্ষামূলক তেমন কোন বই আমার চোখে পরে নি। এমন কোন বই দেখলাম না যা শিশুদেরকে ধর্ম কি, ধর্ম পালন করলে কি লাভ, কেন আমরা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ মেনে চলবো বিষয়গুলো রয়েছে। আজগবি কি সব ভূতের গল্প শিশুদের হাতে তুলে দিতেই যেন অভিভাবকরা ব্যস্ত। অনেক অভিভাবকের সাথে এ বিষয় নিয়ে আমার কথাও হয়। তারাও যেন এ বিষয়টি নিয়ে কোন চিন্তা করছেন না, আর মনে করছেন এখন বা এই বয়সে আবার কিসের ধর্ম-কর্ম। এই যে আমরা শিশুদের হাতে মিথ্যা আজগবি বই তুলে দিচ্ছি এতে করে কিন্তু আমরা নিজেরাই তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি, কারণ যেহেতু শৈশবে তাদেরকে উত্তম ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয় নি তাই এই সন্তানটিই হয়তো বড় হয়ে আপনার আমার এবং দেশের জন্য অশান্তির কারণ হবে। এরাই হয়তো বাসে আগুন দিবে, পিতা-মাতাকে খুন করবে, চুরি-ডাকাতিসহ সব ধরণের পাপ কাজে লিপ্ত হবে।

দিনের পর দিন আমাদের সন্তানরা কেন এতো খারাপ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে? এই বিষয়টি কি আপনি আমি এবং সবাই উপলব্ধি করতে পারছি না? সমাজে যারা নানান অপকর্মে লিপ্ত তাদের সম্পর্কে যদি আমরা একটু খোঁজ নিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে সেইভাবে হয়তো গাইড করেন নাই যেভাবে করার প্রয়োজন ছিল। আমাদের সন্তানরা কোথায় যায়, কাদের সাথে বন্ধুত্ব করছে এসবের কোন খেয়ালই হয়তো আমরা অনেকেই রাখি না। সন্তানদের সম্পর্কে আমাদের কোন চিন্তা নাই বলেই তাদের মাধ্যমেই আজ সংগঠিত হচ্ছে যত ধরণের ঘৃণ্য অপকর্ম। আমরা যদি আমাদের সন্তান সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং শৈশব থেকেই উত্তমভাবে তরবিয়ত প্রদান করি তাহলে সেই সন্তানের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয় কারো ক্ষতি করতে এবং আপনার আমার কারো জন্যই আদরের সন্তানটি ভয়ের কারণ না হয়ে শান্তির কারণ হবে। তাই আমরা যারা অভিভাবক তারাই কিন্তু সন্তান নষ্ট হওয়ার পিছনে অনেকটা দায়ী।

আমরা সাধারণত দেখতে পাই, যারা ধার্মিক তাদের সন্তানদেরকে তারা চান ধর্মের আলোয় আলোকিত করতে কিন্তু যারা ধার্মিক নোন তাদের সন্তানরাই নানান পাপ কাজে লিপ্ত। সাধারণত কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে এই খবর শুনলে আমরা নিজেদের রক্ষার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি কিন্তু আজ সমাজে আধ্যাত্মিক ব্যাধি মহামারীর রূপ নিচ্ছে এথেকে রক্ষার জন্য কি আমাদের সুপরিকল্পনা ও যথাযথ পদক্ষেপ আবশ্যক নয়?

সন্তান ভাল হবে না খারাপ হবে তা নির্ভর করে পিতা-মাতার কাছে। সন্তান যে পরিবেশে বড়

আহমদী ঘরের সন্তানরা কেন অআহমদীদের ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনের চিন্তা করবে। এমন চিন্তাধারা কিন্তু একদিনে তৈরী হয় নি। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের ছোট থেকে এ বিষয়টির কুফল সম্পর্কে অবহিত করাতে থাকতাম আর তাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতাম তাহলে কোনভাবেই এটা হতো না যে, একজন আহমদী সন্তান অআহমদীকে বিয়ে করার চিন্তা করে।

হবে তাই সে শিখবে। পিতা-মাতা যদি আদর্শবান হোন এবং ধর্মীয় নিয়মকানুন অনুযায়ী চলেন এবং সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেন তাহলে সন্তান অবশ্যই ভাল হবে। আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন পরীক্ষা করার জন্য। অনেককে আল্লাহ্ তা'লা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন ঠিকই কিন্তু সেই ধন-সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার না করার ফলে দেখা যায় সে ধ্বংস হয়ে যায় আবার কাউকে সন্তান-সন্ততি দেন ঠিকই কিন্তু তাদেরকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করার ফলে এই সন্তান তার জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। জীবন-বিধান আল কুরআনের সূরা কাহাফের ৪৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য। এ সন্তান-সন্ততি যদি আদর্শ চরিত্রের না হয় তাহলে তা হয় মা-বাবার জন্য পরীক্ষার কারণ-দুঃখের বোঝা। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মু'মিনদেরকে হুশিয়ার করে বলেছেন, আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার কারণ (সূরা আনফালঃ ২৯)। আরো বলা হয়েছে, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা তাহরিমঃ ৭)। দেখা যায় একই বীজ উন্নত মাটি না পেলে অঙ্কুরিত হলেও চারাগাছে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে কোন শিশু ভালো পরিবারে জন্ম নিলেও সমাজ ও পরিবেশ উন্নত না পেলে, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সেও নষ্ট হয়ে যায়।

তাই প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য সে যেন কেবল নিজেই মুত্তাকি না হয় বরং সে নিজে এবং পরিবারের সকলকে পুণ্যবান-মুত্তাকি করে গড়ে তোলে। সব ধরণের পাপ ও খারাপ থেকে বাঁচাবার জন্য তাদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়। আমরা যদি সন্তানদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় লালিত-পালিত করি তাহলে পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ সর্বত্রেই শান্তি বিরাজ করবে এটা নিশ্চিত। সন্তানদের যদি আমরা উত্তম শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলি তাহলে এদেশে থাকবে না কোন সন্ত্রাসী, থাকবে না কোন চোর-ডাকাত, হতে পারে না কোন মারা-মারি আর কাটা-কাটি। কারণ যে ছেলেটি বিভিন্ন পাপ কাজ করছে সে তো আপনার আমার মতই কোন পিতা-মাতারই সন্তান।

তাই প্রত্যেকে যদি প্রথমে নিজ ঘরে শান্তি স্থাপন করতে পারে এবং নিজ সন্তানদের উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে তাহলে এক কথায় বলা যায়, সকল প্রকার অরাজকতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। আর এ জন্যই ঘরকেই বলা হয়েছে শিক্ষার সূতিকাগার। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি না দেই তাহলে খোদা তা'লার কাছে আমরা অবশ্যই এর জন্য জিজ্ঞাসিত হব।

আজকে আমরা দেখতে পাই সন্তানদেরকে স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকি, এই খোঁজ নেই না যে, আমার সন্তান কি ঠিকভাবে ক্লাস করছে, না বাজে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। খেয়াল না করতে করতে এক সময় আদরের সন্তান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যেখান থেকে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয় না। তাই সময় থাকতেই সন্তানের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আমরা যেহেতু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য আমাদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার সব কিছু হবে দৃষ্টান্তমূলক। আমাদের দেখে অন্যরা আদর্শ শিখবে। আমরা যদি নিজেকে আহমদী দাবী করি তাহলে এমন কোন কাজ আমার দ্বারা সংঘঠিত হতে পারে না যা সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকর। আমরা যেখানে এবং যে সমাজেই বাস করি না কেন আমরা সেখানকার শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাহলেই না অন্যরা আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

আহমদী ঘরের সন্তানরা কেন অআহমদীদের ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনের চিন্তা করবে। এমন চিন্তাধারা কিন্তু একদিনে তৈরী হয় নি। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের ছোট থেকে এ বিষয়টির কুফল সম্পর্কে অবহিত করাতে থাকতাম আর তাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতাম তাহলে কোনভাবেই এটা হতো না যে, একজন আহমদী সন্তান অআহমদীকে বিয়ে করার চিন্তা করে। দোষতো আমাদের নিজেদেরই। তাই হে আমার পিতা-মাতাগণ! আসুন না আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগুন থেকে রক্ষা করি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের চির জান্নাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তুলি। হায়! উদাসিন অভিভাবকরা যদি জাগ্রত হতো আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবীয়তের দিকে একটু খেয়াল করতো তাহলে হয়তো বিশ্বময় হতো শান্তিময়।

এছাড়া আমরা যদি নেক সন্তান রেখে যেতে পারি তাহলে দেশ ও জাতির যেমন কল্যাণকর হবে তেমনই মৃত্যুর পরেও এ সন্তান আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজ করবে। আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে বাড়িতে সন্তান-সন্ততিরা নিয়মিত নামায পড়ছে কিনা, কুরআন তেলাওয়াত করছে কিনা। বর্তমান যেহেতু বিজ্ঞানে যুগ, আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনে বর্তমান যুগে ইন্টারনেট, টিভি, ক্যাবল সংযোগ, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ যেমন অহরহ সামাজিক অপকর্মে লিপ্ত হতে শুরু করে তেমন নিত্যনতুন নৈতিক পদস্খলন হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তাই এসবের খারাপ জিনিসগুলো বাদ দিয়ে ভালকে গ্রহণ করতে হবে এবং সন্তানরা যেন খারাপ কোন কিছুর দিকে আসক্ত না হয় সে দিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে এবং ভালো আচরণ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে চলার এবং যুগ খলীফার সকল নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশানে কাদিয়ানের নামের তালিকা
সদর আঞ্জুমান এবং তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানের সদস্য বৃন্দ

(৯ম কিস্তি)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
১.	মোকাররম সাহেবজাদা মির্যা জাফর আহমদ	হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)	কাদিয়ান
২.	মোকাররম সাহেবজাদা মির্যা খলিল আহমদ	হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)	ঐ
৩.	হযরত মৌলবি আব্দুর রহমান জাট (রা.)	হযরত মালেক বরকত আলী (রা.)	ঐ
৪.	হযরত মৌলবি বরকত আহমদ রাজেকী (রা.)	হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)	ঐ
৫.	মোকাররম শেখ আব্দুল হামিদ আজেয	মোকাররম শেখ মোহাম্মদ হুসাইন	ঐ
৬.	মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ ইব্রাহীম কাদিয়ানী	মোকাররম মিঁয়া মেহের দ্বীন	ঐ
৭.	হযরত মেজর ডাক্তার মাহমুদ আহমদ (রা.)	মোকাররম কাযী মোহাম্মদ শরীফ	কোয়েটা
৮.	মোকাররম হাসান মোহাম্মদ খান আরেফ	মোকাররম ফযল মোহাম্মদ খান শামলোভী	
৯.	মোকাররম মালেক সালাহ্‌উদ্দীন এম.এ	মোকাররম মালেক নিয়ায মোহাম্মদ	কাদিয়ান
১০.	মোকাররম কুরাইশী আব্দুর রশীদ	মোকাররম ডা. আব্দুল আজীজ	ঐ
১১.	মোকাররম ফযলে ইলাহী খান	মোকাররম হাকীম করম ইলাহী	ঐ
১২.	মোকাররম মৌলবি শরীফ আহমদ আমিনী	মোকাররম শেঠ মোহাম্মদ ইব্রাহীম বানগোভী	ঐ
১৩.	মোকাররম কুরাইশী আতাউর রহমান আওয়ান	মোকাররম হাফেয মোহাম্মদ আমীন	কিমালপুরী
১৪.	মোকাররম চৌধুরী আব্দুল হক	মোকাররম চৌধুরী আল্লাহ দাত্তা	কাদিয়ান
১৫.	মোকাররম আব্দুল কাইয়ুম কম্পাউন্ডার	মোকাররম মোহাম্মদ জহুর	ঐ
১৬.	হযরত মওলা বখশ বাবুর্চি (রা.)	মোকাররম খাইরাতুল্লাহ্	ঐ
১৭.	মোকাররম সিরাজদ্বীন (মোয়াজ্জিন)	মোকাররম গোলাম কাদের	ঐ
১৮.	মোকাররম মৌলবি আব্দুল কাদের আহসান	মোকাররম হাজী মোহাম্মদ বখশ	ঐ
১৯.	মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ জামান	মোকাররম মির্যা আহমদ দ্বীন	ঐ

কাদিয়ান এবং তৎসংলগ্ন আহমদীগণ

২০.	মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ হায়াত	মোকাররম হাকীম আতা মোহাম্মদ	ঐ
২১.	মোকাররম সূফী আব্দুল কাদির	মোকাররম মৌলবি আব্দুল হক	ঐ
২২.	মোকাররম খাজা আব্দুল করিম খালেদ	মোকাররম খাজা আব্দুল ওয়াহেদ	ঐ
২৩.	মোকাররম মিঁয়া জিয়া উদ্দীন আহমদ	মোকাররম মিঁয়া রওশন যারগার	ঐ
২৪.	মোকাররম মজিদ আহমদ (ড্রাইভার)	মোকাররম গোলাম হুসাইন	ঐ
২৫.	মোকাররম মির্যা জহিরুদ্দীন মনোয়ার আহমদ	মোকাররম মির্যা বরকত আলী	ঐ
২৬.	মোকাররম আব্দুল ওয়াহেদ (পান বিক্রেতা)	মোকাররম শেখ আব্দুল্লাহ্	ঐ
২৭.	মোকাররম আব্দুর রহিম দিয়ানত (সোডা ওয়াটার ফ্যাক্টরী)	মোকাররম হযরত মৌলবি ফজল মোহাম্মদ	ঐ
২৮.	মোকাররম আব্দুল ওয়াহেদ	মোকাররম মোহাম্মদ রমযান	ঐ

২৯.	মোকাররম আব্দুল হামিদ	মোকাররম চৌধুরী খোদা বখশ	ঐ
৩০.	মোকাররম সাঈঁ আব্দুর রহমান	মোকাররম মিস্ত্রী ফজল দ্বীন	ঐ
৩১.	মোকাররম ফজলুদ্দীন মাশ্‌কী	মোকাররম নূর মোহাম্মদ	ঐ
৩২.	মোকাররম লাল দ্বীন	মোকাররম ফকীর মোহাম্মদ	ঐ
৩৩.	মোকাররম মোহাম্মদ আহমদ খান	মোকাররম মুনশী নূর মোহাম্মদ খান	ঐ
৩৪.	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	মোকাররম নূর মোহাম্মদ	কাদিয়ান
৩৫.	মোকাররম বশীর আহমদ (ঠিকাদার ভট্টা)	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	ঐ
৩৬.	মোকাররম চৌধুরী আব্দুল গফুর	মোকাররম চৌধুরী আল্লাহ্‌ দাত্তা	ঐ
৩৭.	মোকাররম মিস্ত্রী মোহাম্মদ হুসাইন	মোকাররম মোহাম্মদ কাসেম রাজপুত	ঐ
৩৮.	মোকাররম মোহাম্মদ হুসাইন খোর্দ	মোকাররম নূর মোহাম্মদ	ঐ
৩৯.	মোকাররম কুরাইশী ফজল হক	মোকাররম মিঁয়া কামাল উদ্দীন	ঐ
৪০.	মোকাররম বশীর আহমদ	মোকাররম ইলম দ্বীন	ঐ
৪১.	মোকাররম তৈয়ব আলী বাঙালি	মোকাররম আব্দুল বারী	বাংলাদেশ
৪২.	মোকাররম রফিক আহমদ ইউনুস	মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল সারসাভী	কাদিয়ান
৪৩.	মোকাররম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া	মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল সারসাভী	ঐ
৪৪.	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	মোকাররম সদরুদ্দীন	ঐ
৪৫.	মোকাররম আতায়ে ইলাহী	মোকাররম ইমামুদ্দীন	ঐ
৪৬.	মোকাররম নাসের আহমদ	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	ঐ
৪৭.	মোকাররম খাজা মজিদ আহমদ	মোকাররম খাজা মোহাম্মদ শরীফ	ঐ
৪৮.	মোকাররম খলিফা মুনিরুদ্দীন	হযরত খলিফা রশিদুদ্দীন (রা.)	ঐ
৪৯.	মোকাররম মাষ্টার আব্দুল গনি	মোকাররম ফজলদ্দীন	ঐ
৫০.	মোকাররম মির্যা মোহাম্মদ ইকবাল	মোকাররম মির্যা আজম বেগ	ঐ
৫১.	মোকাররম জালাল উদ্দীন	মোকাররম রহিম বখশ	ঐ
৫২.	মোকাররম মোহাম্মদ ইসহাক	মোকাররম আব্দুল করীম	ঐ
৫৩.	মোকাররম মোহাম্মদ সিদ্দীক	মোকাররম আজীজুদ্দীন	ঐ
৫৪.	মোকাররম আব্দুল গনি	মোকাররম মোহাম্মদ বখশ	ঐ
৫৫.	মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল	মোকাররম ফকীর মোহাম্মদ	ঐ
৫৬.	মোকাররম আব্দুর রহমান	মোকাররম রহমতুল্লাহ্‌	ঐ
৫৭.	মোকাররম দ্বীন মোহাম্মদ	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	ঐ
৫৮.	মোকাররম নজির আহমদ	মোকাররম ইলাহী বখশ	ঐ
৫৯.	মোকাররম মোহাম্মদ সাদেক	মোকাররম ওয়ার ইয়াম দীন	ঐ
৬০.	মোকাররম মোহাম্মদ শরীফ	মোকাররম মেহের দ্বীন	ঐ
৬১.	মোকাররম আলী মোহাম্মদ	মোকাররম দীন মোহাম্মদ	ঐ
৬২.	মোকাররম মাহমুদ আহমদ	মোকাররম শায়খুল্লাহ বখশ পেশোয়ারী	ঐ
৬৩.	মোকাররম আমীরুদ্দীন	মোকাররম ফজল উদ্দীন	ঐ
৬৪.	মোকাররম গোলাম হোসেন	মোকাররম নিজাম উদ্দীন	ঐ
৬৫.	মোকাররম মোহাম্মদ ইসমাঈল	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌	ঐ
৬৬.	মোকাররম মোহাম্মদ শফী	মোকাররম মওলা বখশ	ঐ
৬৭.	মোকাররম জালাল উদ্দিন	মোকাররম সদর দ্বীন	কাদিয়ান
৬৮.	মোকাররম দীন মোহাম্মদ	মোকাররম আব্দুল সাত্তার	ঐ
৬৯.	মোকাররম আব্দুল গফুর	মোকাররম আহমদ দীন	গুজরানওয়ালা
৭০.	মোকাররম কমর উদ্দীন	মোকাররম ইব্রাহীম	কাদিয়ান
৭১.	মোকাররম মোহাম্মদ সুলাইমান	মোকাররম রসূল বখশ	ঐ
৭২.	মোকাররম ফজলুর রহমান	মোকাররম রওশন উদ্দীন	ঐ
৭৩.	হযরত মোহাম্মদ আহমদ (রা.)	মোকাররম গোলাম হোসেন	ঐ
৭৪.	মোকাররম মমতাজ আহমদ হাশেমী	মোকাররম কুরাইশী শাহ দ্বীন	ঐ
৭৫.	মোকাররম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ	মোকাররম সৈয়দ হোসেন আলী ধরমকোটি	ঐ
৭৬.	মোকাররম চৌধুরী গফুর আহমদ	মোকররম চৌধুরী নূর মোহাম্মদ	ঐ
৭৭.	মোকাররম উমর দ্বীন	মোকাররম মোহাম্মদ খাঁন	ঐ
৭৮.	মোকাররম মোহাম্মদ সুলতান (লেখক)	মোকাররম মিঞা জুমআ খাঁন	ঐ
৭৯.	মোকাররম মিস্ত্রী হেদায়াত উল্লাহ্‌	মোকাররম মিঞা মেহের দ্বীন	ঐ

৮০.	মোকাররম মিঞা আব্দুল আজীম (বাঁধাইকারী)	মোকাররম মিঞা রহমত উল্লাহ্	ঐ
৮১.	মোকাররম মোহাম্মদ শাফী (পেইন্টার)	মোকাররম লাল দ্বীন যারগার	ঐ
৮২.	মোকাররম মিস্ত্রী গোলাম কাদের	মোকাররম মোহাম্মদ দ্বীন	ঐ
৮৩.	মোকাররম মাহমুদ আহমদ সারগোদী	মোকাররম শেখ মাওলা বখশ	ঐ
৮৪.	মোকাররম শের মোহাম্মদ পুস্থী	মোকাররম ফজল উদ্দীন	ঐ
৮৫.	মোকাররম আব্দুর রশীদ আনওয়ার বাদদেহলী	মোকাররম মৌলবি আব্দুল হক	ঐ
৮৬.	মোকাররম গোলাম আহমদ	মোকাররম মোহাম্মদ দ্বীন জালালপুরী	ঐ
৮৭.	মোকাররম মৌলবি গোলাম মোস্তফা	মোকাররম মৌলবি আব্দুল হক	ঐ
৮৮.	মোকাররম নাজীর আহমদ (টেইলার)	মোকাররম নূর আহমদ	ঐ
৮৯.	মোকাররম কুরাইশী আব্দুল কাদের আওয়ান	হযরত হাফেজ মোহাম্মদ আমিন আওয়ান (রা.)	ঐ
৯০.	মোকাররম মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব	মোকাররম গোলাম নবী	ঐ
৯১.	মোকাররম আব্দুল মোতালিব বাঙালি	মোকাররম মুন্সী দায়েমুল্লাহ্	বাংলাদেশ
৯২.	মোকাররম মির্যা আব্দুল লতিফ	হযরত মির্যা মাহতাব বেগ (রা.)	কাদিয়ান
৯৩.	মোকাররম সৈয়দ মোহাম্মদ আজমল	মোকাররম সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল	ঐ
৯৪.	মোকাররম খাঁজা আব্দুস সাত্তার	মোকাররম খাঁজা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	ঐ
৯৫.	মোকাররম মীর গোলাম রসূল হাজারী	মোকাররম মীর ওয়ালী খাঁন হাজারী	ঐ
৯৬.	মোকাররম মৌলবি গোলাম আহমদ এরশাদ	মোকাররম মৌলবি নূর মোহাম্মদ	ঐ
৯৭.	হযরত খাঁজা মোহাম্মদ ইসমাঈল (রা.)	মোকাররম খাঁজা গোলাম রসূল	ঐ
৯৮.	হযরত হাফেজ আব্দুর রহমান পেশাওয়ারী (রা.)	মোকাররম মিঞা আহমদ জান	ঐ
৯৯.	মোকাররম হাকীম নেয়ামত উল্লাহ্	মোকাররম হাকীমুল্লাহ দাত্তা কালইসাম	ঐ
১০০.	মোকাররম কাজী আব্দুল হামিদ	মোকাররম কাজী আব্দুল আজিজ	ঐ
১০১.	মোকাররম মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ্	মোকাররম আব্দুল হামীদ	ঐ
১০২.	মোকাররম আমীর আহমদ (সাবেক মুয়াজ্জিনমসজিদ মোবারক)	মোকাররম মেহের দ্বীন	ঐ
১০৩.	মোকাররম চৌধুরী বদরুদ্দীন আমেল	মোকাররম চৌধুরী আব্দুল গনি	ঐ
১০৪.	মোকাররম আব্দুর রশীদ নিয়াজ	মোকাররম চৌধুরী আব্দুল হাকীম	কাদিয়ান
১০৫.	হযরত ফখরুদ্দীন মালাবারী (রা.)	মোকাররম মাহেন কুটি	ঐ
১০৬.	মোকাররম সাঈদ আহমদ	মোকাররম আব্দুল করীম	ঐ
১০৭.	মোকাররম শেখ আব্দুল কাদের	মোকাররম আব্দুল করীম (নও মুসলিম)	ঐ
১০৮.	মোকাররম আহমদ হুসাইন	মোকাররম মোহাম্মদ হুসাইন	ঐ
১০৯.	মোকাররম ইউসুফ যেরভী	মোকাররম নিজাম উদ্দীন	ঐ
১১০.	মোকাররম সিরাজউদ্দীন সালেস	মোকাররম চেরাগ দ্বীন	ঐ
১১১.	মোকাররম মোহাম্মদ তোফায়েল (সাবেক পাটওয়ারী)	মোকাররম চৌধুরী ফয়েজ মোহাম্মদ	গুরুদাসপুর
১১২.	মোকাররম মোহাম্মদ দ্বীন	মোকাররম উমর দ্বীন	কাদিয়ান
১১৩.	মোকাররম শের আহমদ খাঁন	মোকাররম খাঁন মীর কাবুলী	ঐ
১১৪.	হযরত বাবা আল্লাহ্ বখশ (রা.)	মোকাররম মুহকেম দ্বীন হারচাওয়াল	ঐ
১১৫.	হযরত ভাই শের মোহাম্মদ (রা.)	মোকাররম লিরা বখশ	ঐ
১১৬.	মোকাররম হেকীম আব্দুর রহীম	মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ জাফর	ঐ
১১৭.	হযরত সদর উদ্দিন (রা.)	মোকাররম রহিম বখশ	ঐ
১১৮.	হযরত ভাগদ্বীন সাহেব (রা.)	মোকাররম মোহাম্মদ বখশ	ঐ
১১৯.	হযরত বাবা ভাগ অমৃতসরী সাহাবী (রা.)	মোকাররম মিঞা জিওয়া	ঐ
১২০.	মোকাররম খোদা বখশ	মোকাররম গাগো	ঐ
১২১.	মোকাররম আলী মোহাম্মদ	মোকাররম জামাল উদ্দীন	ঐ
১২২.	হযরত শেখ আহমদ (রা.)	মোকাররম গোলাম হামীম	ঐ
১২৩.	মোকাররম সৈয়দ আব্দুর রহিম আফগান	মোকাররম সৈয়দ আমীর পাঠান	ঐ
১২৪.	মোকাররম সূফী আলী মোহাম্মদ	মোকাররম মওলা বখশ	ঐ
১২৫.	মোকাররম শামসুদ্দীন মাযুর	মোকাররম শিরিন খাঁন	ঐ
১২৬.	হযরত মীর আব্দুস সোবহান (রা.)	মোকাররম রহমান মীর	ঐ
১২৭.	মোকাররম মুন্সী মোহাম্মদ সাদেক	মোকাররম মোহাম্মদ তোফায়েল	ঐ
১২৮.	মোকাররম আব্দুল আজিজ গোংগা	মোকাররম শামসু উদ্দীন	ঐ
১২৯.	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	হযরত খাঁ জুলফিকার আলী খান	ঐ

(চলবে)

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা

খন্দকার আজমল হক

(৩য় কিস্তি)

এরপর আমি ভাগ্যকূল হাই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেই। এই চাকুরীকালে আমি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হই এবং নারায়ণগঞ্জে আমার ভাইয়ের বাসায় চিকিৎসাধীন থাকি। সুস্থ হলে আমি কুমারখালি হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রূপে যোগ দেই। এখানে পূর্ব বর্ণিত কলেজ ও বি.এডের সহপাঠী শাহাদত হোসেন সাহেবকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পাই।

এই চাকুরিকালে ১৯৫৮ সালের ২৭ শে আক্টোবর আমার বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয় এবং যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিবাহ অনেক বরকতপূর্ণ হয়েছিল। বিবাহের কিছুদিন পর আমি সরকারি চাকুরী পাই এবং শিক্ষা বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস পদে খুলনা জেলার (বর্তমান বাগেরহাটের) মোল্লাহাট থানা (বর্তমান উপজেলা) ছিল আমার প্রথম চাকুরিস্থল।

আমার বদলির চাকুরি ছিল বিধায় আমাকে বিভিন্ন থানায় ঘুরতে হত। এই চাকুরি জীবন ছিল ঘটনা বহুল। অন্যদের মত সাদামাটা ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় কীভাবে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ হয়েছিল তারই বিবরণ এসব ঘটনা থেকে জানা যাবে। আমি যেখানেই যেতাম প্রথমে নিজেকে আহমদী হিসেবে পরিচয় দিতাম। কথায় বলে, বিড়াল মারতে হলে আগ রাতেই মারতে হয়। প্রথমেই নিজের পরিচয় না দিলে পরে জড়তা আসে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলতেন "প্রত্যেক আহমদীকে মোবাল্লেগ হতে হবে"। এটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। যেখানেই যেতাম আমার সহকর্মীদের তবলীগ করতাম। এমনকি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও ছাড়তাম না। এতে কখনও আমাকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি। নিজেকে আহমদী হিসেবে প্রচার করার জন্য আমার বাসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও খলিফা সাহেবদের ফটো বৈঠক খানার দেয়ালে এবং জামা'তের পুস্তকাদি র‍্যাকে সাজিয়ে রাখতাম। পরবর্তীকালে মহকুমা শিক্ষা অফিসার থাকাকালে মাদ্রাসা পরিদর্শন ও রিকগনিশন দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। সে সময় মাদ্রাসার মৌলভীদের সাথেও তর্ক বির্তক হত। আমি কখনও জামা'তের কথা বলতে ভয় পাই নি।

চাকুরির প্রথম বছর ব্যতীত আমি জামা'ত ছাড়া থাকি নি। যেখানে জামা'ত ছিল না খোদার ফজলে জামা'ত তৈরি হয়ে আল্লাহ্ আমাকে জামা'তে থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। বয়আত নেবার পর আল্লাহ কীভাবে আমাকে জামা'তভুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

চাকুরির প্রথম বর্ষে আমি যে থানায় কাজ করি সেখানে না ছিল কোন আহমদী, না ছিল আশেপাশে কোন জামা'ত। ঐ থানায় চাকুরিও ছিল স্বল্পস্থায়ী, যার জন্য কোন জামা'ত করারও সুযোগ হয় নি। ওখানে এক বছর চাকুরি করার পর আমি চুয়াডাঙ্গায় বদলি হই। এখানে প্রথম দিকে কোন আহমদীর সন্ধান না পাওয়ায় আমাকে জামা'ত ছাড়া থাকতে হয়। পরে হঠাৎ করে এক আহমদীর দেখা পাই। তার নাম ছিল মোসলেম বারি সাহেব। তিনি ছিলেন এক লন্ড্রি ব্যবসায়ী। তার বড় ছেলে রবি তখন ছোট। বর্তমানে ৪ নং বকশী বাজারে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে জামা'তের খেদমত করছেন। আমি জানতাম না যে বারি সাহেবের বাসা আমার বাসার সামনেই। রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি দু'জনের বাসা। কেউ কাউকে চিনতাম না। একদিন আমার গেটের দরজা খোলাকালে সামনের বাসার বাইরের ঘরের ভিতর মেঝেতে ফরাশ পেতে খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবকে বসা দেখলাম। ইনার তবলীগেই এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবি ও যুক্তরাষ্ট্রের মিশনারি মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের (রা.) বক্তৃতায় বিমোহিত হয়ে আমার শ্বশুর বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বয়আত গ্রহণ করেন। খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব তখন রংপুরের সরকারি চাকুরি করতেন এবং জনাব মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব রংপুরে সফরে যান এবং তার জন্য রংপুর সার্কিট হাউজে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। জনাব খাদেম সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে বারি সাহেব এলেন। এভাবেই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। খোদার ফজলে পরে জার্জিস সাহেব নামে এক ভদ্রলোক বয়আত নেন এবং জামা'ত সৃষ্টি হয় এবং বারি সাহেবের বাসাতেই নামাযের ব্যবস্থা হয়।

চুয়াডাঙ্গা থাকাকালে আব্দুর রহমান ব্যানার্জি নামে এক ব্যক্তির সাথে আমার হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি হিন্দু থেকে মুসলমান হন এবং আমাদের জামা'তের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। একদিন স্থানীয় পোস্ট অফিসে আমাকে আহমদী পত্রিকা নিতে দেখে যেচে আমার সাথে আলাপ করতে শুরু করেন। আমি আহমদী শুনে বিরূপ ভাব প্রকাশ করেন। পরে আমার অফিস পর্যন্ত আসেন এবং আমাকে আহমদীয়াত সত্য নয় বলে বোঝাতে থাকেন। আমিও তাকে তবলীগ করতে থাকি। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে তার বাসায় যেতে বলেন।

আমার অফিস ছিল মহকুমা শিক্ষা অফিসারের অফিসে। একদিন মহকুমা শিক্ষা অফিসারের কেরানীর সাথে ব্যানার্জি সাহেবের বাসায় যাই। আলাপ আলোচনা কালে তিনি বললেন "ইমাম মাহদী যে আসবেন, তা কুরআন শরীফের কোথায় লেখা আছে" তখন আমি সূরা জুমার আয়াত দেখালাম ও এ সংক্রান্ত হাদীসের উল্লেখ করলাম। তিনি হাদীস দেখবেন বলে জানালেন। এরপর তিনি আমার সাথে আর দেখা করেন নি। হঠাৎ একদিন রাস্তায় তার সাথে আমার দেখা। তিনি রিক্সা থেকে সালাম দিলেন ও হাদীস দেখেছেন বলে জানান।

এরপর আমি কুমারখালী বদলী হই। পূর্বে এখানেই শিক্ষকতার কাজ করতাম। তখন কুষ্টিয়া শহরে ইয়াকুব সাহেব নামে এক আহমদী ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। এসময় খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবের এক জামাতা আজিজ

আহমদ সাহেব কুষ্টিয়ার তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংকে (বর্তমান সোনালী ব্যাংক) চাকুরি করতেন। আমি ইয়াকুব সাহেব ও আজিজ আহমদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি এবং আজিজ আহমদ সাহেবের বাসায় জুমুআ নামাযের ব্যবস্থা হয়। আমি কুমারখালি থেকে নিয়মিত ট্রেনে কুষ্টিয়ায় জুমুআর নামাযে যেতাম। এ সময় ইউসুফ সাহেব নামে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী এক আহমদী ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার হিসেবে কুষ্টিয়ায় আসেন। তখন তাকে নিয়ে জামা'ত গঠিত হয়। ডা: ইয়াকুব সাহেব জামা'তের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আজিজ সাহেব বদলি হবার পর ইয়াকুব সাহেবের বাসাতেই জুমুআর নামায পড়া হত।

এরমধ্যে সোহেল আহমদ নামে এক আহমদী কুষ্টিয়ায় জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি আসার পর তার বাসাতেই জুমুআর নামায আদায় করা হত। তিনি একজন মোখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি প্রতি মাসের প্রথমেই ইয়াকুব সাহেবের বাসায় এসে চাঁদা দিয়ে যেতেন। এমনকি তার সরকারি বাসার ফলফলাদি বিক্রয় হলেও তার চাঁদার অংশ দিয়ে যেতেন। তার প্রচষ্টাতেই ইয়াকুব সাহেবের বাসার একটি অংশে মসজিদ তৈরি হয়। তখন মহিউদ্দিন সাহেব নামে এক ভদ্রলোক আহমদী হন। এর বেশ কিছুদিন পর এক মোক্তার সাহেবও বয়আত নেন। তারা তাদের ছেলেদের নিয়ে মসজিদে নামাযে আসতেন। ইতোমধ্যে আমি কুমারখালি থেকে কুষ্টিয়ায় বদলি হয়ে এসেছিলাম। পরে ইয়াকুব সাহেব মসজিদের জায়গাটি রেজিস্ট্রি করে দেন। পরে অবশ্য ইয়াকুব সাহেব পাবনায় তার শ্যালকদের কাছে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সে অনেক পরের কথা।

বদলি জনিত কারণে আমাকে ভেড়ামারা যেতে হয়। এখানেও প্রথমে কোন আহমদীর দেখা পাই নি। হঠাৎই এক আহমদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। চুয়াডাঙ্গার মত প্রায় একইভাবে এই ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার নাম ছিল ইউনুস আলী। আমার বাসার ঠিক পিছনেই রাস্তার উল্টো পাশে তার বাসা ছিল। প্রতিবেশী হিসেবে তার সাথে পরিচয়। একদিন তিনি তার ছেলে কোলে নিয়ে আমার বাসায় বেড়াতে আসেন। আমার বড় ছেলে মাহমুদুল হাসান ছোটবেলা থেকেই জামা'তের ভক্ত ছিল। শৈশবেই তার দাদাকে তবলীগ করত। বাসার বৈঠকখানাতেই জামা'তের পুস্তকাদি থাকত। এই ছেলে নিজেই "মাহদীর ডাক পুস্তিকা" নামে এক সিল তৈরি করে জামা'তের এ সব বইতে সিল দিয়ে রাখত। এই বইয়ের ভেতর আহমদী পত্রিকাও ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখত। ইউনুস সাহেব সেদিন বাসায় এসে জামা'তের বই পুস্তক ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর ফটো দেখে বলেন "আপনি কী আহমদী"? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে তিনিও নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দেন। তখন থেকেই তার সাথে আমার জামা'তি ভাই হিসেবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আহমদী হলেও আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এ সম্পর্কে কারও সাথে তেমন কোন আলাপ করতেন না। তিনি নিজেই বলতেন "আমি মুর্দা ছিলাম, আপনাকে দেখে জীবন পেলাম"। তিনি এখন রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় তাহেরাবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করছেন।

তার শ্বশুরবাড়ি ছিল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার কোলদিয়াড় গ্রামে। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন। আমার সাথে পরিচয় হবার পর তিনি কোলদিয়াড় গিয়ে তবলীগ করতে থাকেন। তার তবলীগে ওখানে কিছু লোক অনুপ্রাণিত হয়। একদিন তিনি কোলদিয়াড় থেকে ৯/১০ জন যুবকসহ আমার বাসায় এসে হাজির হন। তারা আমার নিকট আহমদীয়াত সম্পর্কে জানবার আগ্রহ দেখায়। আমি খুশি মনে তাদের নিয়ে বসলাম। আমার বৈঠকখানাতেই আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা হল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তারা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আল্লাহ্ যেন আমার জ্ঞানের দরজা খুলে দিলেন। তাদের প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দিতে থাকলাম। শুধু নবুওয়ত বা ওফাতে ঈসা (আ.) নয়, এর বাইরেও তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের ওপরও প্রশ্ন করে গেল, আমিও উত্তর প্রদান করলাম। দজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, জ্বিন, ইবলিশ-শয়তান, মোনাফেক ইত্যাদি বিষয় নিয়েও প্রশ্নোত্তর চলে। আমার উত্তর পেয়ে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

দুপুরে গরিবানা হালে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। আপ্যায়নের ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ্য করার মত। বাসায় কোন কাজের মানুষ ছিল না। আমার মেয়েরাও তখন ছোট। আমি বাইরে মেহমানদের নিয়ে ব্যস্ত। তিনি একাই হাসি মুখে সব ব্যবস্থা করেন। এতগুলো লোকের খাবার, কিন্তু তার ভেতর কোন প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় নি। খাবার পরও বিকাল পর্যন্ত আলোচনা চলে। তারা খুশি মনে আবার আসব বলে সেদিনের মত বিদায় নেন।

আর একদিন ইউনুস সাহেব পুনরায় ১২/১৩ জন লোক নিয়ে আমার বাসায় আসেন। ঐ দিনও প্রশ্নোত্তরের আসর বসে। আল্লাহ্ তা'লা এদিনও আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে দেন। তারা এদিনও নানা ধরণের প্রশ্ন করতে থাকেন। আমিও তার যথাযথ উত্তর দিতে থাকি। এদিনও আমার স্ত্রী একাই আপ্যায়নের সব ব্যবস্থা করেন।

আমার উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই বয়আত নেয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এটা সম্ভবত ১৯৭২ সালের ঘটনা। ইউনুস সাহেব ছাড়াও মেহমানদের ভেতর ছিলেন আবুল হোসেন, মজিবর রহমান, জহির, আতাউর প্রমূখ। আবুল হোসন পরে রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হন। আতাউর রহমানও রাজশাহী জামা'তের আনসারুল্লাহর জয়ীমের দায়িত্ব পালন করেন। তাদের বয়আতের ইচ্ছা প্রকাশ করার কথা আমি তৎকালীন বাংলাদেশ জামা'তের আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে জানাই। তিনি দয়া পরবশ হয়ে বয়আত পরিচালনার জন্য আমার শ্বশুর মৌলভী বদরউদ্দিন আহমদ সাহেবকে পাঠান। ইউনুস সাহেবের মাধ্যমে কোলদিয়াড়ে খবর গেলে পূর্ব বর্ণিত প্রায় ১২ জন আমার বাসায় শ্বশুর সাহেবের নিকট বয়আত নেন। বয়আত নিবার পর তারা আমাকে ও আমার শ্বশুরকে কোলদিয়াড়ে যাবার আমন্ত্রণ জানান। আমরা গেলে আরও লোক বয়আত নিতে পারে বলে তারা মত প্রকাশ করে। এরপর এক শুক্রবারে আমার শ্বশুর সাহেবকে নিয়ে আমি কোলাদিয়াড়ে যাই। কোলদিয়াড়ে স্থানীয় মসজিদে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়। নামাযের ইমামতি আমার শ্বশুর সাহেব করেন। নামাযের পর আমি এক তবলীগী বক্তৃতা দিই। এরপর ঐ দিনই বেশ কিছু লোক বয়আত নেন। এদের ভেতর বর্তমান প্রেসিডেন্ট শওকত সাহেব, হারেস সাহেব ও তৎকালীন স্থানীয় মসজিদের ইমাম আব্দুল জব্বার সাহেবও ছিলেন। এলাকায় ইমাম সাহেবের অনেক প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইমামতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তুচ্ছ করে আহমদী হন। পরে তাকে স্থানীয় মোয়াল্লেম নিযুক্ত করা হয়। আমার শ্বশুর সাহেবকে কোলদিয়াড়ে থাকার আমন্ত্রণ জানালে তিনি এই ইমাম সাহেবের বাড়িতেই অবস্থান করেন। তার স্ত্রী তাকে পিতা বলে মনে করতেন। যতদিন মসজিদ নির্মিত হয় নি এই ইমাম সাহেবের বাড়িতেই জুমুআর

নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। আমি সেখানে অনেক দিন ভেড়ামারা থেকে আমার বড় ছেলেকে নিয়ে মোটর সাইকেলে জুমুআর নামায পড়তে যেতাম। পরে জামা'তের নিজস্ব মসজিদ জনাব আব্দুস সাদেক সাহেবের ওয়াকফকৃত স্থানে বানানো হয়। আমার শ্বশুর সাহেব দীর্ঘদিন কোলদিয়াড়ে অবস্থান করেন। তার সময়েই মসজিদ নির্মাণ হয় এবং তার প্রচেষ্টায় প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মসজিদ হবার পর তিনি ওখান থেকে চলে আসেন।

এতলোক আহমদী হবার কারণে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী লোক ক্ষুব্ধ হয়। তার ভেতর স্থানীয় চেয়ারম্যানও ছিলেন। এই চেয়ারম্যান সাহেবের নেতৃত্বে মোখালেফাত শুরু হয়। বিভিন্নভাবে আহমদীদের কষ্ট দেয়া হত। তাদের একঘরে করা হয়, এমনকি মারধরও করা হত। তাদের কাছে জিনিসপত্র বেচাকেনা ও চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তাদের গ্রামে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাদের সহযোগিতার জন্য জামা'ত থেকে ব্যরিস্টার শামসুর রহমান ও অবসর প্রাপ্ত ডি.এস.পি আব্দুস সালাম সাহেবকে পাঠানো হয়।

এসময় আমি কুষ্টিয়ায় বদলি হই। বদলি হলেও কোলদিয়াড়ের জামা'তের সদস্যগণ আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এক সময় বিরূদ্ধবাদীগণ জামা'তের নবনির্মিত মসজিদটি পুড়িয়ে দেয়। তখনকার জাতীয় পত্রিকাসমূহেও এ খবর প্রকাশিত হয়। সেখানে মোখালেফাতের কারণে নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য কিছু আহমদী কুষ্টিয়ায় আমার বাসায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অসহনীয় কষ্ট সহ্য করতে অপরাগ হওয়ায় কিছু সদস্যর ঈমান ঠিক থাকলেও জামা'ত ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত সাহেবকেও দীর্ঘদিন বাইরে কাটাতে হয়। বিষয়টি আমীর সাহেবকে বিস্তারিত জানাই এবং সর্বদা তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। আমীর সাহেব ডা: আব্দুস সামাদ সাহেবের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে দিয়ে ডিসি, এসপি ও এস.ডি.ও সাহেবদের আহমদীদের ওপর এই অত্যাচার বন্ধের নির্দেশ দেন। কিছুদিন এই মোখালেফাত চলতে থাকে। পরে অবস্থা এত গুরুতর হয় যে সমস্যা সমাধান কঠিন হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু হস্তক্ষেপ করায় ডি.সি, এস.ডি.ও বিরক্ত হন। তারা জানতে পারেন যে আমি ও ইউনুস সাহেব এর সাথে জড়িত। তারা আমাদের ওপরেও ক্রোধান্বিত হন। ডি.সি সাহেব আমার বস্ জেলা শিক্ষা অফিসারকে আমাকে জেলার বাইরে বদলি করার জন্য বলেন। জেলা শিক্ষা অফিসার (ডি.ই.ও) মাহবুব আলম সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা এক সাথে সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস হিসেবে খুলনায় কাজ করেছি। তাছাড়া তিনি আমাকে ভাল অফিসার হিসেবে জানতেন। তাই আমাকে ছাড়তে চান নি। তিনি আমাকে ডেকে জানতে চান যে, ডি.সি সাহেব আমার ওপর ক্ষেপা কেন? তিনি আমাকে ডি.সি সাহেবের নিকট মাফ চাইবার জন্য বলেন। আমি তাকে বলেছিলাম "আমি তার নিকট মাফ চাইব কেন? আমিতো কোন অন্যায় করি নি"। ডি.ই.ও সাহেব আর কিছু বলেন নি। আমার বদলিরও কোন উদ্যোগ নেন নি। আল্লাহ্‌র কী ইচ্ছে! ডি.সি সাহেবকেই বদলি হয়ে সেক্রেটারিয়েটে চলে যেতে হয়। যেখানে তার ডি.সির মত কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না।

ইউনুস সাহেব স্বাস্থ্য বিভাগে কার্মরত ছিলেন। ডি.সি, এস.ডি.ও সাহেবরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতেন। ইউনুস সাহেবের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তারা তাকে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমান জেলা) নাগেশ্বরী থানায় (বর্তমান উপজেলা) বদলির ব্যবস্থা করেন। তৎকালে নাগেশ্বরী থানা একটি দুর্গম এলাকা ছিল। সেখানে তাকে খুব কষ্ট করতে হয়। অবশ্য পরে তিনি রাজশাহী বদলি হয়ে আসেন। তার প্রচেষ্টাতে রাজশাহীর বাঘা থানায় খায়েরপুর নামক গ্রামে তাহেরাবাদ জামা'তের সৃষ্টি হয়। তিনি ঐ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হন।

পরবর্তীতে কোলদিয়াড়ে মোখালেফাতের অবসান হয়। ছনের চালা দেয়া মসজিদের পরিবর্তে সেমি পাকা মসজিদ তৈরি করা হয়। মোখালেফাতের সময় যারা জামা'ত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদের অনেকেই ফিরে এসেছিল। প্রেসিডেন্ট জনাব শওকত আলী সাহেবও এখন নিজ বাড়িতে সসম্মানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রা.)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত এই জামা'ত এখন নাসেরাবাদ জামা'ত নামে পরিচিত। বর্তমানে জামা'ত আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাদের মাধ্যমে ভবানীপুর নামে এক নতুন জামা'ত গঠিত হয়েছে।

(চলবে)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

" বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় একক নেতৃত্বের গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২৫ এপ্রিল, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল ঃ চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী ও নায়েবে আমীর সৈয়দ মমতাজ আহমদ স্মরণে–কিছু কথা

ইসলামে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন–"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের গুণের কথা ভালো কথা বল।" ভালো কাজের প্রচার করা উচিত। যাতে করে আমাদের নব প্রজন্ম উৎসাহিত হয়।

মানুষের জীবনে নিজের অনুভূতির সবটাই এক সময়ে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এক্ষণে এই মুহূর্তে আমার নিজের অনুভূতি এই যে, সৈয়দ মমতাজ আহমদ চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক নায়েব আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী গত ২১-১০-২০১৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বেলা ৩-১০ মিনিটে চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মরহুম জনাব মমতাজ আহমদ সাহেব মরহুম মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বড় সন্তান ছিলেন এবং মরহুম সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.)-এর নাতী।

মরহুম সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ১৯৪৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী কাদিয়ানে মরহুম মুগনী সাহেবের বাসায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় তার পিতা মরহুম সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মুগনী সাহেবের বাসায় ভাড়া থাকতেন এবং সদ্য জামা'তের মুরব্বী সিলসিলা হিসাবে কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন।

উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যখন পাকিস্তান হয় তখন সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মোবাল্লেগ হিসাবে বগুড়াতে Posted. তখন মরহুম মৌলানা এজাজ আহমদ সাহেব বগুড়াতে খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের বাসার একাংশে থাকতেন। তখন জুমুআর নামাযও মোবারক মঞ্জিলে হত। তিনি দীর্ঘ ৭ বছর চট্টগ্রাম জামা'তের নায়েব আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম অত্যন্ত সৌখিন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল মানুষ ছিলেন। চট্টগ্রাম মসজিদ কমপ্লেক্সকে সৌন্দর্য মন্ডিত করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর সময়কালে তাঁর উদার চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম জামা'তের বর্তমান লঙ্গরখানা চালু হয়। মাহিল্যা জামা'তের উন্নতির জন্য তিনি এবং সাবেক আমীর সাহেব সর্বপ্রকার চেষ্টা করতেন এবং কিভাবে গরীব আহমদীদের আর্থিক উন্নতি করা যায় সেগুলি নিয়ে চিন্তা করতেন।

তিনি দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে জামা'তের সেবা করেন, বিশেষভাবে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি মসজিদ কমপ্লেক্স ও গেইটে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যা অনেক মেহমানের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে কাজ করে এবং তবলীগের জন্য একটি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে।

মরহুম Bangladesh Chemical Industries Corporation এ চাকুরীরত অফিসার ছিলেন। এই Corporation-এর আওতায় অনেক factory-তে তিনি ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার ও জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থাপনায় যখন যেখানে কাজ করেছেন সেখানে মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। শেষের দিকে তিনি কর্ণফুলী পেপার মিলে জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি Profile in Comitment জীবনের কম্পাস এবং কীর্তিমান পুরুষের জীবন কথা এ তিনটি পুস্তক সংকলন করেন। এছাড়াও সর্বদা জামা'তের বই-পুস্তক পাঠ করতেন এবং গবেষণা করে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। তিনি খুব সৎ জীবন যাপন করেছেন। তিনি একজন মুসী ছিলেন, তিনি সব সময় আমাদের বলতেন, 'সবাই মিলে মিশে থাকবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করবে। দোয়াতে রত থাকবে। দোয়া অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।" তিনি আরেকটি কথা বলতেন,

"দো দিন কা জিন্দেগী
চাহে হাসকে গুজার দো
চাহে রো কে গুজার দো।"

জন্ম মৃত্যু অমোঘ সত্য। মৃত্যুর পর পরই পৃথিবীর সকল হিসাব নিকাশের বাইরে চলে যায় মানুষ। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও রূহের মাগফিরাত কামনা করা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। যারা এ পৃথিবীতে আছে তাদের প্রত্যেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। একমাত্র তোমার মহাপ্রতাপশালী ও মহামান্বিত প্রভু প্রতিপালকই অবশিষ্ট থাকবেন।

যাই হোক পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি–'হে রাব্বুল আলামীন! সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেবকে বেহেশ্‌তের সুউচ্চ মোকাম দান করুন এবং তাঁর গুণাবলী তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও যেন সম্প্রসারিত হয়।

নিলুফার মমতাজ
(মরহুমের স্ত্রী)

দোয়ার আবেদন

আমার কনিষ্ঠ পুত্র **আহমদ তারেক নূর উদ্দিন** অগ্নাশয়ের প্রদাহজনিত রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

তার আশু রোগমুক্তি ও পূর্ণ আরোগ্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিশেষ দোয়ার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ দিনাজপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০২/২০১৫ তারিখ মজলিস আনসারুল্লাহ্ দিনাজপুর-এর উদ্যোগে ভাতগাঁও মজলিসের হালকা 'শিনওয়া বাজার' জনাব মোহাম্মদ আক্তার সাহেবের বাসায় বাদ যোহর এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগরের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ তাহের যুগল। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ ডা. তাহের আহমদ (বাচ্চু) ও নযম পাঠ করেন মাহমুদ আহমদ, জেলা নাযেম, আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর দিনাজপুর। প্রথমেই সম্মানিত স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মহোদয়কে স্বাগত ভাষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তিনি আমাদের প্রশংসাসহ সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্ব তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

তারপর বর্তমান যুগের অবস্থা এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ডা. রেজাউল করিম, এরপর ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল মতিন। মেহমানগণ ধৈর্যের সাথে সভায় উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং পুরুষ ও মহিলাসহ মোট ৫৬ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৭/০২/২০১৫ রোজ বুধবার বাদ আছর লাজনা ইমাইল্লাহ রামপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোসাঃ রীনা বেগম সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, আনোয়ারা বেগম, নযম পাঠ করেন রাফিকা বেগম। এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে রাফিকা বেগম, রীমা বেগম, আনোয়ারা বেগম এবং স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট।

সবশেষে স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নারীদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর উপদেশ বাণী এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে একজন বয়আত গ্রহণ করেন। এতে লাজনা ও নাসেরাতসহ ২৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

চান্দপুর চা বাগানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চান্দপুর চা বাগানের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদুল হাসান পাপন চৌধুরী। নযম পাঠ করেন ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং মাহমুদ আহমদ চৌধুরী। সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

নারায়ণগঞ্জে নাসেরাত দিবস পালিত

নরায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৭/০৩/২০১৫ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সফলতার সাথে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুল হাই। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। হাদীস ও অমৃতবাণী পাঠ করেন, তনিমা আহমদ। এতে 'মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য' এবং 'প্রতিদিন নামায ও কুরআন পাঠের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। পুরস্কার ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্ত হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

ক্রোড়ায় নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ১৯-০১-২০১৫ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার স্থানীয় মসজিদে নাসেরাত দিবস উদযাপন হয়। উক্ত দিবসের সভানেত্রী ছিলেন নার্গিস আক্তার, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ক্রোড়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাবিকুন নূর স্মরণীয়া। আহাদ পাঠ করেন নাসেরাত সেক্রেটারী। নযম পাঠ করেন তাস্‌কিয়া সুলতানা তানহা। উদ্বোধণী ভাষণ ও দোয়া করান গাজী মাজহারুল ইসলাম খোকন, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্রোড়া। এরপর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। সমাপিনী অধিবেশনে বক্তৃতা দেন নাজমা আহমদ। সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

নার্গিস আক্তার

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

মিরপুর

গত ২৭ মার্চ ২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উৎযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফিরোজ আলম, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)' বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন মওলানা নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। 'বয়আতের গুরুত্ব' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মুনাদিল শাফাত ও 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। অতপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। এতে প্রায় ৩০০ (তিন) শতজন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

বীরগঞ্জ

গত ২৭/০৩/২০১৫ ইং তারিখে বাদ জুমুআ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে বীরগঞ্জে ***মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস*** সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম (রকেট), প্রেসিডেন্ট, বীরগঞ্জ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন পাঠ করেন আবিদুর রহমান আকিব। উর্দু নযম পাঠ করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী।

বাংলা স্ব-রচিত নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমান, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন, বয়আতের দশ শর্ত, বিষয়ে যথাক্রমে আলোকপাত করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জিয়াউল আহমদ খোকন, বেলাল আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম এবং মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী।

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় প্রেসিডেন্ট "হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন" বিষয়ে আলোকপাত করেন। এতে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম

রাংটিয়া

গত ২৩ মার্চ সোমবার বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাংটিয়ায় স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন রুবেল আহমদ, নযম পরিবেশন করেন আব্দুর রহিম। অতঃপর মসীহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আব্দুল হাকীম, আবুল হাসেম, আব্দুর রহিম, মজুন মিয়া এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম।

স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

তেজগাঁও

গত ২৭ মার্চ ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলাম'-এ বাদ জুমুআ মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম। নযম পাঠ করেন জনাব শাহিন আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে: 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এম এ সামী। এরপর 'আহমদী হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। এরপর 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মোহাম্মদ কায়সার আলম।

সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে জামা'তের প্রায় ৪২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবদুস সালাম

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

নারায়ণগঞ্জ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর সাহেব। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তরিকুল ইসলাম।

নযম পাঠ করেন জনাব আদিল আহমদ খন্দকার। এতে 'মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব শামিম আহমদ। 'মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ফজল মাহমুদ। 'খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নসিহত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল্লাহ্ আল মাহমুদ। কবিতা পাঠ করেন জনাব জাফর আহমদ প্রধান। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সাইফুল আলম বিপুল। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন ও তার খেলাফতকাল' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব ডা: মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ১০৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নাজমুল আলম

জামালপুর হবিগঞ্জ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হবিগঞ্জের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব তৌসিক আহমদ চৌধুরী। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সফিক আহমদ চৌধুরী।

এরপর নযম পাঠ করেন জুমুআ আহমদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক ইসলাম প্রচারে তাঁর অসামান্য অবদান এবং কুরআনের প্রজ্ঞা লাভের ব্যাপারে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব সাব্বির আহমদ। সবশেষে সভাপতির দোয়া ও বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

তৌসিক আহমদ চৌধুরী

ফতুল্লা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ ফতুল্লা জামা'তের 'মসজিদ নূর'-এ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম বীর প্রতীক। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফরিদ আহমদ ও নযম পাঠ করেন নাহিদ আহমদ। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ডা: আবু নাসের। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কুরআনের সেবাসমূহ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব সামসুদ্দিন। এরপর মৌ. এনামুল হক রনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও কতিপয় তাহরিক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতি সকলের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। এতে ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে ৫ জন মেহমান ছিলেন এবং ১ জন বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

কাজী মোবাশ্বের আহমদ

ফাজিলপুর

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুর-এর উদ্যোগে গত ১৩/০৩/২০১৫ বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দিন মাহমুদ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জন্ম, বাল্যকাল ও কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামা'তের যয়ীম জনাব রেজোয়ানুল হক খাঁন।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

রেজোয়ানুল হক খাঁন

পটুয়াখালী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পটুয়াখালীর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব দেলওয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন জনাব হাসিবুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন জনাব কাইয়ুম আহমদ। 'হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী' পাঠ করেন ফারজানা তৌহিদ নিশাত। 'হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের কার্যবলী এবং ৫২ বৎর খেলাফতের কিছু ঘটনা' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আফতাব মাহমুদ বাবুল।

'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসটি আমরা কেন পালন করি এবং এই দিবসটির তাৎপর্য কি' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা নওশাদ আহমদ

বটিয়াপাড়া

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বটিয়াপাড়ায় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ হৃদয় আহমদ সরকার। মুসলেহ্ মাওউদ ঘোষিত তাহরীকে জাদীদের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান। এরপর মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের ওপর বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জামা'তের সদস্য জনাব মোহাম্মদ আশেকুর রহমান। সবশেষে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান

বলিয়ানপুর

গত ২০/০৩/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইমামুল ইসলাম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন' এ বিষয়গুলির ওপর বক্তৃতা রাখেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি এবং মৌ. এস.এম. মাহমুদুল হক। সবশেষে সভাপতির নসিহতমূলক ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। এতে ২৫ জন আহমদী এবং ১ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

এস.এম. মাহমুদুল হক

লাজনা ইমাইল্লাহ রংপুর

গত ২১/০২/২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নযম পাঠ করা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন দিলরুবা জামান, আনোয়ারা বেগম, আফরাফুন নেছা, নুরুন নাহার, মলি এবং নন্দিতা। কাসীদা পাঠ করেন সেলিনা আহমদ। সবশেষে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট রেজওয়ানা রশীদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন ।

দিলরুবা জামান

লাজনা ইমাইল্লাহ তেবাড়িয়া

গত ২০/০৩/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট লাকী আহমদ। উক্ত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রিজু পারভিন। এতে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের পটভূমি, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কর্মময় জীবনের দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন আনোয়ারা মহসিন, নাছরিন জোহরা ইতি, নিলুফা ইয়াছমিন এবং লাকী আহমদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন ।

লাকী আহমদ

কটিয়াদী

গত ২০/০২/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ বায়তুল আহাদ মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এম, এ, হান্নান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদী। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলভী এম, এ, মান্নান। বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন, মওলানা রাসেল সরকার। নযম পরিবেশ করেন এম, এ, মান্নান। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমীন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের জাতীয় কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ই মার্চ ২০১৫ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত কায়েদ সম্মেলন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। দিনব্যাপী এই আয়োজনে দু'টি অধিবেশনের মধ্যে মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সকাল ৯.০০ টায় উদ্বোধনী অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

এই প্রথমবার পৃথকভাবে আয়োজিত কায়েদ সম্মেলনে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০৭ টি স্থানীয় মজলিসের মধ্যে ৬৬ জন কায়েদ এবং ০৪ জন কায়েদের প্রতিনিধি সেইসাথে ১৫ জন জেলা কায়েদ এবং ০৩ জন রিজিওনাল কায়েদ এতে অংশগ্রহণ করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় আমেলার তত্ত্বাবধানে এই মহতী কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর বক্তব্যে সবাইকে স্মরণ করান, প্রত্যেক কায়েদ যদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদাভীতির মাধ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হন তবেই আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো।

প্রথম অধিবেশনে কয়েকজন কায়েদ বিগত ০৪ মাসের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কাজের রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে তারা তরবিয়তী কার্যক্রমসহ উল্লেখযোগ্য ওয়াকারে আমল এবং খেদমতে খালক এর রিপোর্ট প্রদান করেন। এসব বড় ধরনের ওয়াকারে আমল এবং খেদমতে খালক -এর কাজের অভিজ্ঞতা তারা সকলের সাথে ভাগাভাগি করেন এতে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কায়েদগণ বেশ অনুপ্রাণিত হন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে কায়েদগণ গত ০২ জানুয়ারীতে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশের উর্দু এবং বাংলা অনুবাদ শুনেন এবং পর্যালোচনা করেন।

সমাপনী ভাষণে মোহতরম সদর সাহেব উপস্থিত সকল কায়েদ সাহেবকে তাদের নিজ নিজ মজলিসের খাদেমদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেন এবং তাদের তরবীয়তের জন্য বিনা ব্যতিক্রমে সবাইকে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি শোনানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সেই সাথে তিনি খোদ্দামদের ওয়াকারে আমলের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন।

সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে বিকাল ৫.০০ টায় সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহেদ আলী

বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলের ১২তম ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৩ থেকে ১৭ জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত ১২তম ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খাকদানে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১৩ জানুয়ারী ন্যাশনাল ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব হালীম আহমদ হাজারি এবং সহযোগী জনাব মোবাশ্বের আহমদ-এর উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাশেদুল হাসান এবং নযম পাঠ করেন কেয়ামনি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৌ. আব্দুর রহমান। এতে পটুয়াখালী, কুকুয়া, কৃষ্ণনগর এবং খাকদান থেকে মোট ১৫ জন ওয়াকফে নও ছেলে মেয়ে ১০ জন পিতা এবং ১৩ জন মাতার পাশাপাশি মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাসে নামায অর্থসহ, সূরা, কেরাত, হাদীস, মাসলা মাসায়েল, দ্বীনি মালুমাত, নযম বাংলা-উর্দু, কাসিদা, উর্দু কায়েদা, উর্দুতে কথা বলাসহ প্রত্যেক দিন বাদ মাগরিব তরবিয়তী বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর সভা হয়। উক্ত ক্লাস পরিচালনা করেন যথাক্রমে মৌ. মাহমুদুল হাসান, মৌ. আল আমীন, মৌ. আব্দুর রহমান এবং মওলানা নওশাদ আহমদ।

১৭ জানুয়ারী বাদ যোহর সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন নওশাদ আহমদ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন জনাব মোতাহার মৃধা, সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ হালিম আহমদ হাজারি।

নওশাদ আহমদ

কৃতি ছাত্রী

খাকসারের ছেলের ঘরের নাতনী সানজিদা আক্তার নাফিসা এ বছর প্রাথমিক স্কুলের সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে। তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ভবিষ্যতে লেখা পড়ায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

কামাল উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট, বীরগাঁও জামা'ত

শোক সংবাদ

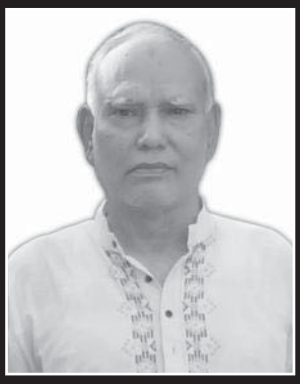

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোহাম্মদ মকসুদুল হক, পিতা মরহুম- মোহাম্মদ শাহেদুল হক, মাতা- মরহুমা মাহমুদা খাতুন, সবুজপাড়া, নিলফামারী নিবাসী গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ রোজ বুধবার রাত ৮-৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং ভাই-বোনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি তাঁর সাত ভাই ও দুই বোনের মধ্যে পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন।

মরহুম পুরনো ঐতিহ্যবাহী আহমদী পরিবারের সন্তান হওয়ায় এলাকায় তাঁর সুনাম ছিল। তিনি অতিথিপরায়ণ, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, পরপোকারী নেক সাদা মনের মানুষ ছিলেন। এছাড়া তিনি দিনাজপুরের বুযুর্গ আহমদী মরহুম হামিদ হাসান খান সাহেবের কনিষ্ঠ জামাতা। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য ধারণ করার শক্তি যেন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন সেজন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের স্ত্রী
মিসেস রাফিয়া বেগম
নীলফামারী

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় মেঝো ভাই জনাব আব্দুল লতিফ, পিতা মরহুম আমজাদ আলী প্রধান গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটে রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মরহুম নিয়মিত জামা'তের তাহরীক অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করতেন। তিনি শালশিড়ী মসজিদ সংলগ্ন সাড়ে ১৬ শতক জমি মসজিদের জন্য দান করে যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, সাত পুত্র, তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুম খুবই মেহমাননেওয়াজী ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য তিনি তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর নির্দেশে কটিয়াদির হালুয়াপাড়া থেকে ১৯৫৩ সালে হিজরত করে পঞ্চগড় জেলার শালশিড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি যুগ খলীফা ও নেযামের আনুগত্যকারী এক সেবক ছিলেন। মরহুম জামা'তের যে কোন নির্দেশের ওপর আমল করতেন এবং নিয়মিত চাঁদা দিতেন। শালশিড়ী জামা'তের নিজস্ব কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট আমাদের মেঝো ভাই-এর মাগফেরাতের জন্য ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে যেন সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
মরহুমের ছোট ভাই
সহিদ আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে স্মৃতিময় তথ্য প্রেরণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কর্মময় জীবনের অমূল্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য 'ফজলে ওমর ফাউন্ডেশন' রাবওয়া কর্তৃক কাজ করা হচ্ছে। তাই হুযূর (রা.)-এর সাথে আপনার যদি সাক্ষাৎ কিংবা পত্রালাপের সৌভাগ্য হয়ে থাকে তাহলে স্মতিময় তথ্য এবং যদি হুযূর (রা.)-এর সাথে ছবি কিংবা তাঁর পত্র থাকে এর কপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল। প্রেরণের সুবিধার্থে প্রয়োজনে জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল (মোবাইল নম্বর- ০১৭২৬৯৪৩৮২১)-কে অবহিত করবেন।

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার পিতা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদির চৌধুরী গত ১৮/১১/২০১৪ মাইন ষ্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'তের আমেলার সদস্য ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চান্দপুর চা বাগানের সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত ছিলেন। তিনি চান্দপুর চা বাগান মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সাবেক যয়ীমও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৭তম জলসায় (টেঙ্কের পারে) মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি কর্মস্থল চন্ডিছড়া চা বাগানে অনেক মোখালেফাতের শিকার হন। চা বাগান কর্তৃপক্ষ উনাকে আহমদীয়াত ছাড়ার জন্য লোভ দেখান, এরপর বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করেন তবুও তিনি আহমদীয়াত ছাড়েন নি। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। এলাকায় একজন ভাল মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি টেইলারিং কাজে অনেক দক্ষ ছিলেন। তার নিকট কাজ শিখে অনেকে সাবলম্বী হয়েছেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন হোসেনপুর জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবি আজিমুদ্দীন সাহেবের কনিষ্ঠ মেয়েকে। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ মেয়ে, দুই ছেলে এবং অনেক নাতি নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি জামা'তের জন্য অনেক কুরবানী করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার কুরবানী কবুল করুন এবং পরিবারের সকলের ধৈর্য দানের জন্য দোয়ার আরজ করছি।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৩ এপ্রিল, ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত একটি চারাগাছ, ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই এ জামা'ত ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এমনকি দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত এলাকাতেও আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ের দ্বার উম্মুক্ত করছেন। তাদেরকে সত্য স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ফলে তারা আহমদীয়াতরূপী ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হচ্ছেন।

এরপর হুযূর বিভিন্ন দেশে কীভাবে জামা'তের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে সে সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এরমধ্যে নাইজার, তাঞ্জানিয়া, মালী, ঘানা, আইভরিকোস্ট, গিনিকোনাকড়ি, বেনিন, আলজেরিয়া এবং ইতাতিতে কীভাবে মানুষ আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন তা তুলে ধরেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এসব লোকদের হৃদয় পবিত্র এবং তারা সত্যিকারেই খোদাকে ভালবাসেন তাই খোদা তা'লা তাদের সত্যের দিশা দিয়েছেন। এসব লোকদের ঈমান আনার পিছনে আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা হাত নেই বরং স্বয়ং খোদা তা'লা নিদর্শন প্রদর্শন এবং স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াতের প্রতি এবং যুগ ইমামের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আফ্রিকার দেশ মালীর কোন অঞ্চলে মুয়াল্লিম সাহেব জামা'তের পয়গাম পৌঁছাতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের এখানে দীর্ঘদিন বৃষ্টি হচ্ছে না যদি আপনাদের জামা'ত সত্য হয়ে তাকে তাহলে আপনি দোয়া করুন, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা আপনাদের জামা'ত আমরা গ্রহণ করবো। মুয়াল্লিম সাহেব কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, খোদার কাছে নির্দশন দেখানোর জন্য সকাতর প্রার্থনা করেন। ফলে রাতের বেলা মুষলধারে বৃষ্টি হয় এবং এই নিদর্শন দেখে সেই এলাকার লোকেরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এভাবে তাঞ্জানিয়ায় একসঙ্গে ৩৪০০জন বয়আত করেন আবার এক গ্রামের প্রায় এক হাজার মানুষ আহমদী হন। এসব স্থানে মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জামা'তের অধিকাংশ সদস্য দরিদ্র কিন্তু ঈমানী চেতনায় তারা সমৃদ্ধ। স্বনির্ভতার প্রমাণ স্বরূপ নিজেরাই কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং আমৃত্যু জামা'তের সঙ্গে যুক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছেন।

ফাতেমা নামের এক নবাগত আহমদী বোন বলেন, আহমদীয়া জামা'ত গ্রহণের ফলে আমি আত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি। সকল প্রকার বি'দাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এটি সত্যিকার ইসলাম। অনেকে আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তকে সত্যিকার জ্ঞান ভান্ডার খুঁজে পেয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। কোন কোন খ্রিস্টান পার্দ্রি আহমদীদের সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এরা ভালো, এদের শিক্ষা উন্নত। এই জামা'তভুক্ত থাকো। আবার বেনিনে একজন পার্দ্রি আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর বলেন, এখন আমি খোদার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পথ খুঁজে পেয়েছি।

এভাবে এমটিএর আরবী অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমেও অনেকে সত্য পথের দিশা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। জিহাদের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। নাসেখ-মনসূখের বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন।

হুযূর বলেন, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করলে শুধুমাত্র শিক্ষা মানুষের কাজে আসে না। তাই এদিক থেকে আমাদের প্রত্যের আহমদীর ওপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। আমাদের আচার-ব্যবহারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসা বাঞ্ছণীয়।

হুযূর বলেন, আজকাল মুসলমান বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এবং যেসব নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান এর গন্ডি দ্রুত প্রসারিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এথেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে, খোদার মনোনীয় মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে গ্রহণ করা। এজন্য প্রত্যেক আহমদী অনেক বেশি দোয়া করুন। উম্মতে মুসলেমার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ এদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন যাতে ধ্বংসের হাত থেকে এরা রক্ষা পায়।

আল্লাহ্ নিজ করুণায় আমাদের সকল দোয়া কবুল করুন।

আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত একটি চারাগাছ, ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই এ জামা'ত ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এমনকি দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত এলাকাতেও আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ের দ্বার উম্মুক্ত করছেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাক-স্বাধীনত সম্পর্কিত একটি সংলাপ অনুষ্ঠান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ছাত্র সংঘ সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্ম ও জাতির প্রতি সম্মান বজায় রেখে বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম ছাত্র সংঘ, যুক্তরাজ্য শাখা 'আইন অনুষদ' ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মধ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করে। এই সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতারা কীভাবে বাক-স্বাধীনতার ব্যবহার করছেন ও এর সীমা কতটুকু তা আলোচনা করা।

এতে প্রধান বক্তা ছিলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত এবং সোয়াস 'আইন অনুষদের' সহ সভাপতি মিস সাবিহা মোতালাহ । এই বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা নিরসনে দায়িত্বশীল পদক্ষেপ কি হতে পারে তা জানতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আন্তঃর্জাতিক পর্যায়ে সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে গণমাধ্যমে বাক-স্বাধীনতা বিষয়টি বিতর্কিত হিসাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে অবস্থান নিচ্ছে এবং প্রশ্ন উঠেছে বৃহত্তর স্বার্থে এই অবস্থান কতটা যুক্তিযুক্ত!

শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর রফিক আহমদ হায়াত তার বক্তব্যে ইসলাম কীভাবে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশ দেয় তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের দায়িত্ব হলো, ন্যায্য ও সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা এবং সরকারের দায়িত্ব হলো, সমাজের সবাই যেন এই মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তা সুনিশ্চিত করা। এটি যদি সমাজে প্রচলিত না হয় তবে তা একটি অসহনশীল সমাজে পরিণত হবে যা কারোই কাম্য নয়।

'সোয়াস' বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহ সভাপতি মিস সাবিহা মোতালাহ আইনের দৃষ্টিতে বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি দেশেই গণতন্ত্রের ধারনা ভিন্ন ও আইন প্রয়োগের বিভিন্নতার কারণে মত পার্থক্য বিদ্যমান। একটি ন্যায্য ও সুবিচারমুলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের উচিত স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

বক্তৃতাপর্বের পর দর্শকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এতে মওলানা আব্দুল কুদ্দুস আরিফ উত্তরদাতা প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই গঠনমূলক প্রশ্ন করেন যার ফলে এ সমস্যা নিরসনে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এই আয়োজনে উপস্থিত সবাই মতামত দেন যে, বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা দায়িত্বশীলতার সাথে নির্ধারণ করা উচিত। যেন তা কোনো ধর্ম বা মতের জন্যই কষ্টের কারণ না হয়। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম পালন ও সমাজে নিজ সম্মান বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য নিয়মিতভাবে প্রতিবছর শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে থাকে যেন সব ধর্মের প্রতি সমাজের সকল মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা বজায় থাকে।

জার্মানি জামা'তের উদ্যোগে Wetzler শহরে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩রা মার্চ জার্মানির Wetzler শহরে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি তবলীগি বৈঠক আয়োজন করা হয়। এতে শহরের যেসব গণমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে লর্ড মেয়র, পুলিশ, চার্চ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য।

রীতি অনুসারে পবিত্র কুরআন পাঠ ও এর জার্মান অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। স্থানীয় তবলীগ সেক্রেটারী সাহেব অতিথিদের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরেন। এরপর জামা'তের শান্তিপূর্ণ কর্মকান্ডের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ সময় লর্ড মেয়র মহোদয় তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, আপনারা ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ শিক্ষামালা তুলে ধরেন। আপনাদের জামা'তের বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন, পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং নববর্ষ উপলক্ষে জার্মানির বিভিন্ন শহরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচলনা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

এরপর ডব্লুষবৎ জামা'তের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের চিত্র উপস্থাপন করা হয়। জার্মানি জামা'তের আমীর জনাব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগীস হাউসার অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং জামা'তের পরিচিতি মূলক একটি পুস্তক তাদেরকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

এসময় এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কয়েকজন অতিথি তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন 'সমাজে আপনাদের ইতিবাচক কর্মকান্ডকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং আপনাদের ব্রত 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এর একটি গভীর প্রভাব নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

আরেকজন অতিথি বলেন, আপনাদের এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র তথ্যবহুলই ছিল না বরং এটি ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। যখন এ দু'টি বিষয় একস্থানে সমবেত হয় তখন তা গভীর প্রভাব বিস্তারী হয়ে থাকে, আমার বেলায়ও এমনটিই ঘটেছে।

আফ্রিকার কঙ্গোর কিনশাসায় ১৮তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কঙ্গোর কিনশাসা অঞ্চলের ১৮তম বার্ষিক জলসা গত ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জনাব আবু বকর, জনাব আনাস মোসো এবং জনাব ওমর আবদান জলসায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন কঙ্গোর সম্মানিত আমীর সাহেব। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'খিলাফত ন্যায়বিচার ও শান্তির বিমূর্ত প্রতিক'।

১৪৮জন সম্মানিত অতিথি এই মহতি জলসায় যোগদান করেন, তাদের মধ্যে ডিভিশনাল কোর্ট কঙ্গো'র সম্মানিত বিচারপতি, জাতীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বেনিন এবং লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাস কর্মকর্তাগণ. ক্যাথলিক চার্চের উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, অধ্যাপক এবং বিভিন্ন পার্ট্রিসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় টেলিভিশন ছাড়াও বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেল জলসার সংবাদ প্রচার করে। এছাড়া কঙ্গোর বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকা ফলাও করে জলসার সচিত্র সংবাদ এবং আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। টিভি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রায় ২০লক্ষাধিক মানুষের কাছে আহমদীয়া জামা'তের বার্তা পৌঁছেছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

25th March 2015

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন লন্ডনে অনুষ্ঠিত

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উক্ত অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন

3-Day International Conference of MTA International takes place in London

Hazrat Mirza Masroor Ahmad addresses concluding session

The fourth International Conference of Muslim Television Ahmadiyya International (MTA) concluded on 22 March 2015 with an address by the World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

48 delegates from 20 countries attended the three-day conference, held at the Baitul Futuh Mosque in South-West London.

During the course of the event the delegates attended a variety of workshops and presentations organised by MTA International. The delegates were also able to take part in one-to-one sessions with representatives of different departments of MTA.

The highlight of the conference was the concluding address given by Hazrat Mirza Masroor Ahmad during which he spoke of the continued progress of MTA and prayed for its future development.

His Holiness also informed the audience that a new MTA studio – to be named the 'Wahab Adam Studios' – was being constructed in Ghana.

Speaking about the global reach of MTA, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"At a time when certain groups within Islam are doing their utmost to defame and discredit its teachings, we are witnessing how Allah the Almighty is constantly opening new avenues of Tabligh for our Jamaat. Unquestionably, MTA is itself playing a great role in spreading the true teachings of Islam to all parts of the world."

Announcing the construction of a new MTA studio being built in Ghana, Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"In Ghana, a permanent MTA studio is being built and will soon be opened, God Willing. Various regional programmes will be made at the Ghana studios, which will be tailored towards an African audience and made according to their tastes and nature. God Willing, when the studio is completed it will be of an extremely professional standard and of a high calibre."

In his address, Hazrat Mirza Masroor Ahmad praised the volunteer spirit that is a hallmark of the channel. His Holiness said that young volunteers working for MTA in all parts of the world were serving the organisation with "great distinction and a heartfelt passion to serve".

Hazrat Mirza Masroor Ahmad concluded by praying:

"I hope and pray that we are able to take full benefit of this great treasure of MTA that Allah has bestowed upon us, so that the message of true Islam shines brightly and comes to enlighten every home in the world."

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

"I am confident that all of you, whichever country you have come from, will return to your homes not only having increased your knowledge and technical skills, but with a renewed desire and passion to utilise all of your capabilities to spread the true message of Islam to the corners of the earth."

Earlier, the Managing Director of MTA International, Munir-ud-din Shams gave an annual report during which he informed the audience of the major activities of MTA International during the past year.

The delegates were also shown a short video highlighting the continued progress of MTA during the past year.

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।
আসছে ৩০ এপ্রিল থেকে ৩ মে, ২০১৫ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ৩০/০৪/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ০১/০৫/২০১৫	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ০২/০৫/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ০৩/০৫/২০১৫	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 19th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th April, 2015 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com